পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 101 Wednesday, 12 March, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১০১ সংখ্যা ❋ ২৭ ফাল্গুন ১৪৩১ বুধবার, ১২ মার্চ ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বিজেপির সাম্প্রদায়িক অশান্তির অভিযোগ ঘিরে উত্তাল বিধানসভা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ বিজেপির সাম্প্রদায়িক অশান্তির অভিযোগ ঘিরে ফের উত্তাল বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। মঙ্গলবার আবারও কাগজ ছিঁড়ে ওয়াকআউট করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ অন্যান্য বিজেপি বিধায়করা। তারপরই বিধানসভা চত্বরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন শুভেন্দু। মঙ্গলবার বিধানসভায় রাজ্যের সাম্প্রদায়িক অশান্তির অভিযোগ তুলে মুলতুবি প্রস্তাব আনে বিজেপি। কিন্তু অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তা গ্রহণ করেননি। মুলতুবি প্রস্তাব গ্রহণ না করার কারণ হিসেবে তিনি জানান, আগেই এবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একই ইস্যুতে দ্বিতীয়বার আলোচনার

কোনও কারণ নেই। তা নিয়েই অশান্তির সূত্রপাত। হইহট্টগোল শুরু করেন বিজেপির বিধায়করা। অধিবেশন কক্ষ উত্তাল হয়ে ওঠে। সেই সময়ই বিধানসভার কার্যবিবরণীর কাগজ ছেঁড়েন বিজেপির বিধায়করা। এরপরই অধিবেশনে বিজেপি বিধায়কদের কাগজ না দেওয়ার নির্দেশ দেন স্পিকার। তাতেই অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান শুভেন্দুরা। এরপরই বিধানসভা চত্বরে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভে শামিল হন বিজেপির বিধায়করা। স্পিকারের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করেন শুভেন্দু অধিকারী। বলেন, ভারতের সংবিধানের বিরলতম ঘটনা এটা। বিরোধী দলের বিধায়কদের বুলেটিন-সহ কার্যবিবরণীর কোনও কাগজ না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন স্পিকার। তবে তাতে কোনও সমস্যা নেই। শুভেন্দুর কথায়, আমরা বিজেপির বিধায়কেরা প্রতি দিন এক দিস্তা করে কাগজ নিয়ে যাব, প্রয়োজনে বিধানসভায় ছিঁড়ব। পাশাপাশি আগামিকাল ব্যাপক বিক্ষোভের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

ফিরুক রাজতন্ত্র, হোক হিন্দু রাষ্ট্র!

কাঠমাণ্ডু, ১১ মার্চ ঃ ১৯ বছর আগে তিনি শাসকের কুরসি ছেড়েছিলেন। এর বছর দুয়েক পরে পার্লামেন্টে ভোটাভুটির মাধ্যমে নেপালে সরকারি ভাবে যবনিকা পড়ে যায় রাজতন্ত্রের উপরে। কিন্তু ফের সেই রাজারই দ্বারস্থ নেপালের জনগণ! রবিবার কাঠমাণ্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রবেশপথে দেখা গেল হাজার দশেক মানুষের ভিড়! তাঁরা জ্ঞানেন্দ্র শাহর সমর্থক। তাঁদের দাবি, ফের নেপালে ফিরুক রাজতন্ত্র। ফের নেপাল হয়ে উঠুক হিন্দু রাষ্ট্র। বিমানবন্দরের সামনে জমা হওয়া ভিড় থেকে স্লোগান শোনা গেল, রাজপ্রাসাদ ছেড়ে দেওয়া হোক রাজার জন্য। ফিরে আসুন রাজা। দেশকে রক্ষা করো। প্রিয় রাজার জয় হোক। আমরা রাজতন্ত্র চাই। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে দ্রুত এলাকা ঘিরে ফিরে রায়ট পুলিশ। যদিও প্রতিবাদীরা প্রবেশপথের মুখ থেকেই ফিরে যান। কোনও রকম হিংসার ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু এদিনের প্রতিবাদ নতুন করে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিতে পেরেছে এই দাবি। রাজতন্ত্র ফেরাতে হবে নেপালে। ২০০৬ সালে দেখা গিয়েছিল এর উলটো ছবি। রাজপথে ব্যাপক জন সমাবেশ হয়েছিল রাজাকে গদিচ্যুত করার দাবি তুলে। শেষপর্যন্ত বাধ্যতই সরে যা জ্ঞানেন্দ্র। বছর দুয়েক পরে ২০০৮ সাল থেকে পাকাপাকি ভাবে যতিচিহ্ন পড়ে যায় রাজতন্ত্রের উপরে। রাজা জ্ঞানেন্দ্র হয়ে যান আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই আম নাগরিক। সেই সময় বহু মানুষেরই বিশ্বাস ছিল এবার 'দিন' ফিরবে। কিন্তু ২০০৮ সাল থেকে এযাব ১৩টি সরকার দেখেছে নেপাল। রাজনৈতিক স্থিরতা আসেনি। বরং দুর্নীতি বেড়েছে উত্তরোত্তর। অর্থনীতি ধুঁকতে শুরু করেছে। ফলে এবার সেদেশের মানুষের বড় অংশই মনে করতে শুরু করেছেন এই অস্থিরতা থেকে বাঁচাতে পারে রাজতন্ত্রই।

৭২ বছরের বাহাদুর ভান্ডারি কথা বলছিলেন সিএনএন-এর সঙ্গে। তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার। আমরা এখানে এসেছি রাজার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাতে। এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মিছিল করে এগিয়ে যেতে। দাবি তাঁকে ফের রাজপ্রাসাদা ফিরিয়ে দিতে হবে। অথচ পেশায় ছুতোর বাহাদুর ২০০৬ সালে এভাবেই রাজপথে নেমেছিলেন রাজাকে গদিচ্যুত করতে। কেন হঠাৎ মতবদল? বাহাদুরের কথায়, সবচেয়ে খারাপ ব্যাপারটা হল দেশে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে। যে সমস্ত রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় এসেছেন, তাঁরা কেউই দেশের জন্য কিছু করেননি। আমি সেই প্রতিবাদেও ছিলাম, যার ফলে রাজতন্ত্রের অবসান হয়েছিল। তখন ভেবেছিলাম এতে দেশের ভালো হবে। কিন্তু আমি ভুল করেছিলাম। দেশ আরও ডুবেছে পরবর্তী সময়ে। আর তাই আমি এখন মত বদল করেছি। নেপালের বর্তমান এই প্রতিবাদ-বিক্ষোভের পিছনে নয়াদিল্লির কূটনৈতিক অবস্থানকেও দেখছেন কেউ কেউ। নেপালে যতগুলি সরকার এসেছে, ক্রমে তারা ঝুঁকেছে চিনের দিকে। এই পরিস্থিতিতে ভারতই পরোক্ষে এই ধরনের আন্দোলনে অক্সিজেন যোগ করছে কিনা সেই প্রশ্ন তুলছে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ।

এপিক ইস্যুতে উত্তাল সংসদ, আলোচনায় রাজি নয় কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ 'ভুতুড়ে' ভোটার ইস্যুতে সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনও উত্তাল হয়ে উঠল সংসদ। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় আলোচনার দাবি তোলেন তৃণমূল সাংসদরা। সমর্থন জানিয়ে সুর চড়ায় নবীন পট্টনায়েকের দল বিজেডিও। কিন্তু সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেন ডেপুটি চেয়ারম্যান। আর তাতেই শুরু হয় ক্ষোভ-বিক্ষোভ। শুরুতেই অধিবেশন ওয়াকআউট করে বেরিয়ে আসেন তৃণমূলে সাংসদরা। তাঁদের অনুসরণ করে বিজেডিও ওয়াকআউট করে। এরপর একে একে অন্যান্য বিরোধীরাও এনিয়ে সুর চড়ান। অধিবেশন কার্যত ভেস্তে যায়। সংসদের বাইরে বেরিয়ে কেন্দ্রকে কার্যত তুলোধোনা করলেন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়।

একই এপিক নম্বরে একাধিক ভোটারের নাম। তালিকায় এই 'ভুতুড়ে' বিষয়টি নিয়ে সবার আগে কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো। অভিযোগ, ভিনরাজ্যের ভোটারদের নাম রয়েছে এরাজ্যের ভোটার তালিকায়। এবং সম্প্রতি কয়েকমাসের মধ্যেই সেই সংস্কার হয়েছে। ভোটার তালিকা থেকে সেসব 'ভুতুড়দের' তাড়াতে দলের নেতা, মন্ত্রীদের স্ক্রুটিনির দায়িত্ব দিয়েছিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী তা নিয়ে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশন দপ্তর ছাড়াও কেন্দ্রের উপর চাপ বাড়াতে সংসদে দলের রণকৌশল স্থির করে দিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সেইমতো সংসদে অধিবেশন শুরু হতে উভয় কক্ষেই আলোচনার দাবি তোলেন তৃণমূল সাংসদরা। কিন্তু সোমবার, প্রথম দিনও সেই আলোচনার প্রস্তাব খারিজ ঘিরে তপ্ত হয়ে উঠেছিল অধিবেশন। মঙ্গলবারও কার্যত একই ছবি। এনিয়ে রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় বলেন, একই এপিক নম্বরে একাধিক ভোটারের নাম কীভাবে থাকে? এটাই আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম। কমিশন সেকথা মেনেও নিয়েছে। জানিয়েছে, তিনমাসের মধ্যে তা সংশোধন করবে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হল, এমন ভোটারের সংখ্যা ঠিক কত? তা জানাতে হবে। তাই আমরা সংসদে আলোচনার দাবি করেছিলাম। কিন্তু মাননীয় ডেপুটি চেয়ারম্যান সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছেন। তাই আমরা ওয়াকআউট করে বেরিয়ে এসেছি। আমাদের বক্তব্য হল, অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে জেতার জন্য ভোটার তালিকায় এরকম কারচুপি করছে কেঃদ্রের সরকার। আসলে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়াটাকে তারা কুক্ষিগত করতে চাইছে। আর এভাবে ভারতের যে গণতান্ত্রিক কাঠামো আছে, তা ভেঙেচুরে দিচ্ছে। তবে আমরা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং নির্দেশে সংসদে এবং বাইরে জনমত গড়ে তোলার কাজ চালিয়ে যাব। এদিন বিকেলেই বিষয়টি নিয়ে দিল্লির নির্বাচন কমিশনে দেখা করতে যাবেন তৃণমূলের ১০ প্রতিনিধি। থাকবেন ডেরেক ও ব্রায়েন, সুখেন্দুশেখর রায়, সাগরিকা ঘোষ, সাকেত গোখলেরা।

বিদ্বেষ ছড়িয়ে ফের বিতর্কে শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্মীয় রাজনীতির অভিযোগ আগেও উঠেছিল। ধর্মীয় মেরুকরণই তাদের মূল ভিত্তি, তা আজ অনেকাংশে প্রমাণিত। আজ দেশের ক্ষমতাসীন বিজেপি সংখ্যালঘু বিরোধী, সেই অভিযোগে বারবার সরব হন বামফ্রন্ট, তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বহু অবিজেপি দল। পাল্টা অভিযোগও আছে। এসবের মাঝে রাজনৈতিক লড়াইয়ে এবার ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে বিতর্ক বাড়ালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, তৃণমূল কংগ্রেসে যে কজন মুসলিম বিধায়ক জিতে আসবে, তাদের চ্যাংদোলা করে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেব। সোমের পর মঙ্গলবারও বিধানসভায় সাম্প্রদায়িক অশান্তির অভিযোগ তুলে মুলতুবি প্রস্তাব এনেছিল বিরোধী বিজেপি। বিরোধী দলনেতা আলোচনার দাবি করেছিলেন। কিন্তু তা ' এই যুক্তিতে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় খারিজ করে দেন। তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন বিজেপি বিধায়করা। অধিবেশন কক্ষের ভিতরে পোস্টার, ব্যানার নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা।পাশাপাশি কাগজ ছোড়া হয়। স্পিকার জানান, এসব করা যাবে না। এরপরই ওয়াকআউট করে বেরিয়ে বিধানসভার বাইরে এসে পোস্টার, ব্যানার নিয়ে প্রতিবাদে শামিল হন। বিধানসভা গেটের বাইরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য সরকারের নিন্দায় মুখর হতে দেখা গেল শুভেন্দু অধিকারীকে। সেখানেই শুভেন্দুর মুখে শোনা গেল বিতর্কিত কথা। ছাব্বিশের নির্বাচনে ভবানীপুর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর পশ্চিম থেকে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবেন, এই হুঁশিয়ারি দেওয়ার পর তিনি বললেন, ওঁদের তো হারাবই। আর বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। তখন ওদের দল থেকে যে কজন মুসলিম বিধায়ক জিতে আসবে, তাদের চ্যাংদোলা করে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেব। আগামী ১৯ মার্চ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের এলাকা, বারুইপুর পশ্চিমে সভা করবেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই সভা থেকে কার্যত স্পিকারকে পরাস্ত করার রাজনৈতিক প্রস্তুতি শুরু হবে বলে জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা।

পাকিস্তানে ট্রেন হাইজ্যাক বালোচ বিদ্রোহীদের

বালোচ, ১১ মার্চ ঃ ট্রেনে হামলা চালিয়ে যাত্রীদের পণবন্দি করল বালোচ বিদ্রোহীরা। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ৫০০ জন যাত্রীবোঝাই ট্রেনে আচমকাই হামলা হয়। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ৬ জন আধিকারিককে খুন করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে বিদ্রোহীরা। আপাতত ১০০ জন যাত্রীকে পণবন্দি করে রাখা হয়েছে। সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বালোচিস্তান প্রদেশের কোয়েটা থেকে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের পেশোয়ারে যাচ্ছিল যাত্রীবাহী জাফার এক্সপ্রেস। পাক সেনাকর্মী থেকে শুরু করে নিরাপত্তা বাহিনীর অনেকেই ছিলেন ওই ট্রেনে। যাত্রার মাঝপথে আচমকাই চলন্ত ট্রেনে হামলা চালায় বালোচ বিদ্রোহীরা। জানা গিয়েছে, মাশকাফ, ধাদার এবং বোলানে পরিকল্পনা করেই হামলা চালানো হয়েছে। ঘটনার পরে একটি বিবৃতি জারি করেছে এই বিদ্রোহী সংগঠন অর্থা বালোচ লিবারেশন আর্মি। তাদের কথায়, রেলের ট্র্যাকে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে ট্রেন থামিয়ে দেওয়া হয়। তারপরেই ট্রেনের দখল নিয়েছে বালোচ আর্মির সদস্যরা। হামলার মধ্যেই ৬জন নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। বাকি যাত্রীদের মধ্যে ১০০ জনকে পণবন্দি করে রেখেছে বালোচ বিদ্রোহীরা। তাদের দাবি, মহিলা, শিশু এবং বালোচ যাত্রীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কোনও আমজনতাকেই আটকে রাখা হয়নি। কেবল পাক সেনা, পুলিশ, সন্ত্রাসবিরোধী ফোর্স এবং আইএসআইয়ের আধিকারিকদেরই আটক করা হয়েছে। বিবৃতিতে স্পষ্ট হুঁশিয়ারিও দিয়েছে বালোচ বিদ্রোহীরা। পণবন্দিদের উদ্ধার করতে যদি কোনওভাবে অপারেশন চালায় সেনা বা অন্যান্য নিরাপত্তাবাহিনী, তাহলে ফল ভুগতে হবে বলে জানানো হয়েছে। ১০০ জন পণবন্দির প্রত্যেককেই মেরে ফেলা হবে বলেই বিএলএর হুঁশিয়ারি। রক্তপাতের দায় নিরাপত্তাবাহিনীর ঘা়ে বর্তাবে বলেই জানিয়েছে তারা। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই পৃথক রাষ্ট্রের দাবিতে সরব এই বালোচিস্তান লিবারেশন আর্মি। পাকিস্তান এবং চিনে বা়স। হামলা হবে ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছিল তাদের তরফে। তাদের এমন অপারেশনের জবাব দিতে পারবে পাক প্রশাসন। নাকি বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ যাবে ১০০ পণবন্দির।

বেসরকারি স্কুলের মাত্রাছাড়া ফি-তে লাগাম টানতে আসছে বিল ঃ ব্রাত্য বসু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ বেসরকারি স্কুলগুলিতে প্রায়শয়ই লাগামহীনভাবে ফি বাড়ানোর অভিযোগ ওঠে। যার চাপে পড়ে চিন্তার ভাঁজ চওড়া হয় মধ্যবিত্ত অভিভাবকদের চিন্তা বেড়েছে। সন্তানদের শিক্ষায় যাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি না ঘটে, তার জন্য পকেটের উপর চাপ সামলেও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা থাকে তাঁদের। এবার এই লাগামছাড়া ফি বৃদ্ধি রুখতে নিয়ন্ত্রণের ভাবনা রাজ্য সরকারের। শিগগিরই এনিয়ে বিধানসভায় বিল আনা হতে পারে। মঙ্গলবার বিধানসভায় একথা জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সোমবার থেকে বিধানসভায় দ্বিতীয় ভাগের অধিবেশন শুরু হয়েছে। চলবে ২০ তারিখ পর্যন্ত। মঙ্গলবার অধিবেশন চলাকালীন বিজেপির এক বিধায়ক বেসরকারি স্কুলগুলির লাগামছাড়া ফি বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সরকারের পদক্ষেপের কথা জানতে চান। তার জবাব দিতে গিয়ে ব্রাত্য বসু জানান, স্কুলের ফি বৃদ্ধি, অভিভাবকদের উপর চাপ থেকে শুরু করে নানা অভিযোগ আসছে

সরকারের কাছেও। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই তাঁরা ভেবেছেন। আগামী দিনে সরকার বেসরকারি স্কুলের ফি বৃদ্ধি রুখতে একটি বিল আনতে চলেছে, তা জানান ব্রাত্য বসু। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাত্যর এই বক্তব্যকে সমর্থন জানান। স্বাস্থ্য কমিশনের ধাঁচে বেসরকারি স্কুলগুলির ফি নিয়ন্ত্রণে তৈরি হবে একটি কমিশন। উচ্চহারে ফি বৃদ্ধি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হবে কমিশনের মাধ্যমে। যদিও এই প্রথম নয়। এর আগে, ২০২৩ সালে অনুমোদনক্রমে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইভেট স্কুল রেগুলেটরি কমিশন' তৈরির তোড়জোড় করেছিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। এই কমিশনে ১১ সদস্যের থাকার কথা। এঁরা হলেন স্কুল শিক্ষা কমিশনার, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং উচ্চশিক্ষা সংসদের সভাপতি, শিক্ষামন্ত্রী মনোনীত দু'জন শিক্ষাবিদ। এছাড়া সিবিএসই এবং আইসিএসই বোর্ডের প্রতিনিধিদেরও থাকার কথা এই কমিশনে। তবে গত ২ বছরে সেই কাজ এগোয়নি। তাই এবার ফের মধ্যবিত্তের উপর ফি বৃদ্ধির বোঝা কমাতে কমিশন গঠনের পরিকল্পনা নিচ্ছে রাজ্য সরকার।

মেদিনীপুর কলেজে ছাত্রীদের 'মারধর'ঘটনায় আইজি মুরলীধর শর্মাকে তদন্তের ভার দিল হাই কোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তির জন্য গত সপ্তাহে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মেদিনীপুর কলেজও। সেখানকার বাম ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসের বাইরে বিক্ষোভ দেখানোর সময় ছাত্রীদের উপর পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগ উঠেছিল। দুই ছাত্রীকে থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে গায়ে মোম ঢেলে অত্যাচারের অভিযোগ ওঠে। তা নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন সুচরিতা দাস, সুশ্রীতা সরেন। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানিতে তদন্তভার আইজি (প্রশিক্ষণ), মুরলীধর শর্মার হাতে তুলে দিল হাই কোর্ট। তিনি পুলিশের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেবেন। আগামী ২৬ মার্চ মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। গত ৭ মার্চ ক্যাম্পাসের বাইরে বিক্ষোভ দেখানোর সময়ে এসএফআই, ডিএসও-র আন্দোলন দমনে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। অভিযোগ উঠেছিল, সেখান থেকে দুই ছাত্রীকে থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করা হয়, চলে মারধরও। এনিয়ে ওইদিন পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুচরিতা দাস ও সুশ্রীতা সরেন নামে দুই ছাত্রী কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেন। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মঙ্গলবার ছিল

মামলাটির শুনানি। সওয়াল-জবাবে আন্দোলনকারীদের আইনজীবী অভিযোগ করেন, যাদবপুরের ঘটনার প্রতিবাদে মেদিনীপুর কলেজ ক্যাম্পাসে আন্দোলন চলছিল। সেখান থেকে আন্দোলনকারীদের তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। মাঝরাতে গ্রেপ্তার না দেখিয়ে ছেড়ে দেয়। তার আগে পুলিশ হেফাজতে বেধড়ক মারধর করা হয়। অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা হয়, হুমকিও দেওয়া হয়। তাই পুলিশের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হোক বলে দাবি তাঁর। এ বিষয়ে উল্লেখ করেন, কলেজের মধ্যে ভিডিও ফুটেজও আছে। তা দেখেই পদক্ষেপ করা যেতে পারে। আইনজীবীর বক্তব্য শুনে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বক্তব্য, আগে অনুসন্ধান হওয়া উচিত। তারপরে এফআইআর হবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পুলিশের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। অ্যাডভোকেট জেনারেল সওয়াল করেন, যখন তরুণী থানায় আসেন, তখন তার সঙ্গে একাধিক আইনজীবী ছিলেন। সিসিটিভি ফুটেজ আছে। তাকে দুপুরের খাবার দেওয়া হয়। দুপুরে থানার হেফাজতে ঘুমোয়। বিকেলে কোনও একটা সংগঠনের সঙ্গে চ্যাট করতে থাকে। মিথ্যে অভিযোগ করে পুলিশের নীতি ভাঙার চেষ্টা করা হচ্ছে। তা শুনে বিচারপতি ঘোষ জানান, পুলিশের বক্তব্য নিয়ে আপত্তি থাকলে হলফনামা দিতে হবে। থানার ওসিকে হলফনামা দিতে হবে। এরপর তিনি আইজি (প্রশিক্ষণ), মুরলীধর শর্মাকে তদন্তে নেতৃত্ব দেওয়ার নির্দেশ জারি করেন। ২৬ মার্চ পরবর্তী শুনানি।

পানিহাটি পুরসভার চেয়ারম্যানকে পদ ছাড়ার নির্দেশ ফিরহাদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ দুর্নীতি ইস্যুতে জিরো টলারেন্স নীতি নিল মেয়র। পানিহাটি পুরসভারর চেয়ারম্যান মলয় রায়কে পদত্যাগের নির্দেশ তৃণমূল কংগ্রেসের। মঙ্গলবার ফোনে তাঁকে পদ ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। স্থানীয় অমরাবতী ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিগত দিনকয়েক ধরেই পানিহাটি পুরসভায় উত্তেজনা রয়েছে। আঁচ পড়েছে রাজ্য রাজনীতিতেও। পরিস্থিতি সামাল দিতে আগেই চেয়ারম্যান মলয় রায়কে পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয় দল। তবে নির্দেশিকা অমান্য করে মলয়ের পাল্টা যুক্তি ছিল, আমি এমন কী করেছি যে পদ ছাড়তে হবে? গোটা বিষয়টা না জেনে পদ ছাড়ার প্রশ্ন উঠছে না। এখানেই জল্পনা, কাঁর বা কাঁদের ভরসায় দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশিকা অমান্য করার সাহস দেখাচ্ছেন তিনি? বলে রাখা ভালো, কোনও ভাবেই দুর্নীতিকে প্রশয় দেওয়া হবে না বলে, একাধিকবার সাফ জানিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তছরুপ বা অনৈতিক কাণ্ডে নাম জড়ালে, দলের নেতা থেকে আমলারা কেউই ছাড় পাবেন না বলে জানিয়েছিলেন তিনি। এবার পদ ছাড়তে বলা হল মলয়কে। উল্লেখ্য, পানিহাটি পুরসভার অন্তর্গত অমরাবতী মাঠকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। প্রায় ৮৫ বিঘার মাঠটি সোসাইটি ফর দ্য প্রোটেকশন অব চিলড্রেন ইন ইন্ডিয়া নামে এক সংস্থার নামে রয়েছে। জল্পনা ছড়ায়, মাঠের জমি বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। তাতে নাম জড়ায় পুরপ্রধানের। সেই প্রেক্ষিতেই তাঁকে পদত্যাগের নির্দেশ দিল তৃণমূল কংগ্রেস। মলয়বাবু বলেন, আজকে ফোন করে আমাকে পদত্যাগের কথা বলেছেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। আমি পদত্যাগ করব। তবে জানতে চেয়েছি, আমার অপরাধ কী? অমরাবতী মাঠকে কেন্দ্র করে ঝামেলা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়েছে। উনি বলেছেন পদত্যাগ করতে। আমি দলের শ্রমিক, যা বলবেন তা করব। তবে এই মাঠের ঝামেলায় তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে বলে দাবি করে মলয় বলেন, অমারাবতী মাঠ, ট্রাস্টি বোর্ডের মাঠ। তা বিক্রি করা যায় না। কয়েকজন অজ্ঞাত মানুষ মনে করল, তা বিক্রি করা হচ্ছে। ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে এখানে একটা স্টেডিয়াম। কমিউনিটি হলের দাবি করেছিলাম। কেউ কেউ ভাবলো সব খেয়ে ফেলছি। তার বলি হলাম আমি। মলয় পদত্যাগ করার কথা জানিয়েছেন। তবে কবে বা কখন পদত্যাগ করবেন তা জানা যায়নি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে 'আজাদ কাশ্মীর' স্লোগান, 'রাষ্ট্রদ্রোহে' মামলা রুজু পুলিশের

দুরন্ত বাতা৩, কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ নৈরাজ্যের যাদবপুরে দেশদ্রোহিতার বীজ! ছাত্র আন্দোলনের নামে উঠছে বিচ্ছিন্নতাবাদী স্লোগান। বাকস্বাধীনতার নামে দেওয়ালে লেখা হচ্ছে 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি'। জানা গিয়েছে, ছাত্র আন্দোলনের অছিলায় ভারতকে অশান্ত করতে মদত জোগাচ্ছে বহিঃশত্রুরা। এই প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নেমেছে কলকাতা পুলিশ। দেশ বিরোধী শক্তি যাতে কোনওভাবেই ক্যাম্পাসে মাথাচাড়া দিতে না পারে তা নিশ্চিত করতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ওয়েবকুপার বৈঠককে কেন্দ্র করে ১ মার্চ থেকে উত্তাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। বৈঠকে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তের জামা ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। সেই থেকেই উত্তপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে চর্চায় বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনোলজি বিল্ডিংয়ের ৩ নম্বর গেটের কাছে দেওয়ালে লেখা 'আজাদ কাশ্মীর' স্লোগান। তার পরিপ্রেক্ষিতেই এবার পদক্ষেপ করল রাজ্য পুলিশ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এধরনের স্লোগানের নেপথ্যে বহিঃশত্রুদের বড়সড় ভূমিকা রয়েছে বলে আশঙ্কা পুলিশের। জানা যাচ্ছে, এই ঘটনায় অজ্ঞাতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৫২ / ৬১ বি ধারা অর্থা বিচ্ছিন্নতাবাদ, হিংসা ও নাশকতার ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে যাদবপুরের ক্যাম্পাসে এই ধরনের স্লোগানিংয়ের ঘটনা একেবারেই নতুন নয়। এর আগেই আজাদ কাশ্মীর স্লোগানকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়েছিল যাদবপুর। সেই সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে রিপোর্টও তলব করা হয়েছিল। এদিনের মামলা প্রসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি কিশলয় রায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা একাজ করেছে তাঁরা মানসিকভাবে অসুস্থ। পুলিশের গোটা ভূমিকার প্রশংসা করছি। এবিষয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএফআই-এর লোকাল কমিটির সম্পাদক শৌর্যদীপ্ত রায় বলেন,আমি মনে করি আজাদ কাশ্মীর বলা মানে সার্বভৌমত্বের উপর আক্রমণ। এটা বারবার বলা মানে অন্যান্য দাবিগুলো ছোট করা। কাশ্মীর নিয়ে যদি আমাদের দাবির কথা বলা হয়, বলব ৩৭০ ধারা ফিরিয়ে আনা হোক। আর রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা প্রসঙ্গে বলব, এটা যারা করেছে আশা করা যায় তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়েরই পড়ুয়া। তাই তাঁদের সঙ্গে কথা বলেই মিটিয়ে নেওয়া যেত। রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করাটা সমাধান নয় বলেই মনে করি। পুলিশের মানুষকে বোঝানো উচিত কেন এই ধরনের কিছু লেখা উচিত নয়। এবিভিপির দক্ষিণবঙ্গের সম্পাদক অনিরুদ্ধ সরকারের বক্তব্য, দেশবিরোধী কাজের মূল আখড়া হয়ে উঠেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ওই জন্যই ওরা পুলিশকে ঢুকতে দেয় না। এবিষয়ে বারবার রাজ্য ও কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

ভোটের আগে বঙ্গ বিজেপির চিন্তা বাড়াচ্ছে আরও অনেকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ ছাব্বিশের আগে ভাঙন ধরেছে শুভেন্দু গড়ে। তবে একা তাপসী মণ্ডল নয়, ভোটের আগে বঙ্গ বিজেপির চিন্তা বাড়াচ্ছে আরও অন্তত ৫-৭ জন বিধায়ক। এমনই খবর পাওয়া গেল গেরুয়া শিবিরের ভেতর থেকে। যারা নাকি তৃণমূলের দিকে এক পা বাড়িয়েই রয়েছেন, যে কোনও দিন পাল্টে যেতে পারে তাদের মত। বঙ্গ বিজেপির এমন পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বিসে, সীত্রে জানতে পারা গিয়েএছ, বিজেপির চিন্তা বাড়িয়েছে শক্তঘাঁটি উত্তর! অনেকদিন ধরেই কার্শিয়াঙের বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা। 'আলাদা রাজ্য' করার দাবিতে সরব হয়েছেন তিনি। যা নিয়ে বিভিন্ন সময় দলের অন্দরেই প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। দাবিপূরণ না হওয়ায় আগামী বিধানসভা ভোটে গেরুয়া শিবিরের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারেন তিনি, এমনটাই শোনা গয়েছে। ইতিমধ্যে দল ছাড়ার হুমকি দিয়ে রেখেছেন কার্শিয়াঙের বিধায়ক। তিনি যে এখনই পার্টি বদল করবেন না, তা জোর দিয়ে বলতে পারেছেন না বিজেপি নেতৃত্বে। শুধু তিনি নন, দলবদলের আবহে বিজেপির গলার কাঁটা উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক সৌমেন রায়। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অন্তত মহারাজের একান্ত অনুগত হিসেবেই এলাকায় পরিচিত তিনি। একুশের ভোটে জেতার পরও তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন সৌমেন। গেরুয়া শিবির অন্ততকে রাজ্যসভার পাঠানোর পর চব্বিশের লোকসভার আগে বিজেপিতে ফিরে আসেন। তবে গত কিছুদিন ধরেই 'তিনি বিরোধী' সুর চড়াচ্ছেন। এমন অবস্থায় তিনি যে দলবদল করবেন না, তা নিয়ে নিশ্চিত হতে পারছে না। এই তালিকায় নাম রয়েছে গঙ্গারামপুরের বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের জেলাতে মণ্ডল সভাপতি নির্বাচন নিয়ে 'ক্ষুদ্ব' তিনি। প্রকাশ্যে মুখও খুলেছেন। সেই ক্ষোভের আঁচে সত্যেন দলবদল করে ফেলবেন না তো, উঠছে প্রশ্ন। সন্দেহের তালিকায় রয়েছেন,

আলিপুরদুয়ারের জন বার্লা ঘনিষ্ঠ বিধায়করাও। শুধু উত্তর নয়, জঙ্গলমহল-রাঢ়বঙ্গের কিছু বিধায়কদের গতিবিধিও চিন্তা বাড়াচ্ছে বিজেপির। এমনকী, মতুয়াগড়েও ভাঙনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্চে বলে খবর মিলেছে। শুভেন্দু গড়ে তৃণমূলের 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে'র পর থেকেই চিন্তা বেড়েছে বিজেপির। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, একে দলীয় সংগঠনের তথৈবচ হাল। উপরন্তু রয়েছে গোষ্ঠীকোন্দলের কাঁটা। তার মধ্যে দলের এই ভাঙন নিয়ে কার্যত বিরক্ত দিল্লির নেতৃত্ব। বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দ্রুত রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে। সেখানে শুভেঃদু অধিকারীও হাজির থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহেরা দু'শো পারের ডাক দিলেও একুশের বিধানসভা ভোটে মাত্র ৭৭-এ থামতে হয়েছিল শুভেন্দু-সুকান্তদের। তবে এই 'সিট' ধরে রাখতে পারেননি তাঁরা। প্রথমেই হাতছাড়া হয়েছিল ২টি আসন। কারণ, সাংসদ থাকাকালীন বিধায়ক হওয়ার দৌড়ে নাম লিখিয়েছিলেন নিশীথ প্রামানিক এবং জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। দু'জনেই জিতেছিলেন বিধায়ক পদে। কিন্তু পরে ইস্তফা দিয়ে সাংসদ পদেই ফিরে গিয়েছিলেন তাঁরা। ফলে ফলপ্রকাশের পরই বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা নেমে দাঁড়ায় ৭৫। তারপর ফুলবদল করে আরও ৮ জন। সবমিলিয়ে গেরুয়া শিবিরের বিধায়ক সংখ্যা নেমে দাঁড়ায় ৬৫। ছাব্বিশের আগে তৃণমূলের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চলতে থাকলে বঙ্গ বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা কোথায় গিয়ে থামবে সেটাই দেখার বিষয়। স্বাভাবিকভাবে বিধায়কের সংখ্যা কমতে থাকলে ভোটের আগে জেলায়-জেলায় বিজেপির সংগঠনও যে তলানিতে ঠেকবে তা

ডিএমকে ও তামিলনাড়ুর জনগণের পাশে রয়েছে তৃণমূলঃ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃকেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের তীব্র সমালোচনা করে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, ডিএমকে ও তামিলনাড়ুর জনগণের পাশে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝির পাশে দাঁড়িয়ে কল্যাণ বলেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা অপ্রত্যাশিত। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তামিলনাড়ুর জনগণের উদ্দেশ্যে এমন ভাষা ব্যবহার করে রাজ্যের জনগণের মর্যাদা হ্রাস করেছেন। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি জানিয়েছেন, হয় তাঁর সংসদে ক্ষমা চাওয়া উচিত, নয়তো তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে মন্ত্রী পদ থেকে অপসারণ করা উচিত। প্রধানমন্ত্রী মোদীর শোনা উচিত তার মন্ত্রীরা কী করছেন। ডিএমকে এবং তামিলনাড়ুর জনগণের পাশে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস খবর সূত্রে জানা যায়।

বৈধ নথি ছাড়াই ভারতে বসবাস, ৫ বাংলাদেশি গ্রেফতার দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ বৈধ নথি ছাড়াই ভারতে বসবাস করার অভিযোগে ৫ বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ। দিল্লির বিভিন্ন এলাকা থেকে ৫ বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সদর বাজার এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে দুই বাংলাদেশিকে এবং বাকি ৩ জনকে আউটার জেলা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, এই ৫ জন বাংলাদেশি নাগরিক অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করত। তাদের কাছে কোনও বৈধ নথি নেই। মঙ্গলবার পুলিশের পক্ষ আরও জানানো হয়েছে, ভারতে অবৈধ নথিও তৈরি করেছিল তারা।

তেলেঙ্গানার সুড়ঙ্গে বন্দি ১৮ দিন, এখনও খোঁজ নেই ৭ জন শ্রমিকের

হায়দরাবাদ, ১১ মার্চ ঃ দেখতে দেখতে ১৮-দিন হয়ে গেল, তেলেঙ্গানার ধসে পড়া সুড়ঙ্গে টানা ১৮-দিন ধরে বন্দি ৭ জন শ্রমিক। গত রবিবার উদ্ধার হয়েছিল একটি দেহ, এখনও সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে রয়েছেন ৭ জন শ্রমিক। তাঁরা কী অবস্থায় আছেন, কেমন আছেন, তা এখনও জানা যায়নি। তবে, হাল ছাড়তে নারাজ উদ্ধারকারী দল। এখনও চলছে উদ্ধারকাজ। মঙ্গলবার সুড়ঙ্গের ভিতরে গিয়েছে রোবোটিক টিম, তাঁরাও ওই শ্রমিকদের উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন।উল্লেখ্য, গত ২২ ফেব্রুয়ারি তেলেঙ্গানার শ্রীশৈলম সুড়ঙ্গের একাংশ আচমকাই ধসে পড়ে।সাড়ে ১৩ কিলোমিটার ভিতরে আটকে পড়েন ৮ জন শ্রমিক। এই মুহূর্তে বাকি ৭ জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাঁদের উদ্ধারের জন্য উদ্ধারকারী দল নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। নানা রকম ভাবে চেষ্টা করা হয়েছে সবাইকে উদ্ধারের জন্য।

দিল্লির আদালতে হাজিরা তেজপ্রতাপ ও হেমার, জামিনও পেলেন লালুর ছেলে ও মেয়ে

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ জমির বিনিময়ে চাকরি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে হাজিরা দিলেন তেজপ্রতাপ যাদব ও হেমা যাদব। আদালতের পাঠানো সমনের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার সকালে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে হাজিরা দেন তেজপ্রতাপ ও হেমা-সহ অন্যান্যরা।এদিন জামিনও পেয়ে গিয়েছেন লালু প্রসাদ যাদবের ছেলে ও মেয়ে। দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত আরজেডি নেতা তেজ প্রতাপ যাদব, হেমা যাদব এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের ৫০,০০০ টাকার বন্ড এবং সমপরিমাণ একটি সিউরিটি বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেছে।

পর্যটনকে আকর্ষিত করার অপার সম্ভাবনা রয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতেরঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ পর্যটনকে আকর্ষিত করার অপার সম্ভাবনা রয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে স্টুডেন্টস এক্সপেরিয়েন্স ইন ইন্টার-স্টেট লিভিং আয়োজিত যুব সংসদে উত্তর-পূর্বের তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

বলেছেন, এই যুব সংসদে, সমগ্র উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের নব্বইটিরও বেশি সংগঠন থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে আগত সকল প্রিয় ভাই ও বোনদের আমি আন্তরিক স্বাগত জানাই। আমাদের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল, যা উত্তর প্রদেশের চেয়েও বড়, প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ একটি ভূমি।অমিত শাহ আরও বলেছেন, স্বাধীনতার আগে, এই অঞ্চলটি ভারতের জিডিপিতে ২০ শতাংশেরও বেশি অবদান রেখেছিল। তবে, এখন এই অবদান মাত্র ৭ শতাংশে নেমে এসেছে। উত্তর-পূর্ব ভারতে বিশ্বব্যাপী পর্যটন আকর্ষণের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি ভারতের সবচেয়ে বুদ্ধিমান যুবকদের পাশাপাশি কিছু সবচেয়ে পরিশ্রমী উপজাতি সম্প্রদায়ের আবাসস্থল। তা সত্ত্বেও, আমাদের উত্তর-পূর্ব কেন পিছিয়ে রয়ে গেছে?

উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ইন্ডাস্ট্রিকে উপকৃত করতে পারেঃনীতিন গড়করি

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উৎপাদন খরচ কমাতে পারে, একইসঙ্গে শিল্প ও গ্রাহকদের উপকারও করতে পারে। এমনটাই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি। সোমবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি বলেছেন, সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নত করে পণ্যের

উৎপাদন খরচ কমানো যেতে পারে, যা পরিণামে শিল্প এবং গ্রাহক উভয়কেই উপকৃত করবে। সোমবার নতুন দিল্লিতে সাবান, ডিটারজেন্ট এবং প্রসাধনী বিষয়ক সপ্তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে গড়করি বলেন, মাঝারি, ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলি এই ধরনের অগ্রগতি থেকে উপকৃত হয়।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গড়করি শিল্পগুলিকে উৎপাদন খরচ কমানো এবং গুণমান বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এই সম্মেলনের বিষয়বস্তু হল পরিষ্কারের ভবিষ্যত, যা গৃহ ও ব্যক্তিগত যত্ন শিল্পের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তিন দিনের এই সম্মেলন সরকারি প্রতিনিধি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিডার, সদস্য এবং প্রতিনিধিদের মধ্যে নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ প্রদান করবে আজ থেকে।

মান্ডিতে বিদ্যুদয়ন নিয়ে সরব কঙ্গনা, বিদ্যুৎ মন্ত্রকের কাছে অনুরোধ সাংসদের

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃহিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলায় বিদ্যুদয়ন নিয়ে লোকসভায় সরব হলেন অভিনেত্রী তথা মান্ডির বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাউত। বিদ্যুতের সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি বিদ্যুৎ মন্ত্রকের কাছেও অনুরোধ জানিয়েছেন। মঙ্গলবার লোকসভায় কঙ্গনা রানাউত বলেছেন, অনেক উঁচু এলাকায় ছোট ছোট গ্রাম আছে যেখানে ভারী তুষারপাত এবং খারাপ আবহাওয়ার পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এই অঞ্চলগুলিতে বিদ্যুৎ

সঞ্চালন পরিকাঠামো খুবই খারাপ এবং ট্রান্সফরমারগুলি প্রায়শই ভেঙে পড়ে, যার ফলে ধারাবাহিকভাবে কম ভোল্টেজের সৃষ্টি হয়।কঙ্গনা রানাউত আরও বলেছেন, এমনকি সামান্য তুষারপাত অথবা বৃষ্টিপাতের ফলেও দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দেয়, যা মানুষের জীবনকে ব্যাহত করে। মাঝে মাঝে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে বিদ্যুৎ থাকে না, যা ছোট ব্যবসাগুলিকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। এই সমস্যাটি কেবল একটি জায়গায় সীমাবদ্ধ নয় বরং সিরাজ, বানজার, আন্নি এবং কুল্লুর মতো বেশ কয়েকটি এলাকাকে প্রভাবিত করে। আমি বিদ্যুৎ মন্ত্রক এবং হিমাচল প্রদেশ বিদ্যুৎ বোর্ডকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অঞ্চলগুলিতে ১০০ শতাংশ বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করুন।

তৃতীয় কোনও বাধ্যতামূলক ভাষার প্রয়োজন নেইঃকার্তি চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃতিন ভাষা নীতির সমালোচনার সরব হলেন কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদম্বরম। তাঁর কথায়, তৃতীয় কোনও বাধ্যতামূলক ভাষার প্রয়োজন নেই। মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কার্তি চিদম্বরম বলেছেন, তামিলনাড়ু এক্ষেত্রে খুব স্পষ্ট যে, দুই ভাষার পাঠ্যক্রম আমাদের খুব ভালোভাবেই সাহায্য করছে। তামিল আমাদের পরিচয় রক্ষা করে এবং আমাদের মাতৃভাষা, ইংরেজি হল বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের জগতের সঙ্গে আমাদের সংযোগ ভাষা।কার্তি চিদম্বরম আরও বলেছেন, আমাদের তৃতীয় বাধ্যতামূলক ভাষার প্রয়োজন নেই, মন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল, তিনি তা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, কিন্তু তারও ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল। উল্লেখ্য, সোমবার ডিএমকে-র তীব্র সমালোচনা করেছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তাঁর সেই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে ডিএমকে। মঙ্গলবার ডিএমকে সাংসদরা বিক্ষোভও দেখান।

মন্দা-শঙ্কা মার্কিন লগ্নিকারীদের, বাজার খুলতে পড়ল সেনসেক্স

মুম্বই, ১১ মার্চঃআমেরিকায় আর্থিক মন্দার শঙ্কা পুরোপুরি উড়িয়ে দেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার পরেই উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে আমেরিকার শেয়ার বাজারে। সারা বিশ্বের পাশাপাশি এর প্রভাব পড়তে চলেছে ভারতীয় শেয়ার বাজারেও। ধস নেমেছে ওয়াল স্ট্রিটে। পশ্চিমের একাধিক দেশের শেয়ার বাজারেও বিনিয়োগকারীদের মাথায় হাত পড়েছে। মঙ্গলবার ভারতে শেয়ার বাজার খোলার পরে প্রাথমিক ভাবে সেনসেক্সের সূচকেও পতন দেখা গিয়েছে। শুধু আমেরিকাতেই নয়, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপেও মঙ্গলবার শেয়ার বাজার খোলার সময়ে সেনক্সেস নিম্নমুখী।অ্যামাজন, অ্যালফাবেট, মেটা-সহ অন্যান্য প্রযুক্তি জায়ান্টদেরও হাল বেহাল। বিশেষজ্ঞদের ধারনা, মেক্সিকো, কানাডা ও চিনের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি ও শুল্কযুদ্ধের জেরেই গুরুতর অবস্থা মার্কিন বাজারের। এই ঘটনায় আমেরিকায় মুদ্রাস্ফীতি বাড়ার আশঙ্কাও এড়িয়ে যাচ্ছেন না বিশেষজ্ঞরা। মার্কিন বাজারের সরাসরি প্রভাব পড়েছে ভারতের বাজারেও।

দিল্লির আনন্দ বিহারের কাছে ঝুপড়িতে আগুন, মৃত্যু ৩ জনের

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ দিল্লির আনন্দ বিহারের কাছে ঝুপড়িতে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে ৩ জন শ্রমিকের, এছাড়াও একজন আহত হয়েছেন। গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের পর ঝুপড়িতে আটকে পানে নিহতরা, তাঁরা বেরিয়ে আসতে পারেনি। দমকল বাহিনী পরে আগুন নিভিয়ে দেহগুলি উদ্ধার করেছে।পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, মঙ্গলবার ভোররাত ২.১৫ মিনিট নাগাদ মঙ্গলম রোডের ধারে অবস্থিত বস্তিতে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের পর আগুন ধরে যায়। আগুন এতটাই ভয়াবহ রূপ নেয় যে, ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ডিডিএ প্লট ও রোটারি ক্লাব অফিসের পাশে ড্রেনের কাছে অস্থায়ী তাঁবুতে থাকতেন আইজিএল কোম্পানির চারজন কর্মী। রাতে জগ্নি, শ্যাম সিং, কান্ত প্রসাদ ও নীতিন সেই তাঁবুতে ঘুমাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ আগুন লেগে যায় বলে খবর সূত্রে জানায়।

ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করার দাবিতে ঢাকায় অবস্থান কর্মসূচি

ঢাকা, ১১ মার্চ ঃ ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করার দাবিতে মঙ্গলবার ঢাকায় ' সকাল-সন্ধ্যা অবস্থান কর্মসূচি' পালন করছে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। উঠছে ' উই ওয়ান্ট জাস্টিস', 'ধর্ষকদের ফাঁসি চাই' স্লোগান। বাংলাদেশজুড়ে দিন দিন বাড়ছে ধর্ষণ, যৌন নির্যাতনের ঘটনা। যার প্রতিবাদে কয়েকদিন আগেই অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে পথে নেমেছিল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। কিন্তু গত সপ্তাহেই ধর্ষণের শিকার হয় ৮ বছরের এক শিশুকন্যা। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে সে। এই নারকীয় ঘটনায় ছাত্রদের প্রতিবাদের আঁচ আরও তীব্র হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জাতীয় জাদুঘরের সামনে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু হয়। অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা। ' উই ওয়ান্ট জাস্টিস', 'ধর্ষকদের ফাঁসি চাই', ' জেগেছে রে জেগেছে, ছাত্রসমাজ জেগেছে', ' আমার সোনার বাংলায় ধর্ষকের ঠাঁই নাই'-এর মতো স্লোগানে গমগম করছে বাতাস বইছে আজ।

নিয়োগের দাবিতে জেল পুলিশের ইনস্পেকটর জেনারেলকে ডেপুটেশন চাকরি প্রার্থীদের

আগরতলা, ১১মার্চ ঃ অবিলম্বে নিয়োগ প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে চাকরি দিন, নতুবা বিষ দিন -চাকরি নিয়ে বেকারদের সাথে এই ধরনের খেলা আর সহ্য হচ্ছে না। গত সোমবার আগরতলায় কারা দপ্তরের ইন্সপেক্টর জেনারেল এর সাথে দেখা করে এমনই ক্ষোভ ব্যক্ত করলেন ২০২২ সালের জেল পুলিশের চাকরিপ্রার্থীরা। ২০২২ সালে জেল পুলিশে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ত্রিপুরা সরকার।সেই মত বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে জেল পুলিশে নিয়োগের জন্য শারীরিক পরীক্ষাও সম্পন্ন হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করছে না কারা দপ্তর। পাশাপাশি কোন এক অজ্ঞাত কারণে জেল পুলিশের নিয়োগ প্রক্রিয়াও সম্পন্ন

করছে না সরকার।এদিকে চাকরির দাবিতে বেকাররা কিছুদিন পর পর কারা দপ্তরের ইনস্পেকটর জেনারেল এর সাথে মিলিত হয়ে চাকরির দাবি জানাচ্ছেন। গত সোমবারও জেল পুলিশের শারীরিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা কারা দপ্তরের ইনস্পেকটর জেনারেল এর কার্যালয়ের সামনে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।তাদের অভিযোগ, চার বছর হয়ে গেছে এখনও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে না। কেন্দ্র এবং রাজ্যে একই দলের সরকার রয়েছে। এই অবস্থায় নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চার বছর সময় লাগার কথা নয়। এদিন চাকরিপ্রার্থীদের একজন জানান, গোটা বিষয়টি নিয়ে বেকারদের সাথে খেলা হচ্ছে বলে মনে করছেন তিনি। উদ্বেগের সাথে তিনি আরো জানান, সরকার চাকরি দিক নতুবা আমাদের বিষ দিক। এই যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছে না বলে জানান তিনি।এদিন চাকরি পার্থীরা জেল পুলিশের ইনস্পেকটর জেনারেল এর নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন। ডেপুটেশন প্রদানে অবিলম্বে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবি জানান তারা। উল্লেখ্য, এসটিজিটির মতই জেল পুলিশে নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রশাসন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করছে। বিষয়গুলি নিয়ে বিভিন্ন মহলে ক্রমশই রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে।

বিরোধীদের চক্রান্ত রুখে শান্তি, মৈত্রী ও প্রগতির পথে এগুচ্ছে ত্রিপুরাঃমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১১ মার্চ ঃ বিরোধীদের সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে ত্রিপুরায় শান্তি ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে দ্বিতীয় বিজেপি সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত জন সমাবেশে একথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জয় প্রকাশ নাড্ডা।শনিবার ৮ মার্চ ত্রিপুরায় দ্বিতীয় বিজেপি সরকারের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তি হয়েছে। এই উপলক্ষে রবিবার রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে এক সমাবেশে আয়োজন করে বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি। এই সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জে. পি. নাড্ডা। এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা।বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রথম থেকেই বিরোধী সিপিএম এবং কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে তীব্র তোপ দাগেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আশীর্বাদে ২০১৮ সালে কমিউনিস্টদের দুঃশাসন থেকে রাজ্যবাসী মুক্তি পেয়েছে। খুন, সন্ত্রাস, রাহাজানি, উগ্রবাদ এবং উগ্রপন্থীদের সৃষ্টির কারিগর সিপিএমকে জনগণ দেখেছেন। কংগ্রেসকেও রাজ্যবাসী দেখেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সিপিএমের আমলে রাজ্যের দু'জন সাংবাদিক খুন হয়েছেন। এখনো এর বিচার চলছে। এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের আগামী দিন বিচার হবেই বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী।এদিন বক্তব্যে রাজ্যের উন্নয়নের দিকগুলিও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, গত সাত বছরে রাজ্যের বাজেট প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থ বর্ষের বাজেট ছিল ২৭ হাজার ৮০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে পরিকাঠামোগত খাতে খরচ হয়েছে ৭ হাজার কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরিকাঠামো ঠিক না থাকলে বিনিয়োগকারীরা আসবেন না। এতে অর্থনীতিও সমৃদ্ধ হবে না।তিনি আরো বলেন, ত্রিপুরায় ২০১৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ১৬ হাজার ৪৯১টি সরকারি চাকরি হয়েছে। আউটসোর্সে চাকরি হয়েছে ৫ হাজার ৬৭১টি। সরকারি ও বেসরকারি সিকিউরিটি গার্ড ও অন্যান্য ক্ষেত্রে চাকরি হয়েছে ২৯৩৭টি । দুই লক্ষের অধিক রাজ্যে এন্টারপ্রেনার তৈরি হয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যে বেকারের হার ১.৭ শতাংশ যেখানে জাতীয় ক্ষেত্রে বেকারের হার ৩.২ শতাংশ। তিনি আরো বলেন, আরো ৮ হাজার চাকরি প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া আগামীদিনেও জারি থাকবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মরিশাসে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ফুলের মালা পরিয়ে স্বাগত, সঙ্গে উষ্ণ অভ্যর্থনা

পার্ট লুইস, ১১ মার্চ ঃ মরিশাস পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সকালে মরিশাস পৌঁছনোর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। মরিশাসের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বরা তাঁকে স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রী নবীন রামগুলাম তাঁকে ফুলের মালা পরিয়ে স্বাগত জানান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উপ-প্রধানমন্ত্রী, মরিশাসের প্রধান বিচারপতি, জাতীয় পরিষদের স্পিকার, বিরোধী দল নেতা, বিদেশমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গ্র্যান্ড পোর্ট জেলা পরিষদের চেয়ারপার্সন এবং আরও অনেকে। প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে মোট ২০০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে ছিলেন সাংসদ, বিধায়ক, কূটনৈতিক বাহিনী এবং আধ্যাত্মিক নেতারা।দু'দিনের সফরে মঙ্গলবার ভোরেই দিল্লি থেকে মরিশাসের উদ্দেশ্যে রওনা হন প্রধানমন্ত্রী মোদী। খুব সকালেই তিনি পৌঁছে যান মরিশাসে। ১২ মার্চ প্রধান অতিথি হিসেবে মরিশাসের জাতীয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি জাহাজের পাশাপাশি ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর একটি দলও উদযাপনে অংশগ্রহণ করবে।

সংসদ চত্বরে ডিএমকে-র প্রতিবাদ, তোপ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃজাতীয় শিক্ষা নীতি ও তিন-ভাষা নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করল ডিএমকে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে আক্রমণ করে মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ডিএমকে সাংসদরা। ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি-সহ অন্যায় ডিএমকে সাংসদরা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন।ডিএমকে সাংসদ তিরুচি শিবা বলেন, এটা বিভ্রান্তিকর (কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের বক্তব্য), আমরা কখনও তা বলিনি, তামিলনাড়ুর শিক্ষামন্ত্রী ইতিমধ্যেই এটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আমরা কালো পোশাক পড়েছি এবং তাঁর (ধর্মেন্দ্র প্রধান) মন্তব্যের নিন্দা জানিয়ে একটি বিক্ষোভ করেছি..এটা অনৈতিক এবং অসাংবিধানিক। আমরা তিনভাষা নীতিরও বিরুদ্ধে...কেউ আমাদের উপর এটি চাপিয়ে দিতে পারে না।

যাত্রীর ভিড় ঠেকাতে আরও একগুচ্ছ হোলি স্পেশাল ট্রেন

কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ হোলি উৎসবের মরসুমে যাত্রীদের বর্ধিত ভিড় সামলাতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১৫ জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালাবে।নারেঙ্গি-গোরখপুর জং- নারেঙ্গি কাটিহার-অমৃতসর- কাটিহার কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল-কামাখ্যা ডিব্রুগড়-নিউ জলপাইগুড়ি -ডিব্রুগড় নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি আনন্দ বিহার টার্মিনাল-যোগবানি-আনন্দ বিহার টার্মিনাল মুম্বই সেন্ট্রাল - কাটিহার - মুম্বই সেন্ট্রাল শিয়ালদহ - নিউ জলপাইগুড়ি - শিয়ালদহ চের্লাপল্লী - নাহরলগুন - চের্লাপল্লী এবং উদয়পুর সিটী - ফরবেসগঞ্জ - উদযপুর সিটি এবং টাটা - কাটিহার - টাটা রুটে চলাচল করা ১৩ জোড়া ট্রেনের বিবরণ ঘোষণা করা হয়েছে।অতিরিক্তভাবে, আরও ২ জোড়া স্পেশাল ট্রেন ডিব্রুগড় - জয়নগর - ডিব্রুগড় এবং ডিব্রুগড় - গোরখপুর - ডিব্রুগড় রুটে চালু করা হবে। স্পেশাল ট্রেন নং ০৫৯৭৪ (ডিব্রুগড় - জয়নগর) ১১ ও ১৮ মার্চ, ২০২৫ তারিখে প্রত্যেক মঙ্গলবারে ডিব্রুগড় থেকে ০৫ঃ২০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৪ঃ১০ ঘণ্টায় জয়নগর পৌঁছবে। একইভাবে, স্পেশাল ট্রেন নং ০৫৯৭৩ (জয়নগর - ডিব্রুগড়) ১২ ও ১৯ মার্চ, ২০২৫ তারিখে প্রত্যেক বুধবারে জয়নগর থেকে ১৫ঃ৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ২৩ঃ৩০ ঘণ্টায় ডিব্রুগড় পৌঁছবে। ট্রেন দুটি ওপরে উল্লেখ করা তারিখ হিসেবে মাত্র দুই ট্রিপের জন্য চলবে।স্পেশাল ট্রেন নং ০৫৯৭৮ (ডিব্রুগড় - গোরখপুর) ১২ ও ১৯ মার্চ, ২০২৫ তারিখে প্রত্যেক বুধবারে ডিব্রুগড় থেকে ০৯ঃ১০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৯ঃ০০ ঘণ্টায় গোরখপুর পৌঁছবে। একইভাবে, স্পেশাল ট্রেন নং ০৫৯৭৭ (গোরখপুর - ডিব্রুগড়) ১৩ ও ২০ মার্চ, ২০২৫ তারিখে প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে গোরখপুর থেকে ২১ঃ৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১০ঃ৩০ ঘণ্টায় ডিব্রুগড় পৌঁছবে।

মাদক পাচার আটকাতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশদল, ধৃত ৩

বীরভূম, ১১ মার্চঃ মাদক পাচার আটকাতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশদল। গত সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে বীরভূমের রাজনগর থানা এলাকা।মাদক পাচার আটকাতে গেলে ৮-১০ জনের দুষ্কৃতীর দল পুলিশের দিকে গুলি ছোড়ে বলে অভিযোগ। ঘটনায় কোনও পুলিশকর্মী আহত হননি। পরে আশেপাশের এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিরা পলাতক। ধৃতদের মঙ্গলবার আদালতে পেশ করা হয়।সূত্রের খবর, টহলদারি পুলিশকে

ওয়ানডে থেকে অবসরের কথা উড়িয়ে দিলেন কোহলি, প্রশংসা করলেন ভারতীয় দলের

দুবাই, ১১ মার্চ ঃরবিবার দুবাইতে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে চার উইকেটে হারানোর পর ওয়ানডে থেকে নিজের অবসরের কথা উ।য়ে দিয়েছেন ভারতের ব্যাটিং সুপারস্টার বিরাট কোহলি। তিনি বলেছেন, এই মুহূর্তে এ নিয়ে কোনও চিন্তা ভাবনাই করছি না। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভালো খেলাটাই হয়তো কোহলিকে এ কথা ভাবাচ্ছে।উল্লেখ্য, গত বছর জুনে ভারত আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শিরোপা জয়ের পর কোহলি টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক থেকে অবসর নিয়েছিলেন।সেই সঙ্গে চতুর্থ আইসিসি শিরোপা জয়ী কোহলি স্বীকার করেছেন যে, জানুয়ারিতে শেষ হওয়া অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি সিরিজে পরাজয়ের পর দল সাফল্যের জন্য ক্ষুধার্ত ছিল। অস্ট্রেলিয়ার কঠিন

সফরের পর আমরা ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম। অসাধারণ পারফরমেন্স করে ভারতের কিছু তরুণ আজকের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতিয়েছে। তারা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ভারতকে সঠিক পথে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেরা প্রভাবশালী ইনিংস খেলেছে এবং স্পেল করেছে, সেই সম্মিলিত প্রচেষ্টাই তাদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিততে সাহায্য করেছে।

রাজস্থানে আগাম গরমের প্রকোপ, একাধিক জেলায় হলুদ সতর্কতা

জয়পুর, ১১ মার্চ ঃ রাজস্থানে সময়ের আগেই গরমের দাপট দেখা দিয়েছে। সোমবার বারমের ও জলোরে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে পৌঁছেছিল, যার ফলে প্রচণ্ড রোদ ও অস্বস্তিকর গরমে মানুষ বিপাকে পড়ে। আবহাওয়া দফতর আগামী দুদিন বারমের ও জলোরে লু-এর সতর্কতা জারি করেছে। হলুদ সতর্কতা জারি করেছে।তবে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, হোলির দিন বিকানের, জয়পুর ও ভরতপুর বিভাগের কিছু জেলায় মেঘলা আকাশ থাকার পাশাপাশি হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, যা তাপমাত্রায় সামান্য পতন ঘটাতে পারে। আবহবিদের মতে, সাধারণত রাজস্থানে মার্চের শেষের দিকে লু-এর প্রকোপ দেখা দেয়, কিন্তু এই বছর তা আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

আবহাওয়া

বসন্তেই গরম বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রোদের তেজও। বৃষ্টির দেখা নেই, আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের জেলা গুলিতে আগামী দুই থেকে তিন দিন সর্বনিম্ন অথবা সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় তেমন হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তার পরের দু'দিনে তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমতে পারে। উত্তরবঙ্গেও আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।মহানগরী কলকাতায় ফের নামল নূন্যতম তাপমাত্রা, মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৭ ডিগ্রি বেশি। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বসন্তের আমেজ অনুভূত হলেও, মহানগরীতে গরম অনুভূত হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও গরম বেশ ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে। আপাতত কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।জোয়ার-সকাল৯ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল৯ টা৫০মনিট এবং রাত ১ টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৫৫মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৪৫মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৭ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,বুধবার, ইংরেজীঃ১২ মার্চ ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ ২৬ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ৫ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৫ ফাল্গুন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৪ ফাল্গুন ১৯৪৬, মৈতৈ৫ লমতা, আসামঃ২৩ ফাগুন, মুসলিমঃ৪-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ৫৭ঃ৪২ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ৩৮ঃ৪৫।চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ০৮ঃ৪২ঃ৫২(৪) এবং অস্তঃ রাত্রি ১০ঃ২০ঃ৪৬(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃপঞ্চমী (পূর্ণা) রাত্রিঃ০৭ঃ ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫৫১৫ পর্যন্তনক্ষঃ ভরণী কাল ঘ ০৭ঃ১৭ঃ৪৬ দং ৩২২৭.৫ পর্যন্ত পরে কৃত্তিকাকরণঃ বালব রাত্রিঃ০৭ঃ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫৫১৫ পর্যন্ত পরে কৌলবযোগঃ ইংদ্র। অমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ১৮ঃ০০ থেকে - ১০ঃ৩৮ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০২ঃ৩১ঃ৫৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১৮ঃ৩৮ থেকে - ০৪ঃ৫২ঃ০৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৩৮ঃ৫১ থেকে - ০৬ঃ২৮ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫৫ঃ৫৪ থেকে - ১১ঃ২৩ঃ৪১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫১ঃ২৯ থেকে - ০৩ঃ৩০ঃ০০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০১ঃ৪৫ঃ১০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১২ঃ৫৭ থেকে - ০১ঃ০২ঃ১৩ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ২৫ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৩ঃ০৩ পর্যন্ত। কালবেলাদিন ০১ঃ১৫ঃ৫৭ থেকে - ০২ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ ০৭ঃ১১ঃ১৩ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ ১০২০১৬৫২ (২৫) ১ পদ চন্দ্রঃ ০২৪৫৪২ (২) ৪ পদমঙ্গলঃ ২২২২২৪৯ (৭) ১ পদবুধঃ ১১৪২৬৪ (২৬) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১১৮৪৭২৯ (৪) ৩ পদশুক্রঃ ১১১০৪৬১২ (২৬) ৩ পদশনিঃ ১০২৪১০২০ (২৫) ২ পদরাহুঃ ১১৬১৪৪৫ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৬১৪৪৫ (১২) ৩ পদশুক্র বক্রি।লগ্নঃকুম্ভ রাশি সকাল ০৬ঃ৩০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৮ঃ০১ঃ৪৯ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৯ঃ৪২ঃ২২ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১১ঃ৪০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০১ঃ৫৪ঃ০৬ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৪ঃ০৯ঃ৪৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৬ঃ২১ঃ০৯ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ৩১ঃ১৯ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ১০ঃ৪৫ঃ২৯ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ০১ঃ১৪ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ০৬ঃ৩২ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৩ঃ২৫ পর্যন্ত।

নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞানে সহায়তা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর ঃ নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান থেকে সুন্দরবনের গরীব তপশিলি কৃষকদের পাম্প ও স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হলো। গরীব, দু স্থতপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত সুন্দরবনের কৃষকদের চাষের কাজের সুবিধার জন্য পাম্প মেশিন ও স্প্রে মেশিন তুলে দেওয়া হলো নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে থেকে কুলতলি ও জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের ২৩২ জন কৃষক এই বিতরণ অনুষ্ঠান অংশ নেন এবং তাদের পছন্দ মতন পাম্প ও স্প্রে মেশিন গ্রহন করেন। আই সি এ আর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এগ্রিকালচার বায়ো টেকনোলজি বিভাগের

সহায়তায় এস সি এস পি প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে এই বিতরণ কর্মসূচি পালন করে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। এদিন এই বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান তথা সিনিয়র বিজ্ঞানী ডক্টর চন্দন কুমার মন্ডল, ডক্টর প্রবীর কুমার গরাই, ডক্টর মানসী চক্রবর্তী, ডক্টর দীপক রায় সহ একাধিক কৃষি বিশেষজ্ঞ গন। এ দিন কৃষকদের উন্নত প্রথায় চাষের উপর প্রশিক্ষণ ও দেওয়া হয় এবং তার পরে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় এই সব সরঞ্জাম এ ব্যাপারে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান ডঃ চন্দন কুমার মন্ডল বলেন,গরীব ও দু স্থ তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের কৃষকদের আরো সুন্দরভাবে চাষের জন্য পাম্প মেশিন ও স্প্রে মেশিন এ দিন তুলে দেওয়া হয়, পাশাপাশি চাষের গুনাগুন তুলে ধরা হয় তার সম্পর্কিত একাধিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়। আগামী দিনে ও এই ধরনের প্রশিক্ষণ ও বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান। আর এই চাষের এই সরঞ্জাম পেয়ে খুশি চাষিরা।

তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজ বিতর্ক

দুরন্তবার্তা, ১১ মার্চ ঃ তাম্রলিপ্ত গভমেন্ট মেডিকেল কলেজে প্রিন্সিপালের ফেসবুক পোস্ট ঘিরে বিতর্ক। প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সদর তমলুকে রয়েছে তাম্রলিপ্ত গভমেন্ট মেডিকেল কলেজ ওও হাসপাতাল। ২০২২ সালে ১০০ আসন বিশিষ্ট মেডিকেল কলেজে শুরু হয় পঠন-পাঠন। দিন কয়েক আগে নারী দিবসের একটি পোস্ট শেয়ার করেন মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল শর্মিলা মল্লিক সেই পোস্টকে ঘিরেই শুরু হয় বিতর্ক। কলেজের প্রিন্সিপালের শেয়ার করা পোস্টে লেখা ছিল- সকলকে জানাই নারী দিবসের শুভেচ্ছা। কোলাজের কন্টেন্টটি জিজ্ঞেস করে লজ্জা দেবেন না। নারীরা সাম্য পাক, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলুক- এই আশা করিনা। অন্তত ভ্রূণহত্যা হয়ে না মরুক, বাসে ট্রেনে মলেস্টেড হয়ে না মরুক, কর্মক্ষেত্রে-ধর্মক্ষেত্রে ধর্ষিতা হয়ে না মরুক, শ্বশুরবাড়িতে হঠাৎ আগুনে পুড়ে না মরুক- এটুকু হলেই অনেক। পাশাপাশি ছিল দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ একাধিক ছবি। এই পোস্টের মাধ্যমে মানহানি করা হয়েছে এমনটাই অভিযোগ করেন মেডিকেল কলেজের পড়ুয়ারা। প্রথমে বিষয়টি নিয়ে প্রিন্সিপালের কাছে জানান তারপর তমলুক থানায় গিয়ে কলেজের প্রিন্সিপালের নামে লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেন মেডিকেল কলেজের।

মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র, কিংশুক দাস অভিযোগ করে বলেন, আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল যেভাবে তার ফেসবুকে পোস্টের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীকে জড়িয়ে খারাপ মন্তব্য করেছেন তা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। বিষয়টি নিয়ে আমরা প্রিন্সিপাল ম্যাডামের কাছে গিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। কোন রকম ভাবেই নিজের ত্রুটি সংশোধন করতে রাজি হননি তিনি। তাই আমরা বিষয়টি নিয়ে থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। যদিও এ বিষয়ে তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল শর্মিলা মল্লিক বলেন, ফেসবুক এমন একটি জায়গা যেখানে মানুষ তার নিজের ভালো লাগার বিষয়গুলিকে শেয়ার করে। প্রিন্সিপাল সত্তার বাইরেও আমার একটা মানবিক সত্তা রয়েছে। আমি কখনোই সরকারের বিরুদ্ধে বা কাউকে আঘাত করার জন্য কোন কিছু করিনি।

দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রের নিরুদ্দেশ কাহিনী

দুরন্তবার্তা, ১০ মার্চ ঃ এক দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়ুয়ার নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনা শোর গোল ফেলে দিল গোটা রায়গঞ্জে। বাড়ি থেকে বেরিয়েছে তাকে স্কুলে দিয়ে এসেছিল তার অভিভাবকেরা। তারপর ছুটির সময় হয়ে গেলে তারা স্কুলে গিয়ে ওই পড়ুয়াকে আনতে গেলে তারা শোনে ওই পড়ুয়ার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। স্কুলের শিক্ষিকা জানান অনেকক্ষণ ধরে দেখা পাচ্ছি না তার। খেলছিল বন্ধুদের সাথে, তারপর হঠাৎ করে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। এই ঘটনায় আকাশ থেকে পড়েন তার বাবা-মা। মা পাগলের মতো হয়ে যাক, গোটা স্কুলে খোঁজা শুরু হয়ে যায়, খুঁজতে আরম্ভ করেন অন্যান্য বাচ্চার অভিভাবকেরাও। শেষ পর্যন্ত তাকে বাথরুমে অচৈতন্য অবস্থায় দেখেন ঐ স্কুলেরই চতুর্থ শ্রেণীর এক পড়ুয়া। সঙ্গে সঙ্গে বের করে তাকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসার পর সে সুস্থ হয়ে উঠলে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় কিভাবে সে ওখানে গেল, সে বলে কিছু মনে পড়ছে না।

হাওড়ায় এসইউসিআইয়ের প্রতিবাদ

সুমন আদক ঃ সারা বাংলা জুড়ে প্রতিবাদ দিবসে মঙ্গলবার হাওড়ায় এসইউসিআই (সি) এর প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হলো। 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদী ছাত্রের উপর দিয়ে মন্ত্রীর কনভয়ের গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে, কলেজগুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও থ্রেটে সিন্ডিকেট বন্ধের দাবিতে, গত ৩রা মার্চ ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও'র রাজ্যব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটের দিন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদ আশ্রিত গুন্ডাবাহিনীর ব্যাপক হামলার

প্রতিবাদে এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে প্রতিবাদরত মহিলা কর্মীদের কোতোয়ালি থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে বর্বরোচিত নির্যাতনের প্রতিবাদে' মঙ্গলবার ১১ মার্চ এসইউসিআই (সি) এর রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে সারা বাংলায় প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেওয়া হয়। এই প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে এদিন বিকাল ৪টেয় হাওড়া ময়দান থেকে একটি প্রতিবাদী বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। হাওড়া সদর জেলা কমিটি এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) এর সম্পাদক সৌমিত্র সেনগুপ্ত বলেন, সারা ভারত ডিএসও'র ডাকা ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে মেদিনীপুরে কোতোয়ালি থানার মধ্যে ছাত্রীদের উপর ব্যাপক পুলিশি আক্রমণ, তাদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে। তাদের গায়ে মোমবাতি ছ্যাঁকা দেওয়া হয়েছে। তাদের পায়ের উপর বুট পড়ে দাঁড়ানো হয়েছে। এমনকি মুখে বুটের লাথিও মারা হয়েছে। এই জঘন্য অত্যাচারের প্রতিবাদে এসইউসিআই কমিউনিস্টের পক্ষ থেকে এদিন সারা বাংলা জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়েছে। সেই প্রতিবাদের কর্মসূচি হিসেবে আজ আমাদের এই প্রতিবাদ মিছিল। বাম দলের নেতারা এখন সরকার বিরোধী প্রতিবাদ সভা করতে শুরু করে দিয়েছে সর্বত্র।

বসিরহাটে সম্প্রীতি উত্তেজনা

বসিরহাট সাকচুড়ায় অপ্রীতিকর ঘটনায় মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক গ্রেপ্তার এক ঘণ্টার মধ্যে বিগ্রহ তৈরি করে প্রতিষ্ঠা করল সব ধর্মের মানুষ। শুভেন্দু পাল্টা তৃণমূল। সিসিটিভি ফুটেজ থেকে মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক গ্রেপ্তার সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করছে বিরোধীরা নাম না করে বিজেপিকে তোপ তৃণমূলের এও অভিযোগ করেন, স্থানীয় এক সম্প্রদায়ের মানুষকে হুমকি দিচ্ছে স্থানীয় জেলা পরিষদের খাদ্যের কর্মাধ্যক্ষ সাহানুর মণ্ডলের গুন্ডাবাহিনী। একইভাবে নিজের ফেসবুক পেজ থেকে বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ঠিক সন্ধ্যায় মুখ খোলেন বসিরহাট

চিকিৎসক বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি রাজ্য সভাপতি ও প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সামাজিক মাধ্যমে করা পোস্টের পাল্টা বসিরহাটের চিকিৎসক বিধায়ক। শহর বসিরহাটের কাছেই একটি অপ্রীতিকর ঘটনা গুঞ্জন রবিবার সকাল থেকে গোটা বসিরহাট জুড়ে ছড়াতে থাকে। পাশাপাশি সামাজিক মাধ্য মেও তা দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পরবর্তীতে বেলা তিনটে নাগাদ বিষয়টি নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার তার এক্স হ্যান্ডেল প্রোফাইল থেকে একটি ট্যুইট করেন। সেই ট্যুইটে তিনি ছবি পোস্ট করে লেখেন বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার নিম দাঁড়িয়া -কোদালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শাঁকচুড়া এলাকায় একটি মন্দিরে বিগ্রহের মাথা, হাত ও পা ভেঙে দেওয়া হয়। পাশাপাশি পোস্টে তিনি দক্ষিণের বিধায়ক ডাক্তার সপ্তর্ষি বন্দোপাধ্যায়। বসিরহাট ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তর সর্দার ও সম্পাদককে সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি বলেন, একটা অ্যাক্সিডেন্টাল ঘটনার সাক্ষী হয়েছি আমরা। খবর পেয়ে আমাদের স্থানীয় নেতৃত্ব সেখানে ছুটে যায়। সিসিটিভি খতিয়ে দেখে প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে যে ঘটনাটি ঘটিয়েছে তাকে শনাক্ত করা হয়। যোগাযোগ করা হয় তার বাড়ির লোকের সাথে। তার বাড়ির লোক স্থানীয় নেতৃত্বকে একটি প্রেসক্রিপশন দেন। সেখানে স্পষ্টই লেখা রয়েছে সেই ব্যক্তি মানসিকভাবে অপ্রকৃতস্থ গোছের। এমনকি ওই ব্যক্তি মানসিক চিকিৎসার মধ্যে রয়েছেন, ওষুধও খাচ্ছে। হঠাৎ করে সে ছাড়া পাওয়ায় অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় এসে একটি দুর্ঘটনা ঘটায়। খুব দ্রুতই স্থানীয় নেতৃত্ব ওই এলাকায় শান্তি বজায় রাখার প্রয়াস করে। তিনি এও জানান, প্রশাসন ও পুলিশের সহযোগিতায় আজ সন্ধ্যার মধ্যেই সেই বিগ্রহ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু এরই মধ্যে আমাদের বিরোধী বন্ধুরা যারা সাম্প্রদায়িকতার নামে বাংলা তথা ভারতকে ভাগ করার চেষ্টা করেছেন সেই বিজেপির সুকান্ত মজুমদার ও দিলীপ ঘোষের পোস্টের প্রতিবাদ আমরা তীব্রভাবে করছি। দিলীপ ঘোষ ফেসবুকে পোস্টের মাধ্যমে বারুইপুরের সঙ্গে বসিরহাটের তুলনা করে বসিরহাটের শান্তি ভঙ্গের চেষ্টা করেছেন।ক্ষ্ম পাশাপাশি তিনি এও আবেদন করেন, ক্ষ্মগুজবে কান দেবেন না। একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। তার রিস্টোরেশনও হয়ে গিয়েছে।ক্ষ্ম মন্দির কমিটির সদসঞ্ম প্রবীর বিশ্বাস বলেন, ক্ষ্মযার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছেন বিজেপি নেতৃত্ব তিনি ওই মন্দিরের সভাপতি। নিজে দায়িত্ব নিয়ে তিনি সেখানকার দূর্গাপুজোর করিয়েছেন। সম্প্রীতি বজায় রেখেছেন। যে ঘটনা ঘটে গিয়েছে তার পরে সেখানে নতুন বিগ্রহ এনে পূজা শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন কোনো সমস্যা নেই সবটাই অপপ্রচার চলছে। স্থানীয় এক যুবক মোহাম্মদ হাফিজুল মোল্লা বলেন, একটি পাগল গোছের যুবক এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে। পরবর্তীতে স্থানীয় নেতৃত্ব খুব দ্রুততার সঙ্গেই সেখানে মূর্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং পূজাও শুরু করিয়েছেন। আমরা সবসময় এখানে শান্তি চাই। গ্রাম বাংলার যে সম্প্রীতি বজায় ছিল তাতে ক্রমশ মরচে ধরতে শুরু করে দিয়েছে। তবে সব সম্প্রদায় মিলে এক সঙ্গে থাকার এবং বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। কারোর সঙ্গে ধর্মের ব্যাপারে কোনও রকম যাতে গণ্ডগোল দেখা দিতে না পারে সে ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক হয়ে থাকতে বলা হয়েছে। তার ফলে পরিস্থিতি খানিকটা স্বাভাবিক

আবাস যোজনায় দুর্নীতি চলছে

দুরন্তবার্তা, ১১ মার্চ ঃ আবাস যোজনায় ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে বাড়িতে ঢুকে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা। শ্লীলতাহানির অভিযোগ। আবাস যোজনায় ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে বাড়িতে ঢুকে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা। শ্লীলতাহানির অভিযোগ। অভিযুক্তর বাড়িতে চরাও গ্রামবাসীরা। ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ তৃণমূল থেকে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যের ছেলের বিরুদ্ধে। মালদার ইংরেজ বাজার থানার অন্তর্গত যদুপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। ইংরেজ বাজার থানায় অভিযোগ দায়ের। ঘটনার পর থেকে গা ঢাকা দিয়েছে অভিযুক্ত। এলাকায় উত্তেজনা।

কোনভাবেই এদের প্রশ্রয় দেবে না দাবি তৃণমূলের। তীব্র কটাক্ষ বিজেপির।

মালদার ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত যদুপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত। এখানকার এলাকা থেকে নির্বাচিত সদস্য অর্চনা মন্ডল। অভিযোগ তার ছেলে অচিন মন্ডলের বিরুদ্ধে। অচিন মন্ডল আবার ১০০ দিনের কাজের সুপারভাইজার। সম্প্রতি আবাস যোজনা যে ঘর দেওয়া শুরু হয়েছে সেই ঘর দেওয়ার নাম করে এলাকারই একটি বাড়িতে এসে ঢোকে সে। বাড়িতে ঢুকেই এক নাবালিকার কে ধর্ষণের চেষ্টা করে। ওই নাবালিকা চিৎকার চেঁচামেচি করলে গ্রামবাসীরা ছুটে আসে। তড়িঘড়ি অভিযুক্ত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এরপর ইংরেজ বাজার থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত গা ঢাকা দিয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের দাবি তার ছেলে নির্দোষ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে দাবী জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের। তীব্র কটাক্ষ বিজেপির। ঘটনার তদন্ত নেমেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। আবাস যোজনার দুর্নীতিবন্ধ হোক।

প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় নতুন দুই ছাত্রের শিক্ষা জীবন শুরু

পূর্বস্থলী প্রসেনজিৎ দেবনাথ ঃ বৃষ্টি ও অঙ্কুশ হাজরার শিক্ষাজীবনের নতুন সূচনা প্রধান শিক্ষকের উদ্যোগে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি। বৃষ্টি হাজরা ও অঙ্কুশ হাজরা, দুই ভাই-বোনই পূর্বস্থলী ১ ব্লকের জাহান্নগর জি এস এফ পি স্কুলের ছাত্র ছিল। তারা স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেছিলো এবং চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ভালোভাবে পড়াশোনা করে। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণি শেষ হওয়ার পর হঠাৎই তারা আর হাইস্কুলে ভর্তি হতে চায়নি। তাদের মধ্যে এমন কোনো আগ্রহ না থাকার কারণে তারা পড়াশোনা বন্ধ করে দেয়। এর ফলে, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক চিন্তা উৎকণ্ঠা শুরু হয়, কিন্তু অবশেষে এক সময় তাদের এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার সুযোগ আসে।

২০২২ সালে বৃষ্টি হাজরা এবং ২০২৩ সালে অঙ্কুশ হাজরা জাহান্নগর জিএসএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পাশ করে, কিন্তু তারা কোনো কারণে পরবর্তী স্তরের শিক্ষায় যোগদান করতে পারেনি। এটি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জন্য একটি দুঃখজনক বিষয় ছিল, কারণ তারা জানতো, উভয়েই ভাল ছাত্র ছিল এবং তাদের মধ্যে অনেক সম্ভাবনা ছিল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমরেশ দেবনাথ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিয়েছিলেন। তিনি অনুভব করলেন যে, এই দুই শিক্ষার্থীকে কোনোভাবেই হারিয়ে যেতে দেওয়া যাবে না।

অতএব, প্রধান শিক্ষক অমরেশ দেবনাথ তার সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে একটি পরিকল্পনা তৈরি করেন এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা নিয়ে বৃষ্টির এবং অঙ্কুশের বাড়ি গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তারা উভয়ের অভিভাবকদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। শিক্ষকরা তাদেরকে বুঝিয়ে বলেন যে, পড়াশোনা কখনোই বন্ধ করা উচিত নয় এবং তারা যদি এখনই শিক্ষাজীবন আবার শুরু না করে, তবে তাদের ভবিষ্যৎ অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। অভিভাবকরা প্রথমে একটু দ্বিধায় ছিলেন, কিন্তু পরে শিক্ষকদ্বয়ের আন্তরিকতা এবং প্রেরণায় তারা রাজি হন।

এরপর, শিক্ষকরা এবং অভিভাবকরা মিলে সিদ্ধান্ত নেন যে, উভয়কেই আবার শিক্ষায় ফিরিয়ে আনা হবে। অবশেষে, আজ উভয়কেই জাহান্নগর হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়। তাদের এই নতুন পথচলা শুরু হলো এক নতুন আশা ও বিশ্বাসের সঙ্গে। এখন তারা আবার পড়াশোনার পথে ফিরেছে, এবং এই নতুন অধ্যায়ে তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, এই আশা সকলেরই।

এটি কেবলমাত্র দুটি ছাত্রের শিক্ষাজীবনের পুনরায় শুরু হওয়া নয়, বরং এটি সমাজের প্রতি একটি মেসেজ, যে কোনো পরিস্থিতিতেই, শিক্ষার গুরুত্ব কোনোভাবেই কমে না। একজন শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল কর্মীদের একান্ত মনোযোগ ও আন্তরিকতায়, জীবনকে আবার নতুন করে সাজানো সম্ভব। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর ব্যাপারে সবাই আগ্রহ দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলার যে শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরে বারবার আঘাত এসে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল সেই আঘাতের ক্ষতটাকে এবারে সারাই করতে সবাই আগ্রহী

উন্নত সূর্যমুখী চাষ নিয়ে প্রশিক্ষণ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর উন্নত প্রযুক্তিতে সূর্যমুখী চাষ কেমন হবে সে বিষয়ে দুদিনের প্রশিক্ষন শিবির হয়ে গেল নিমপীঠে। সুন্দরবন এলাকায় আমন পরবর্তী সময়ে সূর্যমুখীকে আরও উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করা ও বাজারজাত করা সহ একাধিক বিষয়কে সামনে রেখে দুদিনের প্রশিক্ষন শিবির হয়ে গেল নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রে। সর্বভারতীয় সমন্বিত গবেষণা প্রকল্প, ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের উদ্যোগে সম্প্রতি নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি কেন্দ্রে দুদিনের প্রশিক্ষন শিবির হয়ে গেল ।যাতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কীট পতঙ্গ বিদ, আলিপুর রেঞ্জের ডক্টর কিংকর সাহা,জয়েন্ট ডিরেক্টর,সিট ড রামপ্রসাদ দাস,নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান তথা সিনিয়র বিজ্ঞানী ডক্টর চন্দন কুমার মন্ডল,কৃষি বিশেষজ্ঞ ডক্টর শ্যামসুন্দর লক্ষ্মণ,ডক্টর অভিজিৎ রায়,সায়ন জানা সহ আরো অনেকে ।দুদিনের এই প্রশিক্ষনে আতমা প্রকল্প আধিকারিক, বিটিএম,কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক, কৃষি সম্প্রসারন আধিকারিক গন উপস্থিত ছিলেন ।দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আমন পরবর্তী সময়ে সূর্যমুখী চাষে ভালো লাভবান হতে পারে কৃষকেরা ।একসময় এই জেলায় সর্বাধিক সূর্যমুখীর ফলন হতো। পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে তা কমে যায় ।তাই আমন পরবর্তী সময়ে এই চাষের উৎপাদন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কতটা অগ্রগতি করা যায় সে বিষয়ে প্রশিক্ষন হয়ে গেল ।এমনকি সূর্যমুখী চাষের বাগানে গিয়েও হাতে কলমে প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। আগামী দিনে এই সব প্রশিক্ষন রত আধিকারিক গনের হাত ধরে কৃষকরা সূর্যমুখী চাষে দুর্দান্ত সাফল্য আনবে ।আবার দক্ষিন ২৪ পরগনা সূর্যমুখী চাষে নিজের জায়গা ফিরে পাবে বলে মনে করেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা।

ভ্যাকসিন দেওয়ার কারণে মৃত্যু নয়

দুরন্তবার্তা, ১১ মার্চ ঃ ভ্যাকসিন দেবার কারনে মৃত্যু হয়নি শিশুর ,দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করে উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করলে আগামীতে ভ্যাকসিন ক্যাম্প বয়কটের হুশিয়ারী স্বাস্থ্য কর্মীদের। ভ্যাকসিন নয় মায়ের দুধ গলায় ।আটকে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে শিশুর,ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট উল্লেখ করে জানালেন জলপাইগুড়ি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে জেলার ক্রান্তি ব্লকের সাস্থ্য কেন্দ্রে নির্দিষ্ট সময়ের ভ্যাকসিন দেবার পর রাতেই এক শিশুর মৃত্যুকে ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠেছিল ক্রান্তি এলাকা, সরকারী বাস ভাংচুর থেকে পথ অবরোধ করে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল মৃত শিশুর পরিবার সহ গ্রামবাসীরা। এই ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে জেলা সাস্থ্য দফতর একটি তদন্তকারী দল গঠন করে। এরই মধ্যে মঙ্গলবার হাতে আসা শিশুর মৃতদেহের ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট। এর পরেই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন,আমি প্রথম দিনেই বলে ছিলাম,ভ্যাকসিন দেবার কারনে শিশুটির মৃত্যু হতেই পারে না, আজ প্রাথমিক ময়না তদন্তের রিপোর্ট এবং পরিবারের সদস্যদের বয়ান অনুযায়ী সেটাই প্রমাণিত।

শিশুটিকে রাতে মায়ের দুধ খাওয়ানো হয়েছিলো, এরপরেই কোনো ভাবে সেই দুধ গলায় আটকে যাওয়ায় এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। অপরদিকে এই ঘটনার পর স্থানিয় দুষ্কৃতীদের দারা উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভাংচুর এবং কর্মীদের হেনস্থার প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করে সাস্থ্য কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন বিশেষত মহিলা সাস্থ্য কর্মীরা ।

এই প্রসঙ্গে রুনু নিয়োগী হুশিয়ারী সুরে বলেন, আমরাই সাস্থ্য দফতরের মূল স্তম্ভ, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কে বিস্তারিত জানানো হয়েছে, যদি পরিবেশের পরিবর্তন না ঘটে সেই ক্ষেত্রে আগামীতে আমরা ভ্যাকসিন ক্যাম্পগুলো বয়কট করার বিষয়ে ভাবতে বাধ্য থাকবো। ভ্যাকসিন নয় মায়ের দুধ গলায় ।আটকে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে শিশুর,ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট উল্লেখ করে জানালেন জলপাইগুড়ি জেলার মুখ্য সাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে জেলার ক্রান্তি ব্লকের সাস্থ্য কেন্দ্রে নির্দিষ্ট সময়ের ভ্যাকসিন দেবার পর রাতেই এক শিশুর মৃত্যুকে ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠেছিল ক্রান্তি এলাকা, সরকারী বাস ভাংচুর থেকে পথ অবরোধ করে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল মৃত শিশুর পরিবার সহ গ্রামবাসীরা।

এই ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে জেলা সাস্থ্য দফতর একটি তদন্তকারী দল গঠন করে। এরই মধ্যে মঙ্গলবার হাতে আসা শিশুর মৃতদেহের ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট। এর পরেই জেলার মুখ্য সাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন,আমি প্রথম দিনেই বলে ছিলাম,ভ্যাকসিন দেবার কারনে শিশুটির মৃত্যু হতেই পারে না, আজ প্রাথমিক ময়না তদন্তের রিপোর্ট এবং পরিবারের সদস্যদের বয়ান অনুযায়ী সেটাই প্রমাণিত। শিশুটিকে রাতে মায়ের দুধ খাওয়ানো হয়েছিলো, এরপরেই কোনো ভাবে সেই দুধ গলায় আটকে যাওয়ায় এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে।

হুগলির দাদপুরে জমির নিয়ে বিবাদ

বনস্পতি দে, হুগলি ঃ হুগলির দাদপুর থানার বাবনান গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা। বাম আমলে পাট্টা দেওয়া জমি আদালতের নির্দেশে দখল নিতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পুলিশ, বিডিও। সোমবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয় এলাকা। ১৯৯৪ সালে বাবনানের মূলগ্রাম মৌজার প্রায় ২৫ বিঘা জমি পাট্টা দেওয়া হয়। এলাকার লোকজন জানান, ১৭৭ জন সেই পাট্টা পেয়ে ছিলেন। সেই জমিতে চাষবাস করছিলেন এতদিন। এ দিকে জমির যিনি মালিক, তিনি সেই জমি ফিরে পেতে মামলা করেন। কলকাতা হাইকোর্টে সেই মামলা হয়। জমির মালিকপক্ষের তরফে দাবি, মহকুমা শাসক ও ব্লক প্রশাসনকে আদালত নির্দেশ দেয়, মালিককে জমির দখল দিতে। সেই নির্দেশ মেনেই প্রথমে গত বুধবার প্রশাসনের লোকজন যায়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ থাকার ফলে পর্বত অভিযান বন্ধ রেখে ফিরে আসতে হচ্ছে সোনারপুর আরোহীরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর ঃ আবহাওয়া খারাপের কারণে পর্বত অভিযান থেকে ফিরে আসতে হচ্ছে সোনারপুরের আরোহী দলকে। আবহাওয়া খারাপ থাকায় শেষ পর্যন্ত অভিযান বাতিল করেই ফিরতে হল সোনারপুর আরোহীর সদস্যদের। এক সপ্তাহ ধরে প্রবল তুষারপাতের পুর্বাভাসের জেরেই বাতিল করা হয়েছে এই অভিযান। সমস্ত সদস্য মানালিতে ফিরে এসেছেন। ১৪ তারিখ তাদের কলকাতায় ফিরে আসার কথা বলে জানিয়েছেন দলনেতা রুদ্রপ্রসাদ হালদার ।সিনকুন সাউথ অভিযানের উদ্দেশ্যে ৬ই মার্চ পর্বতারোহী দলের দুই সদস্য উদ্দীপন হালদার ও দেবাশীষ মজুমদার ছিকা গ্রাম থেকে বেরিয়ে পালামৌ গ্রামের উপরে বিআরও অফিসের পাশ দিয়ে আরও উপরে উঠে ৪ হাজার মিটার উচ্চতায় একটি ক্যাম্প তৈরি করে। অভিযানের বাকি তিন সদস্য রুদ্রপ্রসাদ হালদার ও রাহুল হালদার ও অরুনাভ সাঁপুই ছিকা গ্রাম থেকে বেরিয়ে বিআর ও অফিসের পাশে ৩৭০০ মিটারে ক্যাম্প তৈরি করেন ।পরেরদিন অর্থাৎ ৭ই মার্চ শুক্রবার আরও ৩০০ মিটার উপরে একটি ক্যাম্প তৈরি করেন উদ্দীপন ও দেবাশীষ ।এই একই দিনে রুদ্রপ্রসাদ ও রাহুল ৪২০০ মিটার পর্যন্ত লোড

ফেরি করে ফিরে আসে। ৮ই মার্চ তারিখে দেবাশীষ ও উদ্দীপন ৪৬০০ মিটারে গিয়ে রেইকি করে আবার ক্যাম্পে ফিরে আসে। বিআরও ক্যাম্প থেকে পোর্টার নিয়ে ৪২০০ মিটারের ক্যাম্পে লোড ফেরি করে। এরইমধ্যে ৯ ই মার্চের পুর্বাভাস অনুযায়ী টানা এক সপ্তাহ তুষারপাতের পুর্বাভাস থাকায় অভিযান বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।মালপত্র উপরের ক্যাম্প থেকে ফেরি করে নীচে নিয়ে আসা হয় ৯ তারিখেই ।এই অভিযানের উদ্দেশ্যে ২২শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হাওড়া থেকে পুর্বা এক্সপ্রেস ধরে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সোনারপুর আরোহীর পর্বতারোহী দল। ২৩ শে ফেব্রুয়ারী রবিবার দিল্লিতে পৌঁছে বিকেলে মানালি যাওয়ার বাস ধরে তাঁরা। ২৪শে ফেব্রুয়ারী সোমবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ মানালি পৌঁছায় পুরো টিম। সারাদিন মানালিতে কাটিয়ে প্রয়োজনীয় কেনাকাটা সারেন এবং পর্বত আরোহণের সরঞ্জাম সংগ্রহ করেন। পরেরদিন ২৫শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সকালেই মানালি থেকে বের হয়েছিলেন সোনারপুর আরোহীর পাঁচ সদস্যের এই অভিযাত্রী দল। প্রথমে তাঁরা যান কেলংয়ে। কেলংয়ে ডিসি অফিস ও পুলিশ সুপারের অফিসে নিয়মানুযায়ী সমস্ত তথ্য জমা করা হয়ঞ্চতারপর ছিকা গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় পুরো টিম। ১২ হাজার ফুট উচ্চতায় এই গ্রাম এই পথের শেষ গ্রাম। এখানেই দুদিন থাকার কথা ছিল তাদের। আবহাওয়ার সাথে মানিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি মেডিকেল ক্যাম্প ও এখানকার ছোটছোট বাচ্ছাদের হাতে খেলার সরঞ্জাম তুলে দেওয়ার কথা ছিলো তাদের ।২৫শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার দুপুর থেকে ৫ই মার্চ টানা দশ দিন ছিকা গ্রামের কমিউনিটি সেন্টারে আটকে ছিলেন তাঁরা। আবহাওয়ার পুর্বাভাসঅনুযায়ী ১০ তারিখ সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় তুষারপাত। সকালবেলা কোনওরকমে একটি গাড়িতে মালপত্র তুলে দারচা পর্যন্ত এসে পৌঁছায় অভিযাত্রী দল। গাড়ি থেকে মালপত্র নামিয়ে ফের লোড ফেরি করে খানিকটা নিয়ে যেতে হয় তাদের।

নদীয়ার শান্তিপুরে মাধবেন্দ্র পুরীর তিরোধান দিবস নিষ্ঠার সঙ্গে পালন

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়াঃ - নদীয়ার শান্তিপুরে অনুষ্ঠিত হলো মাধবেন্দ্রপুরীর তিরোধান দিবস! উপস্থিত দেশ বিদেশের অসংখ্য ভক্ত, ও স্থানীয় বিধায়ক। দোল উৎসবের পূর্বে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও যথাযথ মর্যাদায় ও মহাসমারোহে নদীয়ার শান্তিপুরের বাবলা অদ্বৈত পাঠ অঙ্গনে অনুষ্ঠিত হলো মাধবেন্দ্রপুরীর তিরোধান দিবস! জানা যায় অদ্বৈত আচার্যের গুরুদেব ছিলেন শ্রীমৎ মাধবেন্দ্রপুরী মহারাজ, ঈশ্বরপুরী পাদ হলেন মাধবেন্দ্রপুরী মহারাজের প্রথম শীষ্য। ঈশ্বর পরিবারের শীষ্য ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তাই শ্রীচৈতন্য দেবের পরম গুরু মাধবেন্দ্র পুরি পাদের তিরোধান তিথি উৎসব প্রতিবছরের মতো এবছরও মহাসমারোহে পালিত হলো নদীয়ার শান্তিপুর বাবলা অদ্বৈত পাঠ অঙ্গনে।

জানা যায় এই উৎসব প্রথম সূচনা করেছিলেন অদ্বৈত আচার্য, এবং সেই উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু। তিনি শান্তিপুরে সেদিনকে অবস্থানও করেছিলেন ।তাই তিনি এই উৎসব প্রসঙ্গে বরদান করে বলেছিলেন, এই উৎসবে যে সমস্ত ভক্তরা এসে প্রসাদ গ্রহণ করবে , তারা গোবিন্দ প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠবেন। ভাগবত অনুসারে আজকের এই বিশেষ তিথিতে কোন ব্যক্তি অদ্বৈত পাঠে বসে প্রসাদ গ্রহণ করলেই তিনি গোবিন্দ প্রেমে

মাতোয়ারা হয়ে উঠবেন। যদিও এই অনুষ্ঠান অদ্বৈত পাঠ পরিচালন কমিটির সাথে মিলে পরিচালনা করে ইসকন মায়াপুর।

মায়াপুর ইসকনেও অসংখ্য ভক্তবৃন্দ উপস্থিত হয় এদিনের এই উৎসবে, পাশাপাশি বহু বিদেশি পর্যটকও এই উৎসবে সামিল হতে দেখা যায়, আর শুধু উৎসবে সামিল না এদিন উপস্থিত বহু বিদেশি ভক্তদের অদ্বৈত্য পাঠ অঙ্গনে নিজে হাতে প্রসাদ বিতরণ করতেও দেখা যায় । ইস্কনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান দোল উৎসব বা চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে ইস্কনের তরফে যে ৩৫ দিন ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে, তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন , প্রতিবছরই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে থাকে, এবছর ৫০ হাজার ভক্তের জন্য খিচুড়ি, তরকারি আলুর দম এবং চাটনি পায়েস প্রসাদের ব্যবস্থা করেছে ইসকন। প্রসাদ বিতরণ।

বেলুড় মঠে বসন্ত উৎসব হল

সুমন আদক ঃ বেলুড়ে জমজমাট বসন্তোৎসব, খোল-করতাল নিয়ে নগরকীর্তনে সামিল হলেন বালির চিকিৎসক বিধায়ক ডা রানা চ্যাটার্জি। মঙ্গলবার সকালে এই দৃশ্য চাক্ষুষ করলেন এলাকার মানুষজন। এদিন বেলুড় মঠের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে আবির ও মাল্যদান করে প্রাক্তন কাউন্সিলর পল্টু বণিকের উদ্যোগে আয়োজিত এই বসন্তোৎসবের সূচনা হয়। এরপর প্রায় দেড় কিমি রাস্তা পরিক্রমা করে বেলুড়ের রঙ্গোলি মল পর্যন্ত পথচলতি মানুষের সঙ্গে বেলুড়ের রাজপথে বসন্তোৎসবে মেতে ওঠেন বিধায়ক। এলাকার বাসিন্দারাও পরস্পরকে রঙের আবিরে রাঙিয়ে দেন। বিধায়ক নিজেও এলাকাবাসীদের আবিরে রাঙিয়ে মিষ্টিমুখ করিয়ে এদিন পারস্পরিক সৌজন্য ও প্রীতি বিনিময় করেন। এই কর্মসূচি সম্পর্কে ডা রানা চ্যাটার্জি বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের পায়ে আবির দিয়ে আমরা এই পূণ্যভূমি থেকে এদিন যাত্রা শুরু করি। এলাকার মানুষের সঙ্গে আমরা সৌহার্দ্য বিনিময় করলাম। দলের সকল ভাই-বোনদের সঙ্গে ভক্তিগীতি এবং কীর্তন গায়কদের সঙ্গে আমরা এই দিনটি পালন করলাম। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেইজন্য দশটায় বন্ধ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১০১ সংখ্যা, বুধবার ২৭ ফাল্গুন ১৪৩১

অসাধারণ অভিনেতা সৌমিত্র

ছয় বার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত, একটি জীবন-এর পরিচিলক রাজা মিত্র প্রয়াত। মেক আপ নিতে ছ'ঘন্টা ও তুলতে তিন। মানে মোট ন'ঘন্টা। এবং কী নির্নিমেষ নিষ্ঠা! সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে পলকের জন্যেও ভ্রু কোঁচকাতে দেখিনি। পরে দেখেছিলাম বৃদ্ধের মেক আপ নিয়ে স্বয়ং সত্যজিৎ রায় সন্দিহান ছিলেন বলেই অভিধান রচয়িতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-আভাসে রচিত চরিত্রের জন্য সৌমিত্র নয়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভেবেছিলেন। আসলে সত্যজিৎ রায়ের 'একটি জীবন পরিচালনা করার কথা ছিল, কিন্তু নানা কারণে উনি আর করেননি সিনেমাটি। সত্যজিৎবাবু ওই সিনেমা করছেন না জেনে আমি মন দিই ওই সিনেমার চিত্রনাট্য লেখার কাজে। আর প্রথম থেকেই সৌমিত্রদাকে মুখ্য চরিত্রের জন্যে পছন্দ ছিল। একটা ছবিকে ফ্লোরে নিয়ে যাওয়ার অনিশ্চয়তা ও একটা চিত্রনাট্যকে সফল করে' সৌমিত্রদার সাথে দেখা করি। আমার প্রস্তাব শুনে সৌমিত্রদা ভেতরের ঘর থেকে হরিচরণ সংকলিত অভিধানের দুটি খণ্ড নিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখলেন। দেখলাম, বই দুটোর পাতায় পাতায় সৌমিত্রদার ফুটনোট, মন্তব্য ইত্যাদি। বুঝলাম অভিধানটি রীতিমতো অনুধাবন করেন। মুখ্য চরিত্রে তাঁকে নিতে আর কোনো সংশয় থাকে? থাকা উচিত? ওই চরিত্রে অভিনয় করার ইচ্ছে সত্যজিতের কাছে প্রকাশ করেছিলেন, হয়ে ওঠেনি। এখন বহুকাঙ্ক্ষিত চরিত্রটা পেয়ে মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন। সৌমিত্রদা মেক আপ নিয়ে প্রচুর ভাবনাচিন্তা করতেন। পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতেন, ক্ষতি হতে পারে জেনেও মুখের ওপর রাবার সলিউশন পর্যন্ত প্রয়োগ করেছিলেন। মেক আপ ম্যান অনন্ত দাস ইসবগুলের ভুষি ভিজিয়ে, ন্যাকড়ায় ছেঁকে হাতের চামড়ায় মাখিয়ে কুঞ্চন তৈরী করেন। স্ক্ষএকটি জীবনক্ষ ছবির শেষ দৃশ্যে গুরুদাসকে অশীতিপর দেখানো হয়েছে। মেক আপ ম্যান অনন্ত দাস তুলোর পাতলা আস্তরণ সহযোগে এমন পদ্ধতি বের করেছিল যা প্রয়োগ করতে ঘন্টা ছয়েক লাগত। তুলতে ঘন্টা তিনেক। অসীম ধৈর্য! সৌমিত্রদা ওই ন'ঘন্টা নিশ্চল হয়ে বসে থাকতেন। বিরল নিষ্ঠা! বলতেই হচ্ছে! দীর্ঘদিন ধরে 'একটি জীবন'-এর শুটিং হয়েছে। একদিনও দেরি করেননি। একদিন দশ মিনিট দেরিতে পৌঁছানো এবং তার জন্য অন্তত দশবার বলেন, একটু দেরি হয়ে গেল, কিছু মনে করবেন না। আমার পরের ছবি 'নয়নতারা' ছবির প্রসঙ্গে মনে পড়েছে নায়িকা-প্রধান ছবিতে ছোট্ট একটা পার্শ্বচরিত্রের জন্য একজন নামী অভিনেতাকে বলেছিলাম। তিনি রাজি হননি। নিরুপায় হয়ে সৌমিত্রদাকে সংকোচের সাথে বলতেই তিনি নির্দ্বিধায় একদিনের জন্যে কাজ করতে রাজি হয়ে যান। আর চরিত্রটা অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। ওই চরিত্রের মুখে শেক্সপিয়রের ইংরেজি সংলাপ ছিল। সংলাপটি বলার আগে তিনি তা বলেছিলেন, যা এখনও কানে বাজে। এর অনেক বছর পরে, দিল্লি দূরদর্শনের জন্যে আমি হিন্দি টেলিফিল্ম বানাই, রমাপদ চৌধুরীর ছাদ উপন্যাস অবলম্বনে অহংকার ছবি। তাতে সৌমিত্রবাবু সম্ভবত প্রথম ও শেষ হিন্দি ভাষাতে অভিনয় করেছিলেন।

আঘাতপ্রাপ্ত বিশ্ব কবি

ত অপমান এত দুঃখও কবি নীরবে মুখ বুজে সহ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' গল্পের সেই করুণ কাহিনি অনেকের মনে আছে নিশ্চয়? শুধু বরপণের টাকা শোধ করতে পারেননি বলে রামসুন্দর মিত্র মেয়ে নিরুপমাকে জীবনে নিজের বাড়িতে আনতে পারেনি। সে যুগে নিয়ম আর হয়ে এল না। মেয়ের মরা খবর একদিন বাবার কাছে এল। 'দেনাপাওনা' - র গল্প যে কবির জীবনেও একদিন অনেকটাই মিলে যাবে কবি কি সেদিন ভেবেছিলেন? কবির জ্যেষ্ঠকন্যার নাম ছিল মাধুরীলতা। কবির সব থেকে আদরের মেয়ে বেলা। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় কবি একান্ত নিরুপায় হয়ে বেলার বিবাহ ঠিক করেছিলেন। বিয়ে হয়েছিল কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর ছেলে শরৎকুমারের সঙ্গে। কবিকে এই বিয়েতে মোটা টাকা বরপণও দিতে হয়েছিল। কবি সারাজীবন এই কাজের জন্য নিজেকে ক্ষমা করতে পারেননি। জীবনে অনেক কিছুই আমাদের নিজের হাতে থাকে না। এরপরে কবি নিজের পয়সা খরচ করে জামাইকে বিলেতে পড়তে পাঠান। এরপরেও কবির কাছ থেকে নানা উপায়ে শরৎকুমার টাকা চাইতে লাগল। এ কাজে এবার সে স্ত্রী বেলাকেও সঙ্গী করল। যে বেলা বাবার এত আদরের ছিল সেই বেলার কিভাবে এত পরিবর্তন হয়ে গেল কবি ভেবে পেলেন না! বেলার শ্বশুর বাড়িতে গেলে জামাই কবিকে নানাভাবে অপমান করতো। এবার শরৎকুমারের নতুন আবদার তাকে একটি মোটরগাড়ি কিনে দিতে হবে। কবির তখন দারুণ অর্থকষ্ট চলছে। কোথায় পাবেন এত টাকা? এরপর একদিন খবর এল যে বেলার টি বি হয়েছে। কবি শোনামাত্র শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এলেন। কবি রোজ মেয়েকে দেখতে যেতেন। কেউ কবির সঙ্গে কথা বলত না। মোটরগাড়ি পায়নি বলে, জামাইয়ের মেজাজ গরম। রবীন্দ্রনাথ হয়'ত এসে বেলার ঘরে এসে বসেছেন এমন সময় জামাই শরৎকুমার ঘরে ঢুকল। সামনে রাখা টেবিলের ওপর পা তুলে বসল। কবির সামনে ঘরের মধ্যে সিগারেটের রিং ছাড়তে ছাড়তে পায়চারি করতে লাগল। কবির সঙ্গে কেউ কথা বলতো না। কবি শুধু নিথর হয়ে বসে থাকতেন। মেয়ে না? রক্তের টান? তারপর কিছুক্ষণ পর আসছি মা বলে আস্তে আস্তে মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন। মাত্র বত্রিশ বছরে বেলা চলে গেল কবির বুক খালি করে। হয়'ত বাতাস সেদিন কাঁদতে কাঁদতে গাইছিল- এই করেছ ভালো, নিঠুর, এই করেছ ভাল। এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবচেয়ে বড় আঘাত পেয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে। সেই কারণে কবি নিরব হয়ে থাকতেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

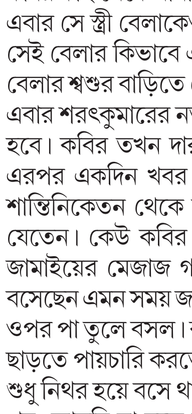

যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা শুভতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

সাধক রামপ্রসাদ

সাধক রামপ্রসাদ অজাতশত্রুতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। তিনি জগতকে জয় করতে পেরেছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি যোগ সাধনা করতেন। মা একটি সংসারকে নিজের কাঁধে নিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। তিনি এত শক্তি সঞ্চয় করে যে তার আর কোনও অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয় না। নিজ শক্তির জোরে তিনি সব কিছু করতে পারে। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে একজন নারী। তিনি হচ্ছেন মা। মা হচ্ছেন জীবন দায়িনী। তিনি জীবন দান করেন। মা শ্যামা হচ্ছেন সৃষ্টিকর্ত্রী। মাতৃশক্তি নিয়ে চলাফেরা ফেরা করতে হয়। এক অসীম শক্তির পরিচয় এই মাতৃ শক্তি। একে খালি চোখ দেখতে পাওয়া যায় না। এই শক্তি অনুভব করা যেতে পারে মাত্র। মুখ দিয়ে বলা যায় না। যার কাছে এই শক্তি আছে তিনি সব কিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারেন। তিনি সব কিছুরই সমাধান করতে পারেন। তিনি বিপদ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন। শ্যামা মা সবাইকে অভয় দান করে থাকেন। তিনি শক্তি দেন। তিনি ভক্তি দেন।

বাংলার শিক্ষা আন্দোলনে মেয়েদের স্কুল স্থাপনে বেথুন সাহেবকে উৎসাহিত করেন মদনমোহন

বিশেষ প্রতিবেদক

'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল,
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে'

শিশুপাঠ্য, সহজ সরল ও ক্ষুদ্রকায় এই কবিতাটি অতীতে প্রায় দেড়শো বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলার সমস্ত বালকবালিকার কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরেছিল; এমনকি বর্তমানেও এই রচনার সঙ্গে অনেকেই হয়ত

পরিচিত রয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যত সংখ্যক মানুষ এই কবিতাটির রচয়িতার নামের সাথে পরিচিত, তার থেকে বেশি সংখ্যক মানুষ আবার এর রচয়িতার নামের সাথে আদৌ পরিচিত নন। অর্থাৎ রচনা রয়েছে, কিন্তু রচয়িতা বিস্মৃতির মহাপ্রান্তরে হারিয়ে গিয়েছেন। তবে ইতিহাস বলে যে, এমনটা নতুন কিছু নয়। মানুষ বরাবরই প্রতিভাবানদের মনে রাখে, এবং লোকস্মৃতিতে অন্যান্য সব নাম ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে যায়। বর্তমান যুগের বাংলায় এধরণের প্রায়-বিস্মৃত একজন ব্যক্তির নাম হল মদনমোহন (চট্টোপাধ্যায়) তর্কালঙ্কার। তিনি তাঁর নিজের জীবদ্দশায় খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছিলেন। তাঁর সময়কার বাংলায় তিনি একজন কবি, রসিক, পণ্ডিত, এবং সমাজসংস্কারকরূপে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর যশোলাভের এই সৌভাগ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কারণ, মদনমোহনের মধ্যে যে প্রতিভা ছিল, সেটা আসলে একজন কর্মীপুরুষের প্রতিভা ছিল। আর একারণেই বাস্তবের কর্মোদ্যম একসময়ে তাঁর সাহিত্যসাধনাকে বিঘ্নিত করেছিল। তাছাড়া এক্ষেত্রে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার মত সুযোগও পাননি, এর আগেই তিনি অকালে লোকান্তরিত হয়েছিলেন। এই পৃথিবীতে, এই বাংলায় মাত্র একচল্লিশটি বছর তাঁর আয়ু ছিল। তবে এর থেকেও বড় কথা হল যে, তাঁর জীবদ্দশাতেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অসামান্য খাতি স্বক্ষেত্রে তাঁর কীর্তিকে গ্রাস করে নিয়েছিল। অনেকের মতে, বিদ্যাসাগরের সমকালবর্তী না হয়ে তিনি যদি কিছুটা দূরকালবর্তী সময়ের মানুষ হতেন, তাহলে বাঙালি সমাজ হয়ত আজও তাঁকে মনে রাখত। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে, বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আপন মহিমায় বিরাজমান থাকবার অধিকার থেকে অদৃষ্টদেবতাই হয়ত মদনমোহনকে বঞ্চিত করেছিলেন। তবে আজও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে কিছু বাঙালি মাঝে-মধ্যে তাঁর তরুণ বয়সে রচিত দুটি কাব্যের জন্য, তাঁর কয়েকটি সংস্কৃতকাব্যের প্রশংসনীয় সম্পাদনাকর্মের জন্য, আর তাঁর সমাজকল্যাণমূলক কাজগুলির জন্য স্মরণ করে থাকেন।

১৮১৭ সালে নদীয়া জেলায় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্ম হয়েছিল। এরপরে মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন, এবং এখানেই তিনি লোকশ্রুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিজের সহপাঠী ও বন্ধুরূপে পেয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজে তাঁরা দু'জনে একই শ্রেণীতে পড়েছিলেন, এবং একই সময়ে, অর্থাৎ ১৮৪২ সালে তাঁদের উভয়ের ছাত্রজীবন শেষ হয়েছিল। এরপরে মদনমোহন অধ্যাপক জীবনে প্রবেশ করে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ প্রভৃতি সেযুগের কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করে ছিলেন। অধ্যাপকবৃত্তি ত্যাগ করবার পরে ১৮৫০ সালে তিনি মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত পদে নিযুক্তি পেয়েছিলেন এবং শেষে ১৮৫৫ সালে তিনি মুর্শিদাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এরপরেই ১৮৫৮ সালে তাঁর অকাল মৃত্যু হয়েছিল। তিনি যদি আরো কয়েক বছর জীবিত থাকতে পারতেন, তাহলে হয়ত আরও বেশি উজ্জ্বলতা নিয়ে বাংলা সাহিত্য জগতে প্রকাশিত হতেন। এখনও পর্যন্ত সব সাহিত্য সমালোচকই একথা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, মদনমোহনের মধ্যে কবিশক্তি বিদ্যমান ছিল। কৈশোরের দিনগুলিতে তিনি প্রথম তাঁর নিজের কবিত্বক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মাত্র সতেরো বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রসতরঙ্গিনী' রচনা করেছিলেন। যদিও তাঁর এই পুস্তকটি প্রাচীন সংস্কৃত কবিতার একটি অনুবাদ সঙ্কলন ছিল এবং এতে আদিরসের আধিক্যও ছিল, তবুও সেযুগের সাহিত্য সমালোচকরা কিন্তু এটির প্রশংসাই করেছিলেন। তখন সতেরো বছরের এই কবিকিশোর তাঁদের বিস্মিত করতে তো পেরেছিলেনই, এমনকি 'রসতরঙ্গিনী' সেযুগের পাঠক সমাজের কাছে সমাদৃতও হয়েছিল। তবে এটি এখন একটি অচলিত কাব্যগ্রন্থ। এরপরে ১৮৩৬ সালে তাঁর লিখিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বাসবদত্তা' প্রকাশিত হয়েছিল। এসময়ে কবির কবির বয়স হয়েছিল উনিশ বছর। তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হতে তখনও ঢের দেরি ছিল। মদনমোহনের এই 'বাসবদত্তা' কোন মৌলিক কাব্যগ্রন্থ ছিল। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যের কবি সুবন্ধুর গল্প-আখ্যায়িকা বাসবদত্তায় বর্ণিত কথাবস্তুকেই মদনমোহন তাঁর এই কাব্যগ্রন্থে সংক্ষেপে ছন্দোবদ্ধ করেছিলেন। তবে এটি আসল গ্রন্থের অবিকল বঙ্গানুবাদ ছিল না। সমালোচকদের মতে, ছন্দের ওপরে মদনমোহনের যে বেশ ভালোই অধিকার ছিল, এই কাব্যগ্রন্থে সেটার প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে তাঁর কলাচাতুর্যের পরিচয় ফুটে উঠেছিল। তবে এই গ্রন্থে তিনি যে ছন্দোবৈচিত্র্য দেখিয়ে ছিলেন, সেটার উজ্জ্বল আদর্শ আসলে মধ্যযুগের বাংলার কবি-শিল্পী ভারতচন্দ্র ছিলেন। এমনকি এতে ভাষা প্রয়োগ করতে গিয়েও মদনমোহন ভারতচন্দ্রের দিকে ঝুঁকেছিলেন। এছাড়া মদন মোহনের হাতে বাসবদত্তার কাহিনী বর্ণনায় রায় গুণাকরের কাব্যের ভাবানুসরণও অনায়াস লক্ষ্য। এথেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, মদনমোহনের সময়কার বাঙালি কাব্যানুরাগীর দল তখনও পর্যন্ত ভারতচন্দ্র রায়ের কাব্যরীতির মোহকে কাটিয়ে উঠতে পারেননি। প্রসঙ্গতঃ একথাও স্মরণীয় যে, ১৮৩৬ সালের বাংলাতেও ভারত-কবির কৃত বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয় অনুষ্ঠিত হত, এবং গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা শুনবার জন্য সাধারণ মানুষ দলে দলে বিভিন্ন আসরে ভিড় জমাতেন। সুতরাং সেযুগের সাধারণ মানুষের মধ্যে তখনও যে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রভাব থেকে গিয়েছিল, একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু নবীনযুগের মানুষ ও সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র, বিদ্যাসাগরের সতীর্থ মদনমোহন তর্কালঙ্কারও তখন কাব্যনির্মাণ করতে উৎসাহী হয়ে যে ভারতচন্দ্রের মতোই কবিতা রচনা করবার দিকেই নিজের ঝোঁক দেখিয়েছিলেন।এটাকে একটা অদ্ভুত ঘটনা বলেই মনে হয়। এমনকি উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের শেষের দিকে পৌঁছেও মদনমোহন নিম্নরূপ কাব্যপঙক্তি নির্মাণ করতে দ্বিধান্বিত হননি- 'ভালে ভাল বিকসিত অলকা বিলাসে। মুখপদ্ম-মধু-আশে অলি আসে পাশে, শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি সে-মুখসুষমা। ভাবি দিন দিন ক্ষীণ অন্তরে কালিমা' সমালোচকদের মতে, উপরোক্ত কাব্যাংশটিতে রায়গুণাকরের রচনার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। এছাড়া তিনি যখন লিখেছিলেন-খেলই নাগর নাগরীকোলে। চুম্বই বিম্বাধর দু-কপোলে,তখন এতেও ভারত চন্দ্রীয় কাব্যকৌশলের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। আসল কথা হল, যে কোনো ক্ষেত্রেই নতুনের পথে পদক্ষেপ প্রতিভাসাপেক্ষ ব্যাপার। প্রতিভার অভাব হলেই মানুষ নতুনের ভাবনায় মগ্ন না হয়ে পুরোনো রাস্তায় পা বাড়ায়। আর তাই অনেকের মতে, মদন মোহনের মধ্যে অভিনব বস্তু নির্মাণের ক্ষমতা ছিল না বলেই তিনি পুরোনো কাব্যপন্থাকে নিজের নির্ভরযোগ্য আশ্রয় করে তুলে ছিলেন। অথচ সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে এই মদনমোহনই কিন্তু আবার যুগচেতনায় সঞ্জীবিত ছিলেন, তিনি কখনোই যুগধর্মকে পাশ কাটিয়ে যাননি। উনিশ শতকের বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও বিধবা বিবাহ প্রচলন করবার বিষয়ে তাঁর উৎসাহ-উদ্যমকে কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া যায় না। এমনকি এসব কাজে সমাজবিপ্লবী বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতা কখনো শিথিল হয়নি। ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেব যখন কলকাতায় 'হিন্দুবালিকা বিদ্যালয়' বা বর্তমান বেথুন কলেজ স্থাপনের বিষয়ে প্রয়াসী হয়েছিলেন, তখন সমকালীন আরো দু'-চারজন শিক্ষিত বাঙালি সহ মদনমোহন তর্কালঙ্কারও বেথুনকে এই শুভকার্যে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছিলেন- তিনি নিজের দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে হিন্দুবালিকা বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি বিনা-বেতনে প্রতিদিন এই বিদ্যালয়ের বালিকাদের শিক্ষাদান করিয়াছেন, এবং শিশু-শিক্ষা রচনা করিয়া তাঁহাদের পাঠ্যপুস্তকের অভাব অনেকটা মোচন করিয়াছিলেন। তিনি 'শিশুশিক্ষা' নামক একটি পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন।

লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী।

বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের দিকপাল সুকুমার সেন

মহীরুহ সুকুমার। তাঁর কাছে বাঙালি জাতির ঋণ অনেক। তিনি সুকুমার সেন। ব্যক্তি-সুকুমারের নানা অলিন্দের খোঁজে নাতি সুনন্দনকুমার সেন। সঙ্গী অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। ছেলে এসেছেন বাড়ি, বর্ধমানে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিয়ে, শুক্রবার। ঘরে ঢুকেই, সামনে বাবা। তরুণ অধ্যাপক তাঁর লেখা সাধের বইটি বের করলেন, 'হিস্ট্রি অফ ব্রজবুলি লিটারেচার'। দিলেন বাবাকে। ছেলে প্রতীক্ষায়, বাবা কী বলেন। উল্টেপাল্টে বইটি দেখলেন ভদ্রলোক। ছেলেকে বইটি ফেরত দিয়ে বললেন, 'চৈতন্যকে নিয়ে ব্যবসা কোরো না।' না, উনি ব্যবসা করেননি, আত্মস্থ করেছিলেন। তাই বোধহয় শোনা যেত তাঁর সিদ্ধান্ত, 'চৈতন্যদেব শ্রেষ্ঠ বাঙালি'। সে দিনের তরুণ অধ্যাপক, আমার দাদা (ঠাকুরদা) সুকুমার সেন। বইটি দিয়েছিলেন তাঁর বাবা হরেন্দ্রনাথ সেনকে। দাদার জন্ম ১৯০০ সালে। পূর্ব বর্ধমানের গোতান গ্রামে। মা, নবনলিনীদেবী। বাড়িতে পূজিতা হন অভয়াদুর্গা। গোতানের পারিবারিক সমৃদ্ধি ও পরে অনটনের মাঝে সংসারের নানা চরিত্র দাদাকে তৈরি করেছে নানা ভাবে। দাদার বয়স তখন পাঁচ-ছ'বছর। দাদার দাদা অন্নদাপ্রসাদ সেনের কোমরে একটা ছোট্ট চাবি ঝোলানো। দাদার সঙ্গে খেলতে খেলতে সুকুমারের হাত গেল সেই চাবিতে। মুহূর্তে জিজ্ঞাসা, 'এটা কী দাদা?' অন্নদাপ্রসাদের জবাব, 'ভুনে, (দাদার ডাকনাম) তুই তো ঠিক জিনিসটাই ধরেছিস। চাবিকাঠিটাই তো জীবনের আসল রে!' দাদামশাই জাদু-চাবিটা পেয়েছিলেন। আর তা দিয়ে খুলেছিলেন ভাষাতত্ত্ব থেকে ভারত সংস্কৃতি, সব ক'টির সিন্দুক। সেই জাদু-চাবির হদিশ তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পরিবার ও গুরুকুলের কাছে। 'গুরু' প্রধানত তিন জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আইজেএস তারাপুরওয়ালা এবং বর্ধমানে স্কুলের শিক্ষক হেমেন্দ্রমোহন বসু। 'স্যর' সুনীতিবাবুর সঙ্গে দাদার বহু সুখ-দুখের স্মৃতি জড়িয়ে। এই সম্পর্কটা খোলা জানালার মতো। ছাত্রাবস্থায় এক বার পরীক্ষায় সুনীতিকুমারের দেওয়া প্রশ্নের 'একটু ভুল' ধরলেন দাদা। পরে 'স্যর' ছাত্রের সঙ্গে এক পণ্ডিতের পরিচয় করালেন, 'এই যে ইনি আমার প্রশ্নে ভুল দেখিয়েছিলেন।' পণ্ডিতটি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ! ঘরোয়া কথায় একবার দাদাকে, তখন তিনি প্রবীণ, প্রিয় অভিনেত্রী কে, তা জানতে চাই। 'মেরি পিকফোর্ডকে দেখে মাথা ঘুরে গিয়েছিল', বললেন দাদা। আর উত্তমকুমার? 'দেখেছি, নিশিপদ্ম।' সিনেমা নিয়ে একটি দৃশ্যের কথা বড্ড মনে পড়ে। টেলিভিশনে সিনেমা হচ্ছে, তপন সিংহের 'কাবুলিওয়ালা।' চোখে তখন প্রায় কিছুই দেখেন না। সিনেমা শেষ। দেখি, কালো ফ্রেমে আঁট হয়ে বসা মোটা কাচের ওপার থেকে তখন জল গড়িয়ে পড়ছে। অঝোরে। সুকুমার সেন কাঁদছেন, বিশ্বাসই হয় না। দাদা কাঁদতে পারতেন, কাঁদাতেও। এ প্রসঙ্গে একজন বন্ধুর কথা বলি। অনেক দিন আশি ছাড়িয়েছেন তিনি। হঠাৎ একদিন ১০ রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটে বিদ্যাসাগর ভবনের ৩২ নম্বর ফ্ল্যাটের দরজার ওপার থেকে ভেসে আসে 'সুকুমার কেমন আছিস রে?' দাদা, 'ও যতি, আয় আয় আয়। তুই উঠতে পারলি সিঁড়িতে!' আড্ডা শেষে ছেলেবেলার বন্ধু, যতীন চক্রবর্তী দাদার হাত ধরে বলছেন, 'মন বলছে, এটাই তোর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। যত কষ্টই হোক, দোতলার সিঁড়িটা ভাঙলাম।' টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ল দুই সখার চোখ দিয়ে। চোখ! এ নিয়ে দাদার সারা জীবনের সমস্যা। ভীষণ স্পর্শকাতরও। বাঁ চোখে পাওয়ার, মাইনাস ১৭। ডান চোখে প্রায় অন্ধত্ব। প্রবীণ বয়সে চোখের ডাক্তারের কাছে গিয়েছেন। সঙ্গে আমিও রয়েছি, খুবই ছোট। ডাক্তার চোখ পরীক্ষা করছেন। পরে শুনেছি, উনি নাকি আমার হাতটা ধরে আছেন। হয়তো ভয়ে, কিছুর আশঙ্কায়। শিহরন জাগে, ওই হাতের স্পর্শ আমার হাতে। ওই হাত দিয়েই বেরিয়েছে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', 'ভাষার ইতিবৃত্ত', 'বুৎপত্তি সিদ্ধার্থ শব্দকোষ'-এর মতো মহাগ্রন্থ। চোখ নিয়ে ভয় পেলেও, একটি বিষয়ে তিনি নির্ভীক, আত্মবিশ্বাসী, কখনও বা জেদিও। বিষয়টা সাহিত্য-ভাষা-সংস্কৃতি। সেই আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি, অধীত বিদ্যা। কয়েকটা উদাহরণ, আত্মবিশ্বাসের। তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসের 'আনন্দ' সংস্করণের কাজের অন্যতম সহায়ক শোভন বসু ও মহীদাস ভট্টাচার্য। তখন দেখেছি, চোখে দেখতে পান না। কিন্তু অবলীলায় বলে দিচ্ছেন, ঘরের কোথায় কোন র‍্যাকে কী বই রয়েছে। সাহায্য করা ছিল তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। আর তা করতে গিয়ে বহু বার অপ্রীতিকর পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে। একদিন যেমন, দাদার বলা কিছু একটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে পরবর্তী সময়ের কৃতী অধ্যাপক মহীদাসদা'র। ব্যস, দাদা গালমন্দ শুরু করলেন। এমনকী ছেলে সুভদ্রকুমারকে ডেকে বললেন, 'দ্যাখ দ্যাখ, এই তোর ছাত্র!' বাবা বিনীত ভাবে বললেন, 'তোমার না পোষালে ওঁকে ছেড়ে দাও।' সময় কাটে। এ বার দাদা মহীদাসদা'কে জিজ্ঞেস করলেন, 'যাবেন কোথায়?.. যেখানেই যান, খেয়ে যাবেন। আসলে, আপনাকে বকিনি। বকেছি এখনকার এই সময়টাকে। যেখানে লেখাপড়া শুধুই চাকরি পাওয়ার জন্য।' বাড়ির লোকজনও এমন সঙ্কটে পড়েছেন দাদার কাছে। আমার দিদি, সুনৃতাবরী এবং মা কৃষ্ণা সেনের মাঝেসাঝেই ডাক আসে, মনিয়র উইলিয়মসের গাবদা সংস্কৃত অভিধান থেকে শব্দের অর্থ খোঁজার জন্য। তাতে বিলম্ব স্বাভাবিক। সঙ্গে সঙ্গে দাদার ভর্ৎসনা, 'দেখতে পাচ্ছিস না? আমি দেখতে পাই না বলে এটুকু দেখে দিবি না! ওই তো ওখানে আছে।'

'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিতে রবি ঘোষ স্থান পেয়েছিলেন তাঁর অসাধারণ অভিনয় গুনে

বিশেষ প্রতিবেদক

ঘুনধরা একান্নবর্তী পরিবারটিকে ধনঞ্জয় ('গল্প হলেও সত্যি') যেভাবে জাদুবলে পাল্টে দিয়েছিল, যাঁর কারিগর যেমন তপন সিংহ ঠিক তেমন করেই যেন রবি ঘোষে ভর দিয়ে পাল্টে যায় বাংলা কমেডির স্টাইল। উৎপল দত্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

শিক্ষানবিশ অভিনেতা রবি ঘোষের।কফি হাউসে আড্ডা কাপের পর কাপ কফি খাওয়া, অনেকেই আসতেন,খরচ সব উৎপল দত্তের।

সরোজ দত্তর লেখা 'সাংবাদিক'নাটকে এক হকারের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রবি, ১০-১২সেকেন্ডের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে উৎপল দত্ত বলেছিলেন দারুণ হয়েছে। সরকারি চাকরিটা একদিন ছেড়ে দিলেন থিয়েটার, সিনেমার ঝোঁকে। ওদিকে কিছু দিন পরে মারা গেলেন তাঁর বাবা ও জামাইবাবু। জীবনে এল বেশ বড় মাপের এক অর্থনৈতিক সংকট। লিটল থিয়েটারের সাথে তখন সম্পর্ক নেই, জীবন একটা অদ্ভুত টানাপড়েনের সামনে। সিনেমা-থিয়েটারের স্বপ্ন দেখতে ভুলে গিয়েছেন রবি, কলকাতা থেকে দূরে কোথাও একটা কাজের তালে আছেন।

১৯৬২ সাল,লোকজন তেমন ভাবে তাঁকে চেনেন না। সহজে সাধারণের সঙ্গে বাস -ট্রামের মত পাবলিক ট্রান্সপোর্টে চলাচল করতে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। ঠিক সেই সময় একদিন দোতলা বাসে এসপ্ল্যানেড থেকে কালীঘাট ফিরছেন। সেই বাসে তাঁর সঙ্গে দেখা হল ভানু ঘোষের, তিনি সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার প্রোডাকশন ম্যানেজার। ভানু, রবি কে জিজ্ঞেস করলেন,কোথায় ছিলে অ্যাদ্দিন? শিগগিরি চল, মানিকদা তোকে খুঁজছেন। ওই রাতেই বন্ধু ভানুর সাথে মানিক বাবুর লেক টেম্পল রোডের বাড়িতে গেলেন রবি ঘোষ।

পরিচয় পর্বে বিশেষ কোনও গৌরচন্দ্রিকা নেই, পরিবেশ বরং সহজ করে দিয়েছিলেন কিংবদন্তি চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়,রবি ঘোষকে বললেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প থেকে 'অভিযান'ছবি হচ্ছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার নরসিং হবেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তাঁর সাগরেদ 'রামা'র চরিত্রর জন্য তিনি তাঁকে ভেবেছেন।

এর আগে উৎপল দত্তের নাটকে রবি ঘোষকে দেখেছেন , বন্ধু ভানুর কাছে তাঁর বায়োডাটা পেয়েছেন আর সেদিন চোখে দেখে নিলেন, হয়ে গেল ফাইনাল সিলেকশন। এরপর 'অভিযান' থেকে আগন্তুক তিরিশ বছরে সত্যজিৎ রায়ের অনেকগুলো ছবিতে অভিনয় করলেন রবি ঘোষ,আর সেই নিয়ে তাঁর নিজের মুগ্ধতা আবেগ ছিল। মানিকবাবুকে মনে মনে ফেলুদা বলতেন রবি ঘোষ, তাঁর বক্তব্য পার্থিব জীবনে বেঁচে থাকার অ -আ এসব শিখেছেন প্রিয় ফেলুদার থেকে, তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করে নিজেকে 'মানুষ' তৈরি করেছেন। রবি ঘোষ অবশ্য অভিনেতা নয় বরং জীবনে হতে চেয়েছিলেন একজন বডিবিল্ডার। সারা জীবন সিনেমা, থিয়েটার করলেও প্রথম জীবনে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে চাকরি করতেন। পর্দায় কখনও সিরিয়াস অভিনয়ে দর্শকের মনোযোগ তাঁর দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন,কখন কমেডির শিখরে উঠে দমফাটা হাসিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার ব্যক্তি জীবনে ছিলেন বেশ রাশভারী গোছের একজন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ, প্রয়োজনের বাইরে খুব একটি কথাও বলতেন না। কলকাতায়,সাউথ সুবার্বন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে আশুতোষ কলেজ থেকে স্নাতক হয়েছেন । চাকরি করতে করতে মাথায় ভুত চাপে থিয়েটার করবেন। যখন থিয়েটারে বেশ একটু নাম ডাক হয়েছে,বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালকে অরবিন্দ মুখার্জীর নজরে পড়লেন। তাঁর দৌলতে রবি ঘোষের প্রথম ছবি 'আহ্বান'। আর 'গল্প হলেও সত্যি'ছবিতে কিভাবে অভিনয়ের জোরে ছবির চরিত্রাভিনেতা আসল চরিত্র হয়ে উঠতে পারেন প্রতিশ্রুতিবান অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দেখে শিখতে পারেন। 'গুপী বাইন বাঘা বাইন' রবি ঘোষের চলচ্চিত্র জীবনের আরেক বড় মাইলস্টোন, সাফল্য তারপরেও অনেক পেয়েছেন,'অরণ্যের দিনরাত্রি', হীরক রাজার দেশে', 'গুপি বাঘা ফিরে এল','পদ্মা নদীর মাঝি। থিয়েটারেও কাজ করেছেন চুটিয়ে ।'গল্প হলেও সত্যি'র অনুপ্রেরণায় বলিউডে বাবুর্চি তৈরি করেছিলেন পরিচালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়। হিন্দি ছবিতে রবি ঘোষের জায়গায় অভিনয় করেছিলেন রাজেশ খান্না। তর্ক বিতর্ক থাকতে পারে তবে বেশিরভাগ দর্শক, সমালোচকরা বলেন, বাবুর্চি রাজেশকে বলে বলে দশ গোল দেবেন গল্প হলেও সত্যি-র ধনঞ্জয়।

আসলে একটি সময় ছিল যখন বাংলা সিনেমা ভারতের চলচ্চিত্রকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বাংলার বহু সিনেমা বলিউড এর চলচ্চিত্র হয়েছে। বাংলা সিনেমার দিকে মুম্বই জগৎ চেয়ে থাকতো। বাংলা সিনেমা কোন গল্প নিয়ে ছবি করছে তার খবর সেখানকার পরিচালকেরা রাখতেন। বিশেষ করে বাংলা ছবি সেই সময়ে ভারতের আন্তর্জাতিক মানকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলা সিনেমা মানেই ছিল সত্যজিৎ রায়। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র দরবারে বাংলা তখন সত্যজিতের দেশ বলে পরিচিতি লাভ করে। কলকাতা তখন ছিল বিদেশি ছবি নির্মাতাদের কাছে সত্যজিতের জন্মস্থান। সেই কারণে সবাই কলকাতায় চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতো। ফলে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব মর্যাদা লাভ করে।

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ
প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীদের চরিত্র

বিশেষ প্রতিবেদক

এঁরা বাম আমলের শিক্ষামন্ত্রীরা। চিরকাল মানুষের শ্রদ্ধা পেয়েছেন। এঁরা মদ আর গাঁজা খেয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি দেননি। ছাত্রদের গাড়ি চাপা দেননি। মাস্তান নিয়ে ঘুরতেন না। কারো বেআইনি চাকরির সুপারিশ করেননি। বেআইনি রিসর্টের মালিক ছিলেন না। এঁরা কেউ এমন কিছু করেন নি, তাই বাঁচতে মানুষের খরচে 'এ' থেকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পার্থবাবুকে ফোন করে ক্ষমা চায়। তিনি বলেন, মাঝপথে নামিয়ে দেওয়ার জন্য কারও যেন শাস্তি না হয়। থাকতেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পাশে একটি ৫৫০ বর্গ ফুটের ফ্ল্যাটে। ঐ জেল খাটা আসামী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের থেকে জীবনযাপনের নিরিখে একদম অন্য মেরুতে অবস্থান ছিল। তৃতীয় জন শ্রদ্ধেয় কান্তি বিশ্বাস।

'জেড' পর্যন্ত সিকিউরিটি ব্যবস্থার দরকার পরেনি।।

প্রথমজন শ্রদ্ধেয় সত্যসাধন চক্রবর্তী। ছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক। ঐ দমদমেই থাকতেন। দ্বিতীয় জন শ্রদ্ধেয় পার্থ দে। বাঁকুড়া ক্রিশ্চান কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক ছিলেন। হাওড়া স্টেশান থেকে এন্টালিতে হেঁটে এসেছিলেন মন্ত্রী হবার দায়িত্ব পাওয়ার খবর পেয়ে কাজ সম্পর্কে বুঝে নিতে। করোনা থেকে সুস্থ হয়ে বালিগঞ্জের বাড়িতে ফেরার সময় মাঝ পথেই তাঁকে নামিয়ে দিয়েছিল অ্যাম্বুল্যান্সের কর্মীরা। তখনও তিনি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর পরিচয় দেননি।বিষয়টি নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে শোরগোল হয়। পরে মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তৎকালীন পূর্ব বঙ্গের কায়েদী আজম কলেজে শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছিলেন। পরে বনগাঁতে স্কুল শিক্ষকতা করেন। আর চতুর্থজন শ্রদ্ধেয় সুদর্শন রায় চৌধুরী। শ্রীরামপুর কলেজের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের প্রফেসর ছিলেন। প্রত্যেকের নাম শুনলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়। এঁরা শুধুমাত্র মন্ত্রী নয়, শিক্ষাবিদ ছিলেন। রাজনৈতিক ভাবে কেউ সমালোচনা করতেই পারেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন, ব্যক্তিগত নৈতিকতার দিক থেকে এঁরা ছিলেন উজ্জল জ্যোতিষ্ক। শিক্ষাবিদদের চরিত্র থাকবে উজ্জ্বল। সেই উজ্জ্বলতায় সবাই আলোকিত হবে। বিশেষ করে ছাত্র সমাজ।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারেও ৩০ পার্সেন্ট! মমতার দেওয়া ১০০০-এ ৭০০ টাকা পাচ্ছেন এই মহিলা!

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১১ মার্চঃ রাজ্যের মহিলাদেরকে যাতে স্বামী-সন্তানদের কাছে হাত খরচের জন্য টাকা চাইতে না হয়, সেই কারণে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের জন্য চালু করেছেন লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প। কিন্তু সেই লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা থেকেও কাটমানি খাওয়ার অভিযোগ উঠল রাজীব নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। সাইবার ক্যাফে চালান তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডারের এক হাজার টাকা অনলাইনে অ্যাকাউন্ট থেকে তুলতে গেলে প্রতিবারই ওই ব্যবসায়ী ৩০০ টাকা করে কেটে নেন বলে অভিযোগ আকলিমা গাজি নামে ওই মহিলার। ঘুটিয়ারিশরিফের বাসিন্দা আকলিমা ক্যানিং মহকুমা শহরের রাস্তার পাশের হোটেলে রান্নার কাজ করেন। সেখান থেকে যতটুকু রোজগার হয়, তা দিয়ে সংসার ঠিকমতো চলে না। তাই লক্ষ্মীর ভান্ডারই তার অন্যতম ভরসা। কিন্তু সেই টাকা স্থানীয় এক অনলাইনের দোকান থেকে তুলতে গেলে ওই দোকানদার সেখান থেকে প্রতি মাসেই ৩০০ টাকা কেটে নেন বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে সোমবার স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতি ও পঞ্চায়েত সদস্যের কাছে

অভিযোগ দায়ের করেছেন আকলিমা। অভিযোগ, খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মাতলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান প্রদীপ দাস। ওই মহিলা বললেন, ''আমি অনলাইনে টাকা তুলি। প্রত্যেক মাসে আমাকে ৭০০ করে টাকা দেয়, বলে ৩০০ করে কেটে নিচ্ছে। কোনও মাসেই আমাকে ১০০০ টাকা করে দেয় না। এই মাসে পুরো টাকাটাই কেটে নিয়েছে। বলছে কোনও টাকা দেয়নি। তোমার ১৪ টাকা রয়েছে। তখন আমি অন্য জায়গা থেকে চেক করেছি। সেখানে দেখাচ্ছে ৭ তারিখেই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। আমি তখন বলি, আমি তো টাকা তুলিনি। তখন ওখান থেকে আমাকে একটা স্টেটমেন্ট দেয়, বলে ওকে গিয়ে দেখাও। তারপর অনেক বলতে, ও আমাকে বলল, ভাবি আমি যে তোমার থেকে ৩০০ টাকা করে কেটেছি, সব মিলিয়ে দিয়ে দিচ্ছি, ১০০০ টাকাও দিয়ে দিচ্ছি। মানে ও বলতে চাইছে, আমি যাতে আর কাউকে কিছু না জানাই।'' মাতলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রদীপ দাস বলেন, ''যে দোকানদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁকে আমরা ডেকেছি। এই নিয়ে তদন্ত হবে। অভিযোগ সত্য হলে, অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে।''

ছাব্বিশের আগে 'বড় মাছ' ধরার প্র্যাকটিস দিলীপের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১১ মার্চঃ চার করা ছিল আগে থেকেই, সেখানেই ছিপ ফেলে বসেছিলেন দিলীপ ঘোষ। মাছ ঠোক্কর না দেওয়ায় আরও দু জায়গায় চার ফেলেন দলের কর্মীরা। পাশের একটি পুকুরেও চার ফেলা হয়। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ছিপ ফেলে বসে থেকেও উঠছিল না একটিও মাছ। অবশেষে ছিপে উঠল পুঁটি। দলের এক কর্মীর ছিপে রূপচাঁদা মাছ খেলিয়ে তুলে রণে ভঙ্গ দেন দিলীপ। পান্ডুয়ার তিন্নায় হুগলি জেলা সভাপতি তুষার মজুমদারের বাড়িতে গিয়েছিলেন প্রাক্তন সাংসদ। সেখানেই বসেছিল মাছ ধরার আসর। নারকোল পচানী, একাঙ্গি, খোলভাজা জমিয়ে চার করা হয়েছিল। যাতে মাছ না ফসকায়। পিঁপড়ের ডিম পাউরুটির টোপ ঘি বাটারে ডুবিয়ে হুইল ছিপে মাছ ধরতে বসেছিলেন বিজেপি নেতা। কিন্তু একটা পুঁটিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল তাঁকে। পরে তিনি বললেন, ছাব্বিশের আগে বড় মাছ ধরার প্র্যাকটিস করলেন। তাপসী মণ্ডলের তৃণমূল যোগ প্রসঙ্গও এল অনিবার্যভাবে। দিলীপবাবুর প্রতিক্রিয়া, নির্বাচন এলে একটু অদল বদল হয়। দলবদল এখন পেশা বলেও মন্তব্য করেন তিনি। দিলীপবাবু বলেন, ''গতবার বহু মানুষ আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন। তাদেরকে আমরা টিকিটও দিয়েছি। কেউ জিতেছেন কেউ জেতেননি। অনেকে আবার চলে গিয়েছিলেন। তাঁরা ভাবছেন কী জানি বিজেপি জিততে পারবে কিনা। বিজেপির সেফ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গের না, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলোতে দলবদলের রাজনীতি চলে। রাজনীতি এখন পেশা হয়ে গেছে। সবাই ভবিষ্যৎ ভাবছেন। নীতি আদর্শটা সেকেন্ডারি হয়ে গেছে। আমাদেরকেও সেই পরিবেশের মধ্যেই রাজনীতি করতে হচ্ছে।''

প্যানক্রিয়াস ছিন্নভিন্ন হয়ে ফেটে যায়, ১৬ বছরের কিশোর আজ দৃষ্টান্ত

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১১ মার্চঃ বাড়ির সামনেই বাইক দুর্ঘটনায় মারাত্মক জখম হয়েছিলেন। পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। প্রথমটায় চিকিৎসকরা বুঝতে পারেননি। পরীক্ষা করে দেখা যায়, অগ্নাশয় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বছর ষোলোর মহম্মদ শেখের জটিল অস্ত্রোপচার হল। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মহম্মদ শেখ জঙ্গিপুর এলাকার বাসিন্দা। ওই কিশোর পড়ে গিয়ে তার পেটে লাগে। এরপর বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসক জানতে পারেন, অগ্নাশয় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। এরপর জরুরি ভিত্তিতে প্রায় সাড়ে ছ'ঘণ্টার অপারেশনের পর সেই জটিল অস্ত্রোপ্রচার সফল হয়। জেনারেল সার্জারি বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর চিকিৎসক সুদীপ সরকার জানান এই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান চন্দন রায়ের উপস্থিতিতে এই জটিল অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। চিকিৎসক বলেন, ''বাইক দুর্ঘটনার পর ও যখন আমাদের কাছে এসেছিল, তখন ওর অগ্নাশয়ের অবস্থা মারাত্মক খারাপ। অগ্নাশয় ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। প্যানক্রিয়াসের চারটে পার্ট থাকে, মাথা-গলা-বডি-লেজ! মাথা-গলার মাঝের অংশ ছিন্নভিন্ন হয়ে ফেটে যায়। আঘাত আসলে পাকস্থলির কাছে লেগেছিল। পেটের মধ্যে প্যানক্রিয়াটিক জুস চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। রক্তের দলা জমতে থাকে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অপারেশন না করা যেত, তাহলে প্যানক্রিয়াসে পচন ধরত। মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারত।''

'মাসে ১৫ হাজার টাকা মাইনে দিতেই হবে'

আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়িয়ে এবার চরম হুঁশিয়ারি আশা কর্মীদের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১১ মার্চঃ মিটছে না দাবি-দাওয়া। রাস্তাতেই রয়েছেন আশা কর্মীরা। সাম্প্রতিককালে রাজ্যের নানা প্রান্তে লাগাতার আন্দোলনে নেমেছেন তাঁরা। মাসিক ১৫ হাজার ভাতা, নিয়মিত ইনসেনটিভ প্রদান, সরকারি নিয়ম অনুসারে ছুটি দেওয়া-সহ মোট ৯ দফা দাবিতে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতর ঘেরাও করে বিক্ষোভে সামিল হলেন আশা কর্মীরা। যদিও তাঁদের পক্ষে এখনই সব দাবি মেটানো সম্ভব নয়, জানাচ্ছেন জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিকরা। আশা কর্মীদের দাবি সম্বলিত, স্মারকলিপি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর আশ্বাস

দিয়েছেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। এদিকে মাসিক ভাতা বৃদ্ধি-সহ বিভিন্ন দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন রাজ্যে আশা কর্মীরা। আশা করছিলেন বাজেট নিয়ে। আন্দোলনকারীদের বড় অংশ বলছেন, বাজেটে তাঁদের নিয়ে নতুন কিছু ঘোষণা থাকবে, এই আশ্বাস বারবার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, দিনের শেষে পুরোটাই শূন্য। কিন্তু রাজ্য বাজেটে আশা কর্মীদের ভাতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কোনও ঘোষণা না থাকায় কার্যত হতাশ হন আশা কর্মীরা। তাতেই আরও ক্ষোভ বেড়েছে আন্দোলনকারী আশা কর্মীদের মধ্যে। তারপরই রাজ্যজুড়ে লাগাতার আন্দোলনের ডাক দেয় আশা কর্মীদের সংগঠন। সেই আন্দোলনেরই অংশ হিসাবে বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি এবার বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য জেলায় বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হলেন আশা কর্মীরা। ভাতা বৃদ্ধি-সহ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া দ্রুত মেটানো না হলে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনরত আশাকর্মীরা।

৮ বিঘা শরিকি জমির দখলকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার

দুরন্ত বার্তা, চোপড়া, ১১ মার্চঃ ৮ বিঘা শরিকি জমির দখলকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর তুমুল সংঘর্ষ। ঘটনায় দুজন নাবালিকা ও বেশ কয়েকজন মহিলা-সহ ১০ জন গুরুতর জখম। ঘটনাস্থল উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চেতনাগছ গ্রাম। আহতদের চোপড়া দলুয়া হাসপাতাল ও ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অভিযোগ, হাকিমুদ্দিনের পৈতৃকভাবে প্রাপ্ত ৮ বিঘা জমি জোর করে দখলের চেষ্টা করছিল তারই দুই শরিক সমিরুদ্দিন। মঙ্গলবার হাকিমুদ্দিনের বাড়ির সামনে খড়ের গাদা ও একটি গবাদি পশুর ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় দখলকারিরা বলে অভিযোগ। পাশাপাশি লাঠি ও ধারাল অস্ত্র নিয়ে দু'পক্ষই একে অন্যের উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। এদিকে দু'পক্ষেই তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক। কিন্তু সমিরুদ্দিন প্রভাবশালী হওয়ায় তাঁদের ওই ৮ বিঘা জমিও দখলে নিতে

চাইছে বলে অভিযোগ হাকিমুদ্দিনের। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। ঘটনাস্থলে বিশাল বাহিনী। জমির মালিক হাকিমুদ্দিন বলেন, ''রোজা শেষে সকাল ৯টায় ঘুম থেকে উঠি। তারপর মাঠে গিয়ে দেখি, ওদের অনেক লোকজন জড়ো হয়েছে। ভাবি, হয়তো জমি দখল করতে এসেছে। আমরা বলেছিলাম, আমরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি। আদালতের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু ওরা বলছে, লাঠিচার্জ করেই জমি নিয়ে নেব। ৬৫ সালের ওদের জমির একটা অংশ রেকর্ড হয়েছে। সেটায় চাষ করে খায়। ওদের ১৬ বিঘা জমি রয়েছে। আরও ৮ বিঘা চাইছে।'' অন্যদিকে সমিরুদ্দিনের পক্ষের রমজান আলি বলেন, ''প্রথমে ঝামেলা হয়েছিল। পুলিশ এসে শান্ত করে যায়। তারপর আমরা যখন নমাজের জন্য যাচ্ছিলাম, ওরা লাঠি নিয়ে এসে মারধর করতে থাকে। জমি নিয়ে ঝামেলা রয়েছে। জমিটা আমরাই পাচ্ছি, ওরা দিচ্ছে না। ফয়সালা আমাদের পক্ষেই ছিল।''

দুর্গাপুরে মাটির তলায় ঢুকে গেল আস্ত একটা স্কুল, পড়ুয়ারা ভয়ে কাঁটা!

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১১ মার্চঃ ক্লাসও চলে। স্কুলছুটির পরও ওই চত্বরে খুদে পড়ুয়াদের আনাগোনা লেগেই থাকে। কিন্তু ভাগ্যিস সে সময়ে কেউ এলাকায় ছিল না। ভরা এলাকার মাঝে স্কুল। আচমকাই তাতে ধস। গোটা স্কুল গেল ধসে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্ডাল থানা এলাকার খাস কাজোড়ার আজিরবাগান এবং পিটি কাজোড়া কালীমন্দির সংলগ্ন এলাকায় মঙ্গলবার একটি ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল ধসের কবলে পড়ে। চলতি মাসের চার তারিখ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অন্ডালের কয়লাখনি এলাকায় হঠাৎ ধসের কবলে পড়েছিল একটি বেসরকারি ইংরাজিমাধ্যম প্রাথমিক বিদ্যালয়। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছিল এলাকায়। এক সপ্তাহের মধ্যে আবার ধস এলাকায়। কয়লাখনি অঞ্চলে এই

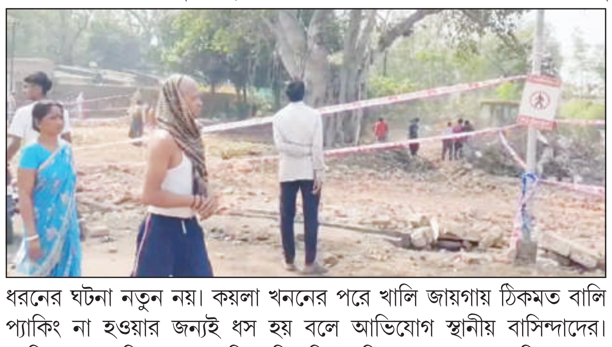

ধরনের ঘটনা নতুন নয়। কয়লা খননের পরে খালি জায়গায় ঠিকমত বালি প্যাকিং না হওয়ার জন্যই ধস হয় বলে আভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। সেদিন ধস কবলিত এলাকা ঘিরে দিয়েছিল পুলিশ। ধসের কারণে বিদ্যালয়ের পিছন দিকে বেশ কিছুটা অংশ বসে যায়। একটি বাইক-সহ কিছু আসবার পত্র চাপা পড়ে। এই ঘটনার আতঙ্ক কাটতে না কাটতেই ফের ধস এলাকায়। এবারও ধস কবলিত এলাকা ঘিরে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বিপদজ্জনক বোর্ড লাগানো হয়েছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা বললেন, ''ভাগ্যিস এটা রাতের বেলায় ঘটেছিল। কারণ বিকালে স্কুলছুটির পরও অনেক বাচ্চা সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানে খেলা করে। স্কুল চলাকালীন এরকম কিছু ঘটলে, বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেত। কিন্তু এই বিষয়টাতে ইসিএল একদমই নজরদারি চালায় না। ইসিএল-এর কাছে সঠিক ম্যাপই নেই, কোথায় কী কাজ হয়েছে। ফলে নীচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।''

আমমোক্তারনামা

আমি আবুল কাশিম, পিতা-তোবজুল, সাং- চাঁদপুর, পোঃ রাজপুত তেঘড়ী থানাঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলাঃ মুর্শিদাবাদ, আমি গত ইং-০২.০৫.২০২৩ ও ১০.০৫.২০২৩ ও ১২.০৫.২০২৩ সালে ৬০৪২ ও ৬৫৯৬ ও ৬৮৪৯ নম্বর আমমোক্তার নামায় প্রাপ্ত হইয়া বিক্রয় করিয়াছি যাহার মৌজা-রামপুর ৮৯ নম্বর খতিয়ান নম্বর-২২৫৩, ২২৫৪, দাগ নম্বর-৭৩২, পরিমান-০.০৩৫০ ও মৌজা-আশ্রাফনগর-৭৭ নম্বর খতিয়ান নম্বর-৩০, ৯৮, ৫৭০, ৬৫৩, ৩২৫৮, ২৮৮, ৮৪৬, ৩৩৩০, ৩৩৩১, ৩৩৩২, ৩৩৩৩ দাগ নম্বর-৪৪৭ ও ৪৫৫ পরিমান- ০.১০০০ শতক উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বিষয় যদি কাহারো কোন প্রকার অভিযোগ থাকে তা হলে ৩০ দিনের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ-২ নম্বর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে আসিয়া অভিযোগ জানাইবেন।

আমমোক্তারনামা

আমি টিপু সেখ, পিতা-বদরুদ্দিন সেখ, সাং-মহালদারপাড়া, পোঃ-রাজপুত তেঘড়ী থানাঃ-রঘুনাথগঞ্জ, জেলাঃমুর্শিদাবাদ, আমি গত ইং-২২.০৮.২০১৯ সালে ৫৫৯ নম্বর আমমোক্তার নামায় প্রাপ্ত হইয়া বিক্রয় করিয়াছি যাহার মৌজা-রামপুর ৮৯ নম্বর খতিয়ান নম্বর ১২১১, দাগ নম্বর-৫৩৩ পরিমান-০.৩৪৭৫ শতক উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বিষয় যদি কাহারো কোন প্রকার অভিযোগ থাকে তা হলে ৩০ দিনের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ-২ নম্বর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে আসিয়া অভিযোগ জানাইবেন।

আমমোক্তারনামা

আমি হাবিবুর রহমান, পিতা-সেরাজুদ্দিন সেখ, সাং-পানানগর, পোঃ রামদেবপুর থানাঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলাঃ মুর্শিদাবাদ, আমি গত ইং ২৭.০২.২০২৪ সালে ৩২৪৯ নম্বর আমমোক্তার নামায় প্রাপ্ত হইয়া বিক্রয় করিয়াছি যাহার মৌজা- মিঠিপুর ১৫ নম্বর খতিয়ান নম্বর- ৭৪, ৯৪৯, ৬৭৬৮ দাগ নম্বর-১৪৯২ পরিমান-০.১১০৩ শতক উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বিষয় যদি কাহারো কোন প্রকার অভিযোগ থাকে তা হলে ৩০ দিনের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ-২ নম্বর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে আসিয়া অভিযোগ জানাইবেন।

আমমোক্তারনামা

রামপ্রসাদ দাস, পিতা- শ্রীমন্ত দাস, সাং- প্রসাদপুর, পোঃ গনকর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৩ সালে Book-I, 18993 নং আমমোক্তার দলিল মূলে সাবিনা ইয়াসমিন আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১৩৩ নং বিজয়পুর মৌজাস্থিত এল.আর. ২৬২২ নং দাগের এল.আর. ৫৩৫১ নং খতিয়ানের মোট ৩২ শতক সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. L.R.O. Raghunathganj-1 অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় পরবর্তীতে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

আমমোক্তারনামা

সামিরুল সেখ, পিতা- মৃত আষাঢ়ী সেখ, সাং- সাদিকপুর, পোঃ- গনকর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৪ সালে Book-I ১৬৩৯ নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) তরুন কুমার দাস, ২) বরুন কুমার দাস আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১৩৩ নং বিজয়পুর মৌজাস্থিত এল.আর. ১৭৪ নং দাগের এল. আর. ৪৪৯৭, ৪৪৯৬ নং খতিয়ানের মোট ৬৬ শতক সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

NOTICE INVITING QUOTATION

Quotationers must produce documentary evidence to prove their GST Certificate professional tax and income tax clearance certificate with PAN card, Trade Licence must be produced.
NIQ NO: WBPWD/ AE/ PESD-I/ eNIQ-41/2024-2025
Tender ID: 2025_WBPW_826048_1
Vide Memo No: 25/131/ AE / PESD-I / 24-25
Date:- 11/03/2025
Name of work-: Procurement of needful electrical materials for Repairing of Electrical installations works at different sites of Purulia Electrical Section-II, under Purulia Electrical Sub-Division-I, PWD, Purulia in the District of Purulia. **Job No:- PESD-I/RW/34 of 24-25 H/A-2059.** Stipulated period: 7(Seven) days from the date of layout. Bid Submission Start Date (On Line)- **12/03/2025, 10.00 AM.** Last date for submission of tender: **18/03/2025 upto 10.00 AM** and all tenders will be opened on **20/03/2025 after 11.00 AM.** Details may be available from the office of the undersigned during office hours on all working days.
Sd/- **S.K.DEY**
Assistant Engineer, PWDte
Purulia Electrical Sub-Division -I
Govt. of West Bengal

আমমোক্তারনামা

নাসিরুদ্দিন সেখ, পিতা- সাজুরুদ্দিন সেখ, সাং- রামপুর, পোঃ- রাজপুত তেঘড়ী, থানাঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলাঃ মুর্শিদাবাদ, আমি গত ইং- ২৫.০৫.২০২৩ সালে রেজিষ্ট্রীকৃত ৭৮৩০ নম্বর আমমোক্তার নামা দলিল মূলে প্রাপ্ত হইয়া বিক্রয় করিয়াছি যাহার মৌজা- ৮৫ নং কাশিয়াডাঙ্গা, খতিয়ান নম্বর- ৪৫৪৬, ৪৫৪৭, দাগ নম্বর- ২৪৮৯, পরিমান- ০.০৪৫০ শতক উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বিষয় যদি কাহারো কোন প্রকার অভিযোগ থাকে তা হলে ৩০ দিনের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ-২ নম্বর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে আসিয়া অভিযোগ জানাইবেন ।

আমমোক্তারনামা

আমি হাবিবুর রহমান, পিতা-এনামুল হক, সাং-নবকান্তপুর, পোঃ-মিঠিপুর থানাঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলাঃ মুর্শিদাবাদ, আমি গত ইং ১৭.০২.২০২৩ সালে ২৫২৮ নম্বর আমমোক্তার নামায় প্রাপ্ত হইয়া বিক্রয় করিয়াছি যাহার মৌজা- সেকেন্দ্রা ১৪ নম্বর খতিয়ান নম্বর- ১১০০৭, দাগ নম্বর ১০০৪, পরিমান-০.৬৪০০ শতক উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বিষয় যদি কাহারো কোন প্রকার অভিযোগ থাকে তা হলে ৩০ দিনের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ-২ নম্বর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে আসিয়া অভিযোগ জানাইবেন।

আমমোক্তারনামা

আমি ১) সুকুমার সাহা, পিতা-কিশোরী সাহা, সাং-নয়ামুকুন্দপুর ২) রাসিকুল সেখ- পিতা-সাইফুদ্দিন সেখ, সাং-মুকুন্দপুর, উভয়ের পোঃ দয়ারামপুর থানাঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলাঃ মুর্শিদাবাদ, আমরা গত ইং- ২৬.১২.২০২৩ সালে ১৯৩৯০, ও ১৯৩৯২ নম্বর আমমোক্তার নামায় প্রাপ্ত হইয়া বিক্রয় করিয়াছি যাহার মৌজা মিঠিপুর- ১৫ নম্বর খতিয়ান নম্বর- ৫৬৭৬, ৫৬৭৭, দাগ নম্বর- ১৪৮৩ ও ১৪৭৩, পরিমান- ০.১৬০০ শতক উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বিষয় যদি কাহারো কোন প্রকার অভিযোগ থাকে তা হলে ৩০ দিনের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ-২ নম্বর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে আসিয়া অভিযোগ জানাইবেন।

আমমোক্তারনামা

আমি ১ মহঃ আকবর আলি, পিতা-আব্দুল লতিফ, সাং-ও পোঃ মিঠিপুর ২) বদরুদ্দিন সেখ, পিতা-জুলুম সেখ, সাংরামেশ্বরপুর, পোঃ গিরিয়া, উভয়ের থানাঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলাঃ মুর্শিদাবাদ, আমরা গত ইং- ২০.১২.২০১৭ সালে ৪৯৪ নম্বর আমমোক্তার নামায় প্রাপ্ত হইয়া বিক্রয় করিয়াছি যাহার মৌজা-মিঠিপুর- ১৫ নম্বর খতিয়ান নম্বর-৮১, ৩১১০, ৩১১১, ৩১১২, ৩১১৩, ৩১১৪ দাগ নম্বর-২৯৮ ও ২৯৯ পরিমান-০.০৫৫০ শতক উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বিষয় যদি কাহারো কোন প্রকার অভিযোগ থাকে তা হলে ৩০ দিনের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ-২ নম্বর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে আসিয়া অভিযোগ জানাইবেন।

Office of the Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura

Notice inviting e-Tender No- **1) NIeT-21/2024-25(Tender ID-2025_ZPHD_825910_1)** Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 1 (One) works. Last date of documents download & bid submission is **17th March 2025 at 6:30 p.m.** For details please visit website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Pradhan**
Onda-II Gram Panchayat

BAPUJI GRAM PANCHAYAT
Maniknagar, 13 No Bazar, PS-HW Point Coastal, Dist.-South 24 Pgs., W.B.
NIT NO.-169(20)/BGP/2025 Dated-10/03/2025
NIT NO.-170(20)/BGP/2025 Dated-10/03/2025
NIT NO-171(20) BGP/2025 Dated-10/03/2025
Last date of Submission On or before **25/03/2025 (up-to 1.30PM).** Date of Opening- **28/03/2025 (From 02:00 P.M)** (For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in)**
Thanking You
Sd/- **Pradhan**
Bapuji Garm Panchayat

E-TENDER NOTICE

e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. Purba Bardhaman, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential vide **NIeT No-EGP/156Dt-11/03/2025.** Last Date of application **18/03/2025 up to 18:00 IST.** For details visit the website **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan**
Eral Gram Panchayat

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the certificate for 335 shares bearing Equity Certificate No. 419824 and Distinctive Nos. 18131024 to 18131058, 18130824 to 18131023 and 1108566 to 1108665 under the folio No. 1105279 of Linde India Limited standing in the name(s) of Rizwan Shamoon Karachiwala have been lost/mislaid and the undersigned have applied to the Company for issue of duplicate certificate for the said shares. Any person(s) who has/have claim(s) on the said shares should write to our Registrar, KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad – 500 032 within one month from this date else the Company will proceed to issue duplicate share certificate(s).
Place: MUMBAI
Date: 12/03/2025
Sd/-
Mrs. Rezoo James Joseph
Nee Rizwan Shamoon Karachiwala

E-TENDER NOTICE

e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. PurbaBardhaman, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential vide **NIeT No-EGP/157 Dt-11/03/2025.** Last Date of application **18/03/2025 up to 18:00 IST.** For details visit the website **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan**
Eral Gram Panchayat

E-TENDER NOTICE
N.I.T. No-138/BGP/2025
Online bids are invited from bonafide contractors for Listed works under 15th CFC (Untied Fund). Last date of online bid submission-**18/03/2025.** For details information contact.
Sd/- **Prodhan,**
Budbud Gram Panchayat
Budbud, Galsi-I,
Purba Bardhaman

E-TENDER NOTICE
N.I.T. No-139/BGP/2025
Online bids are invited from bonafide contractors for Listed works under 15th CFC (Tied Fund). Last date of online bid submission-**18/03/2025.** For details information contact.
Sd/- **Prodhan,**
Budbud Gram Panchayat
Budbud, Galsi-I,
Purba Bardhaman

হাওড়া পৌরনিগম
সমীক্ষা বিভাগ
৬ষ্ঠ তল, অ্যানেক্স বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১ ১০১, ফোনঃ (+৯১-৩৩) ২৬৩৮-৩২১১-১৩
ওয়েবসাইটঃ www.myhmc.in, ইমেলঃ survey@myhmc.in/ hmc.survey249@gmail.com

হাওড়া পৌরসভা হাওড়া পৌরসভা এলাকার আওতাধীন রাস্তা/সরণি ইত্যাদিতে গ্যান্ট্রি নিলামের জন্য বিক্রেতা এজেন্ট হিসেবে মেসার্স এমএসটিসি লিমিটেডকে দায়িত্ব দিয়েছে। বিস্তারিত তথ্য এমএসটিসি লিমিটেডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে https://www.mstcecommerce.com.

১৯৮(৩)/২৪-২৫ — **অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সমীক্ষা)**
১১.০৩.২৫ — **হাওড়া পৌরনিগম**

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)-এর জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** সি-৪৭০-সিএটিজি-এনসিবি, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সমস্ত লট) ঃ** ২৪-০৩-২০২৫ তারিখের **১১.০০** ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৪-০৩-২০২৫ তারিখের **১১.৩০** ঘণ্টা, **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং.	স্টেশন
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৮৮-২৩-১	নিউ কোচবিহার

উপরের ই-নিলামটি ইতিমধ্যে ই-নিলাম ক্যাটারিং মডিউলের অধীনে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

SBI — এসবিআই ট্যাংরা শাখা (০৩৭৩৭) — সোনার অলঙ্কার নিলাম নোটিশ
৪/১এ, রাধানাথ চৌধুরি রোড, কলকাতা-৭০০০১৫
ইমেলঃ **sbi.03737@sbi.co.in**

শ্রীমতি একতা দাস এসবিআই ট্যাংরা শাখা থেকে স্বর্ণলোন গ্রহণ করেছিলেন, সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে, সময়সূচী অনুসারে পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। গ্রাহক নোটিশ/নোটিশের যথাযথভাবে সাড়া দেননি অথবা নোটিশটি অপ্রকাশিত অবস্থায় ফেরত পাঠানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে যদি সোনার ঋণ (গুলি) **(১৯.০৩.২০২৫) বিকাল ৪ টার** আগে বাতিল করা না হয়/হয়, নিলামের দিন, অর্থাৎ **(২০.০৩.২০২৫)** বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি নিম্নলিখিত সময় এবং তারিখে শাখা প্রাঙ্গণে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে, কোনও নোটিশ ছাড়াই। এই ক্ষেত্রে সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতা (গুলি) বহন করবেন। ব্যাংক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করতে পারবেন এবং অলঙ্কারগুলির দখল পেতে পারবেন।

ঋণগ্রহীতার নাম ঃ শ্রীমতি একতা দাস

ক্রম নং.	নিলামের তারিখ	প্রস্তাবিত নিলামের সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারেট)	সোনার ওজন অলঙ্কার (গ্রাম)	জিনিসের সংখ্যা
১.	২০.০৩.২০২৫	বিকেল ৩.০০টে থেকে ৪.০০টে	২২ সি.	গ্রাম ওজন ২০.৩১০ নেট ওজন ১৮.২৭০	১ পিস নেকলেস
২.	২০.০৩.২০২৫	বিকেল ৩.০০টে থেকে ৪.০০টে	২২ সি.	গ্রাম ওজন ১৬.০৮০ নেট ওজন ১৪.৪৭০	১ পিস চেইন সঙ্গে লকেট
৩.	২০.০৩.২০২৫	বিকেল ৩.০০টে থেকে ৪.০০টে	২২ সি.	গ্রাম ওজন ৬.৯৭০ নেট ওজন ৬.২৭০	২ পিস ফিঙ্গার রিং
৪.	২০.০৩.২০২৫	বিকেল ৩.০০টে থেকে ৪.০০টে	২২ সি.	গ্রাম ওজন ৫.৭৯০ নেট ওজন ৫.২১০	১ পিস ফিঙ্গার রিং

তারিখঃ ১২.০৩.২০২৫ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থানঃ ট্যাংরা — **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

e-TENDER NOTICE
NARUGRAM GRAM PANCHAYAT
RAINA-I Block, Purba Bardhaman
e-NIT No- WB/BWN/NARU/NGP/2024-25/017), Dt.-10.03.2025, Memo No-337NGP/2025, e-Tender ID-2025_ZPHD_825471_1, 2025_ZPHD_825471_2 & 22025_ZPHD_825471_3,
Bid Submission/Start, Dt. **11.03.2025 (Online) 20/03/2025 From 10:00 AM onwards**, Bid Submission Closing Dt. **(Online) 20/03/2025 up to 06:00 PM.** For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan, Narugram Gram Panchayat**

পাবলিক নোটিশ
কামিয়াবি বানিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড
কমলা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০, হরি সভা মঠ, নিচ তলা, বি১-নর্দান পার্ক, ব্রহ্মপুর, বাঁশদ্রোনী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বজবজ-১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৭০
সিআইএনঃ ইউ৫১১০৯ডব্লুবি২০০৫পিটিসি১০৬০৫৭

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক ৯ জুলাই, ২০১৫ তারিখে জারি করা সার্কুলার নং **DNBR (PD) CC.No. 065/03.10.001/2015-16** অনুসারে, সময়ে সময়ে সংশোধিত, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক বা অন্য কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা এবং শর্তাবলী, যদি থাকে, পূরণ সাপেক্ষে, ১৪ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে শ্রী ছাঙ্গু লাল গুপ্ত (ডিআইএনঃ ০৯৪৩২৫২৯) এর আকস্মিক মৃত্যুর কারণে এবং আকস্মিক শূন্যপদ পূরণের জন্য, বোর্ডে শ্রী অমলেন্দু বণিক (ডিআইএনঃ ১০৩৯৩৩৪৫), দিঘিরপাড়, হরিতকিতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়, দিঘিরপাড় বকুলতলা, পি.ও.-বকুলতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৭৪৩৩৪৯, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী, পেশাগতভাবে কর্মরত, নিয়োগ করেছে। অবশেষে কোম্পানির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব শ্রী কৃষ্ণ কুমার বৈঠা (ডিআইএনঃ ০১৫২৪৭৬৩) এবং শ্রী অমলেন্দু বণিক (ডিআইএনঃ ১০৩৯৩৩৪৫) এর কাছে নিস্পত্তি করা হয়েছে।
ব্যবস্থাপনার এই পরিবর্তনের ফলে যাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক, ডিওএস, ১৫, এন.এস. রোড, ৫ম তল, কলকাতা -৭০০০০১-এ কোম্পানিকে অবহিত করতে পারেন এবং আগ্রহের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করতে পারেন।
বোর্ডের আদেশানুসারে
তারিখঃ ১২.০৩.২০২৫ — স্বা/-

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ডেপুটি সিএসটিই/এম, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও তরফে, ওপেন টেন্ডার যেটির খোলার বকেয়া সময় ০৪.০৪.২০২৫ তারিখে ১৫.০০ টায় সেটির জন্য ই-টেন্ডারের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত এই ধরনের কোনও ম্যানুয়াল অফার উপেক্ষা করা হবে। **কাজের নাম:** নোয়াপাড়ায় মেট্রো রেলওয়ে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন। **টেন্ডার মূল্য : ₹ ১,৪১,০৬,০৮৬.৯৬; বায়না মূল্য :** ₹ ২,২০,৫০০; **সমাপ্তির সময়কাল :** ০৬ (ছয়) মাস। টেন্ডারটি https://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। দরপত্রদাতা/বিডারদের অবশ্যই ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর শংসাপত্র থাকতে হবে এবং অবশ্যই আইআরইপিএস পোর্টালে নিবন্ধিত হতে হবে। শুধুমাত্র নিবন্ধিত দরদাতা/বিডাররা ই-টেন্ডারিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময় সমস্ত প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র আপলোড করতে হবে।
ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এসএন্ডটি/ওয়ার্ক/০৭-২০২৫
আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice
Memo No.: 3858/WS/SD — **Dated-11/03/2025**
E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT5/3e/25 and Tender Id No-2025_MAD_825942_1 to 3** for Sinking of 200 x 300mm dia. Tube well by Rig boring system at in W-13 & Laying pipe & interconnection w-17 under 15th F.C Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **24/03/2025 at 14:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website-**https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER
ABRIDGED NIT

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-tender for the following work :
NIT No.: KMC/WS/W77-14/T-71/24-25
Name of Work : **Restoration of F.W. supply near 8, Manilal Banerjee Road, 24, Mansatala Lane, 12/1H/10 M.M. Ali Road and its surrounding areas in Ward-77**; Estimated Amount : **Rs. 2,61,282.00**; Earnest Money : **Rs. 5,250.00;** Period of Completion : **15 Days.** Last Date and time of receipt/opening of Tender (Online) : **26.03.2025 at 11.00 a.m./28.03.2025 at 11.00 a.m.**; The Bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC invites e-tender for the following work :
1) NIT No.: WS/GRWW/WTP-II/35/2024-25/24
Name of Work : **Repairing of damaged inside wall with painting of backwash pump room under WTP-II, GRWW**; Estimated Amount : **Rs. 2,46,972.00**; Earnest Money : **Rs. 4,950.00;** Period of Completion : **18 Days.**
2) NIT No.: WS/GRWW/WTP-II/40/2024-25/26
Name of Work : **Repairing and replacement of various components against recirculation pump no. 01 under WTP-II, GRWW**; Estimated Amount : **Rs. 2,44,357.00**; Earnest Money : **Rs. 4,900.00;** Period of Completion : **10 Days.**
3) NIT No.: WS/GRWW/WTP-II/38/2024-25/25
Name of Work : **Instalation of screening and staircase arrangement at recirculation chamber with other allied works under WTP-II, GRWW**; Estimated Amount : **Rs. 1,95,338.00**; Earnest Money : **Rs. 3,920.00;** Period of Completion : **15 Days.**
4) NIT No.: WS/GRWW/PH-II/01/2023-24/27
Name of Work : **Supply and fitting fixing of new components replacing defunct ones with ancillary works at back wash panel at WTP-II of GRWW**; Estimated Amount : **Rs. 2,98,363.00**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **14 Days.**
5) NIT No.: KMC/EE/WS/GRWW/24-25/PH-II/56
Name of Work : **Fabrication and erection of suction and delivery pipeline arrangement along with other allied works for sludge pump unit no. 3 of WTP-III, GRWW**; Estimated Amount : **Rs. 1,78,600.00**; Earnest Money : **Rs. 3,600.00;** Period of Completion : **10 Days.**
6) NIT No.: KMC/EE/WS/GRWW/24-25/PH-II/59
Name of Work : **Supply, delivery, installation, testing and commissioning of rotating assembly of 1225 M3/HR discharge, 15 Mtr head for back wash pump unit no. 2 at WTP-III, Garden Reach water works**; Estimated Amount : **Quotation**; Earnest Money : **Rs. 7,500.00;** Period of Completion : **10 Days.** Last Date & time of receipt/opening of Tender (Online) : **24.03.2025 at 2.00 p.m./26.03.2025 at 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 4) & **27.03.2025 at 2.00 p.m./29.03.2025 at 2.00 p.m.** (for Sl. No. 5 & 6); The bid forms and other details will available shortly from the website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 6)

The Executive Engineer, Water Supply (Jadavpur Unit) BR-XII, KMC invites e-tender for the following work :
1) NIT No.: WS/BR-XII/106/24-25/07/1st Call
Name of Work : **Improvement of water supply pipe line by replacing old worn out 100 mm DIA D.I. pipe line at Prem. No. 114/13 Purbachal Main Road, 62 Sreepur Road, 15 N.P. Road and others in Ward No. 106, BR-XII.**; Estimated Amount : **Rs. 2,62,193.60**; Earnest Money : **Rs. 5,500.00**; Time of Completion : **30 Days.**
2) NIT No.: WS/BR-XII/105/24-25/05/1st Call
Name of Work : **Upgradation of water supply system by laying of 150mm dia new D.I. Pipe line parallel to the existing old worn out pipe line from 1/85 Nelinagar, Haltu School Road to 1/23 Nelinagar, Dhakuria East Road in Ward No. 105, BRXII.**; Estimated Amount : **Rs. 2,91,694.08**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Time of Completion : **7 Days.**
3) NIT No.: WS/BR-XI/103/24-25/C-5/1st Call
Name of Work : **Improvement of water supply network by replacing old worn out pipes and laying new 100 mm DIA D.I. Pipes from 64/1 to 30/12/A Lake East 6th Road in Ward No.-103, BR-XI.**; Estimated Amount : **Rs. 2,57,022.69**; Earnest Money : **Rs. 5,500.00**; Time of Completion : **21 Days.**; Last Date of receipt/opening of Tender (Online) : **05.04.2025-2 p.m./07.04.2025-2 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available from the website : **https://etender.wb.nic.in** and **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 3) **1477/24-25**

সুস্থতা

হেডফোন আমাদের কতটা ক্ষতি করছে

নয়েজ ক্যান্সেলিং হেডফোন ব্যবহার করলে কেবল সেই শব্দই শোনা যায়, যা আপনি এর মাধ্যমে শুনতে চান। 'নয়েজ', অর্থাৎ চারপাশের শব্দ তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। আরামসে নিজের চাহিদামাফিক অডিও শুনতে এই হেডফোনের জুড়ি নেই। কিন্তু ক্রমাগত এই সুবিধা গ্রহণ করলে স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। সেই আশঙ্কার ব্যাপারটাই সহজভাবে ব্যাখ্যা করা হলো।

কী ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা

একজন মানুষ দিনের পর দিন যদি লম্বা সময় ধরে নয়েজ ক্যান্সেলিং হেডফোন ব্যবহার করেন, তাহলে তিনি যখন হেডফোন ছাড়া পৃথিবীর বহু রকম শব্দের মধ্যে থাকেন, তখন মুশকিলে পড়তে পারেন। নানা শব্দের ভিড়ে নিজের প্রয়োজনের শব্দটি আলাদাভাবে বোঝার স্বাভাবিক ক্ষমতা ব্যাহত হতে পারে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় অডিটরি প্রসেসিং ডিজঅর্ডার (এপিডি)। উঠতি বয়সে ক্রমাগত এ ধরনের হেডফোন ব্যবহার করলে এই সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি বলে ধারণা করছেন তাঁরা। বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণ, জেনজির সদস্যদের মধ্যে এপিডি হতে দেখা যাচ্ছে। এর কারণ হিসেবে উঠতি বয়স থেকেই নয়েজ ক্যান্সেলিং হেডফোন প্রযুক্তি ক্রমাগত ব্যবহার করার অভ্যাস দায়ী হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে যাঁদের মধ্যে নয়েজ ক্যান্সেলিং হেডফোন ব্যবহারের প্রবণতা কম বা একেবারেই নেই, তাঁদের স্নায়ুতন্ত্র এমনভাবে প্রস্তুত থাকে, যাতে উচ্চশব্দের মধ্যেও অপ্রয়োজনীয় শব্দ ফিল্টার করে ফেলতে পারেন।

জীবনধারা যেভাবে ব্যাহত হতে পারে

এপিডিতে ভুগলে ক্লাসে মনোযোগ দিতে অসুবিধায় পড়তে পারেন তরুণেরা। কারণ, ক্লাসের নানা রকম শব্দের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় শব্দগুলো তাঁর স্নায়ুতন্ত্র আলাদাভাবে শনাক্ত করতে পারে না। এর মানে, তিনি সবই শুনছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই ঠিকভাবে শুনছেন না। এ রকম পরিস্থিতিতে কোনো কথা বুঝতে তাঁর বেশ কষ্ট হয়। তাঁর কানে প্রবেশ করা সব শব্দই স্নায়ুতন্ত্র গ্রহণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু মস্তিষ্ক এত ধরনের শব্দের মধ্য থেকে অর্থপূর্ণ তেমন কিছুই আর বের করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে কিন্তু তাঁর কানের ক্ষমতার কোনো ঘাটতি নেই। কেবল স্নায়ুতন্ত্র প্রয়োজনীয় শব্দ ফিল্টার করতে না পারার সমস্যার জন্যই তিনি ভুক্তভোগী। ধরুন, তিনি সিনেমা হল কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় নিজের মাতৃভাষারই কোনো সিনেমা দেখছেন। তবু তাঁর সাবটাইটেলের প্রয়োজন হতে পারে। কারণ, চারপাশের নানা শব্দের ভিড়ে তিনি সিনেমার সংলাপ ঠিকঠাক বুঝতে পারেন না। অনেক মানুষের ভিড়ে কিংবা অনেক ধরনের যান্ত্রিক শব্দের মধ্যে এমন সমস্যা হতেই পারে তাঁর। অনেক ধরনের শব্দের মধ্যে অস্থিরতায়ও ভুগতে পারেন তিনি।

তাহলে কি নয়েজ ক্যান্সেলিং হেডফোন বাদ দেওয়া উচিত

নয়েজ ক্যান্সেলিং হেডফোনের উদ্ভাবন হয়েছিল মানুষের প্রয়োজন থেকেই। আর এ নিয়ে এখনো পর্যাপ্ত গবেষণা হয়নি, যা থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে এটি এপিডির জন্য দায়ী। অর্থাৎ এটি পর্যবেক্ষণ কালীন একটা ধারণামাত্র। তবে যেকোনো ধরনের হেডফোনই কিন্তু একটানা বা অতিরিক্ত সময়ের জন্য ব্যবহার করা খারাপ। একই কথা প্রযোজ্য নয়েজ ক্যান্সেলিং হেডফোনের ক্ষেত্রেও। যেকোনো হেডফোন পরিমিত সময়ের জন্য ব্যবহার করলে কান কিংবা স্নায়ুতন্ত্র কোনোটিরই ক্ষতি হবে না বলে বিশ্বাস করেন গবেষকেরা।

অন্তঃসত্ত্বা নারীর যত্নে যা করবেন

চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ

অন্তঃসত্ত্বা নারীদের রোজা রাখার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। বিশেষত, যদি তাঁদের কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা থাকে যেমন উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস বা গর্ভাবস্থায় কোনো জটিলতা। এসব ক্ষেত্রে রোজা রাখায় বিধিনিষেধ থাকতে পারে।

সঠিক পুষ্টি গ্রহণ

অন্তঃসত্ত্বা নারীর জন্য সঠিক পুষ্টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত রমজান মাসে। শক্তিদায়ক ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া উচিত, যেমন ডিম, দই, বাদাম, সবজি এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার। ইফতারে ফ্যাট, প্রোটিন এবং শর্করাসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া উচিত, যেমন স্যুপ, সালাদ, মাংস, ভাত ও ফল। এ ছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা দরকার। কারণ, রোজার সময় জল শূন্যতা থেকে শরীর দুর্বল হতে পারে। ইফতার দুই সময়ে জল ও শরবত পান করা উচিত।

পর্যাপ্ত বিশ্রাম

অন্তঃসত্ত্বা নারীরা রোজা রাখলে ক্লান্তি অনুভব করতে পারেন, বিশেষত দিনের বেলা। তাই তাঁদের পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া উচিত। রাতে পর্যাপ্ত ঘুমানো ও দিনে কিছু সময় বিশ্রাম নেওয়া শরীরের শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করবে। একটানা বেশি সময় না জেগে, শরীরের জন্য নিয়মিত বিশ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ

রোজা রাখলে শারীরিক অবস্থা খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। যদি শরীরে কোনো অস্বস্তি বা দুর্বলতা, মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব বা মাথা ঘোরা অনুভূত হয়, তবে উচিত রোজা ভেঙে বিশ্রাম নেওয়া এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।

মানসিক চাপ থেকে মুক্তি

অন্তঃসত্ত্বা নারীদের মানসিক চাপে হরমোনাল পরিবর্তন হতে পারে, যা গর্ভাবস্থার জন্য অস্বাস্থ্যকর হতে পারে। তাই তাঁদের উচিত মানসিক শান্তি বজায় রাখা ও চাপমুক্ত থাকা।

পর্যাপ্ত জল পান

পর্যাপ্ত জল পান করা অত্যন্ত জরুরি। ইফতারে পর্যাপ্ত জল পান করা উচিত যাতে শরীর আর্দ্র থাকে এবং শরীরের সঠিক কার্যক্রম বজায় থাকে। জল ও শরবত গ্রহণ করলে শরীর সতেজ থাকে এবং ত্বকও ভালো থাকে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

অন্তঃসত্ত্বা নারীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের উচিত, নিয়মিত গাইনো কোলজিস্ট বা চিকিৎসকের কাছে গিয়ে গর্ভস্থ শিশুর অবস্থান এবং মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো যাতে যেকোনো ধরনের ঝুঁকি এড়িয়ে চলা যায়।

যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে ইউক্রেনের কর্মকর্তাদের বৈঠক

যুদ্ধ বন্ধে সৌদি আরবের জেদ্দায় বৈঠকে বসেছেন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের কর্মকর্তারা। জেদ্দার এ বৈঠকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মাইক ওলাল্টজের সঙ্গে ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রি সিবিগা এবং প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ের চিফ অব স্টাফ আন্দ্রে ইয়েরমাক অংশ নিচ্ছেন। তবে বৈঠকে রাশিয়ার কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত থাকছেন না। এ বৈঠকে ইউক্রেনের পক্ষ থেকে আংশিক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা তোলা হতে পারে। এ প্রস্তাবে আকাশ ও নৌপথে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধবিরতির বিষয়টি থাকছে বলে ইউক্রেনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এ বৈঠকের আগে গত সোমবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সৌদি আরব সফর করেন এবং যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে বৈঠক করেন। গতকাল মঙ্গলবার তাঁর প্রতিনিধিদের সঙ্গে মার্কিন কর্মকর্তাদের বৈঠক ফলপ্রসূ হবে বলে আশা করছেন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনকে যুদ্ধ বন্ধে চাপ দিচ্ছেন। সম্প্রতি হোয়াইট হাউসে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে তাঁর বাগ্‌বিতণ্ডার পর কিয়েভকে সামরিক ও গোয়েন্দা সহায়তা বন্ধ করে দিয়েছেন। হোয়াইট হাউসে জেলেনস্কির ওই বৈঠকের পর প্রথমবার ইউক্রেনের কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বসছেন। এর আগে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সৌদি আরবের রিয়াদে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র বৈঠক করেছিল। ওই বৈঠক সফল বলে দুই পক্ষই দাবি করে। আজকের বৈঠকের পর ইউক্রেন কর্তৃপক্ষ সামরিক ও গোয়েন্দা সহায়তা আবার চালুর আশা করছে। আলোচনা শুরুর আগে ইয়েরমাক সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'শান্তি অর্জনের জন্য আমরা সবকিছু করতে প্রস্তুত। হোয়াইট হাউসের বৈঠকের পর ট্রাম্পের চাপে খনিজ চুক্তিতে স্বাক্ষর না করেই হোয়াইট হাউস ত্যাগ করেন জেলেনস্কি। তবে তিনি এখন বলছেন, ওই চুক্তিতে তিনি সই করতে ইচ্ছুক। তবে মার্কিন পররাষ্টমন্ত্রী রুবিও বলেন, জেদ্দার আলোচনায় খনিজ চুক্তির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নয়। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের পথ খুঁজে বের করতেই এ আলোচনা। এদিকে, এ বৈঠকের আগে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় বড় ধরনের ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। দেশটির কর্মকর্তা বলছেন, যুদ্ধবিরতির জন্য রুশ প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে চাপ দিতেই এ হামলা।

লিবারেল পার্টির নবনির্বাচিত দলীয় প্রধান মার্ক কার্নিকে অভিনন্দন জানান

কানাডার ক্ষমতাসীন লিবারেল পার্টির নেতা হিসেবে জয়ী মার্ক কার্নি বলেছেন, তিনি শিগগিরই দেশটির প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর কাছ থেকে ক্ষমতা বুঝে নেবেন। গতকাল সোমবার অটোয়ায় ট্রুডো ও লিবাবের ককাসের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি বলেন, ক্ষমতা হস্তান্তর নির্বিঘ্ন ও দ্রুত হবে। কানাডায় গত রোববার সদস্যদের ভোটে লিবারেল পার্টির নতুন নেতা বাছাই হয়। এতে মার্ক কার্নি ১ লাখ ৩১ হাজার ৬৭৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। ভোটে জয়ী হওয়ার এক দিন পর কার্নি বলেন, তিনি এবং ট্রুডো দেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের বিষয়ও রয়েছে। কার্নি বলেন, এখন কানাডার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সময়। এর আগে নির্বাচনে জয়ী হয়ে সমর্থকদের উদ্দেশে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার আত্মবিশ্বাস দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমেরিকানদের কোনো ভুল করা উচিত নয়, হকির মতো বাণিজ্যেও কানাডা জিতবে।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রের বরাত দিয়ে কানাডিয়ান সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, ট্রুডোর কাছ থেকে এ সপ্তাহের শেষের দিকে ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারেন কার্নি। তবে নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করা হয়নি। তবে কার্নি যখনই সরকার গঠন করুন না কেন, তিনি হয়তো বেশি দিন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না। কানাডায় আগামী অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। তবে এর আগে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আগাম ভোটও দেখা যেতে পারে। বর্তমান জনমত জরিপে বিরোধী রক্ষণশীলেরা সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে। ব্যাংক অব কানাডা ও ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের প্রাক্তন গভর্নর কার্নির জন্য সাধারণ নির্বাচন একটি বড় পরীক্ষা হবে। কারণ, তিনি আগে কখনো সংসদে দায়িত্ব পালন করেননি বা কোনো নির্বাচিত সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হননি।

'প্রশাসন 'খুব বড়' পদক্ষেপ নিতে চলেছে'

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তাঁর প্রশাসন 'খুব বড়' পদক্ষেপ নিতে চলেছে এবং স্বীকার করেছেন, এর ফলে দেশে 'ক্রান্তিকালীন সময়' বা 'বিশৃঙ্খলা' পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। তবে কী মন্দার পথে হাঁটছে যুক্তরাষ্ট্র? ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ প্রশ্নই করা হয়েছিল ট্রাম্পকে। জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'আমি এমন আগাম কথা ঘৃণা করি।' গত সপ্তাহান্তে ট্রাম্পের সাক্ষাৎকারটি সম্প্রচার করা হয়।

কয়েক সপ্তাহ ধরে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে সম্ভাব্য ভয়াবহ অবনমন নিয়ে অনেকের মধ্যে আশঙ্কা বেড়ে গেছে। ট্রাম্পের ওই মন্তব্যের পর গতকাল সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজার বড় ধরনের পতন দেখেছে। ট্রাম্প যেভাবে একের পর এক দেশ ও পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ করছেন, তাতে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ওপর কী প্রভাব পড়তে চলেছে, তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। কিন্তু এখনই মন্দার আশঙ্কা করা কি ঠিক হবে?

সিএনএন যুক্তরাষ্ট্রে মন্দার ইতিহাস এবং দেশটির বর্তমান অর্থনীতির চিত্র তুলে ধরে মন্দার আশঙ্কা কতটা যৌক্তিক, তা তুলে ধরেছে।মন্দা কী যুক্তরাষ্ট্রে প্রথাগতভাবে মন্দা বলতে বোঝায়, 'দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাওয়া, পুরো অর্থনীতিতে এ ধারা ছড়িয়ে পড়া এবং বেশ কয়েক মাস বা বছর ধরে ওই পরিস্থিতি বিরাজ করা।' যুক্তরাষ্ট্রে যখন মন্দার আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন ন্যাশনাল ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটি একটি বেসরকারি অলাভজনক সংস্থা। সংস্থাটির 'বিজনেস সাইকেল ডেটিং কমিটি' ব্যবসার নানা গতিপথ ও পরিসংখ্যান তুলে ধরে। এই কমিটি তিনটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে মন্দার হিসাব করে। সেগুলো হলো গভীরতা, বিস্তার এবং সময়। মাঝেমধ্যে দেখা যায়, বিজনেস সাইকেল ডেটিং কমিটির কর্মকর্তারা মন্দার পূর্বাভাস দেওয়ার আগেই যুক্তরাষ্ট্রে মন্দা শুরু হয়ে যায়। এ বিষয়ে ইওয়াই-পার্থেননের প্রধান অর্থনীতিবিদ গ্রেগরি ড্যাকো সোমবার সিএনএনকে বলেছেন, 'সংজ্ঞার বেলায় আমাদের খুবই সতর্ক থাকতে হবে। জিডিপিতে সংকোচন নানা কারণে হতে পারে। যেমন এমনটা হতে পারে বছরের প্রথম একচতুর্থাংশে, এমন একটি পরিবেশ থেকে যেখানে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।'যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি নিয়ে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব আটলান্টা যে হিসাব দিয়েছে, তাতে এ বছরের প্রথম একচতুর্থাংশে জিডিপির সংকোচন হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে ২০২২ সালের পর এই প্রথম বছরের একচতুর্থাংশে যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি সংকুচিত হবে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য আমদানি অনেক বেড়ে গেছে এবং গত কয়েক মাসে বাণিজ্যঘাটতিও বেড়েছে। এর কারণ, ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কারোপ। ট্রাম্প আরও শুল্ক আরোপ করতে পারেন, এই আশঙ্কা থেকে ব্যবসায়ীরা পণ্য আমদানি বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং ক্রেতারা আগাম পণ্য কিনে রাখতে ছুটছেন।

পুরবাসীকে বাড়ি থেকে সংগৃহীত বর্জ্য - র জন্য টাকা গুনতে হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ মার্চঃ উলুবেড়িয়া শহরের পুরবাসীকে বাড়ি থেকে সংগৃহীত বর্জ্য অপসারণের জন্য টাকা গুনতে হচ্ছে। বাড়ির কর থেকে ময়লা ফেলার কর বেশি। এই প্রসঙ্গে উলুবেড়িয়া পৌরসভার কর্তৃপক্ষ জানালেন, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, প্রতিটি বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহের জন্য প্রতিটি পরিবারকে ত্রিরিশ টাকা কর জমা দিতে হবে পুরসভায়। এই বছর থেকেই এই টাকা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিরোধী দলের নেতা - নেত্রী ও নাগরিকরা প্রশ্ন তুলেছেন, বাড়ি থেকে কর (হোল্ডিং ট্যাক্স) নেওয়ার পরেও কেন পরিষেবা বাবদ আলাদা করে টাকা দিতে হবে ? এই প্রসঙ্গে উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় দাস বলেন, জাতীয় পরিবেশ আদালত ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশে নির্মল পরিবেশ ও নাগরিক পরিষেবা আরও উন্নত মানের পৌঁছে দিতে এই পদক্ষেপ গ্রহহণ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ এর জন্য পুরসভার সদস্য - সদস্যাদের নিয়ে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে । পুরসভার দেওয়া সবুজ বালতিতে পচনশীল এবং নীল বালতিতে অপচনশীল বর্জ্য জমিয়ে রাখেন পুরবাসীর পরিবারবর্গ। পুরসভার সাফাই কর্মীরা (নির্মল বন্ধু) বাড়ি বাড়ি থেকে তা সংগ্রহ করে থাকেন। গত কয়েক বছর এইভাবেই চলছিল। তখন এর জন্য কোনো টাকা পুরবাসীকে গুনতে হত না।পুরসভা সূত্রে জানা যায়, উলুবেড়িয়া শহরে প্রায় পাঁচাত্তর হাজার পরিবার ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আছে।

Name Change

I, SK GOLAM MUSTAFA Father of No-14871332L-NK/ MT-SK INJAMAM UJ JAMAN Resident of Vill & PO-Sasati, P.S.-Shyampur, Dist.-Howrah, Pin-711312 WEST BENGAL, India changed my name to SEKH GOLAM MOSTAFA Notary Public at Uluberia, Howrah.

নাম পরিবর্তন

আমি Raju Mondal পিতা Late Selim Mondal ঠিকানা Vill+P.o - Ghatbaor, P.s - Bongaon, District - 24 Pgs (N), Pin-743235, West Bengal India Ld. Additional Chief Judicial Magistrate (First Class) at Bongaon, North 24 Parganas Dated 16-12-2024 এর Affidavit no 9712 দ্বারা যে আমার মৃত পিতা যিনি আগে পরিচিত ছিলেন নাম Salim Mondal এখন থেকে Selim Mondal নামে পরিচিত হলেন। আমার মৃত পিতা Salim Mondal ও Selim Mondal একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Asmatara Mandal (পুরাতন নাম) পিতা Khejmat Mondal ঠিকানা Kanibamani, Duttapulia, Ranaghat-II, District - Nadia, Pin - 741504 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 11-03-2025 এর Affidavit no 30/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Achhmatara Khatun (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Achhmatara Khatun (নতুন নাম) ও Asmatara Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I,Dipak Kumar Paul (Old Name) son of Late Sital Chandra Paul, residing at 148,Sodepur Second Lane,PO & PS-Haridevpur,Pin- 700082, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Dipak Paul (New Name) as declared before the The Notary Public at Kolkata, dated 11/03/2025. Dipak Kumar Paul and Dipak Paul both are same and one identical person.

Name Change

I, SANGITA SIKDAR alias SMT. SANGITA GHOSH (old name) W/O SWAPAN GHOSH resident of Vill.-Bishnupur, P.O.-East Bishnupur, P.S.-Gaighata, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743273 WEST BENGAL, India, I have changed my name and shall henceforth be known as SANGITA GHOSH SIKDER, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class A.C.J.M at Bongaon on 15/07/2024. SANGITA SIKDAR, SMT. SANGITA GHOSH and SANGITA GHOSH SIKDER are self- same and one identical person and having no difference.

Name Change

I, GOLAM NUR NABI (Old Name) S/O RAFIKUL ALAM CHOWDHURY Residing at Kamlabari, P.O.-Mirual, P.S.-Raiganj, District - Uttar Dinajpur, Pin - 733130, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as GOLAMNUR NABI CHOWDHURY (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Raiganj Uttar Dinajpur vide affidavit no 67 Dated 30-12-2024. GOLAM NUR NABI (Old Name) and GOLAMNUR NABI CHOWDHURY (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, SEIKH ADBDUL WAHED (Old Name) S/O SK GANABDI Residing at Vill & P.O.-Barbasudevpur, P.S.-Sutahata, District - East Medinipur, Pin - 721645 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as AHED SEKH (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Haldia vide affidavit Dated 24-12-2024. SEIKH ADBDUL WAHED (Old Name) and AHED SEKH (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I,SANJAY KUMAR CHAUDHURY AND SANJAY CHOUDHARY,SON OF LATE SHYAM SUNDAR CHAUDHARY, RESIDING AT 54/10 DEBNDRA CHANDRA DEY ROAD, K M C, KOLKATA -700015,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJAY KUMAR CHAUDHARY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/03/2025.THAT SANJAY KUMAR CHAUDHURY AND SANJAY CHOUDHARY ALSO SANJAY KUMAR CHAUDHARY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MADHUMITA DAS,W/O RAJESH GAIN,R/O DAYABARI,VTC: DAYABARI, PO-DAYABARI, SUB DISTRICT-RANAGHAT-II,DIST-NADIA, 741256,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MADHUMITA DAS GAIN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/03/2025,THAT MADHUMITA DAS AND MADHUMITA DAS GAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Sunil Sikaria (Old Name) son of Kashi Prosad Sikaria, residing at Amardeep, Flat No.-5A, 1 Sarat Bose Road, Kolkata- 700020, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sunil Kumar Sikaria (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 10/03/2025. Sunil Kumar Sikaria (New Name) and Sunil Sikaria (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Dilip Kundu (Old Name) son of Nani Gopal Kundu, residing at Asharu, North 24 Pargnas, Pin-743251, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Dilip Kumar Kundu (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 07/03/2025. Dilip Kumar Kundu (New Name) and Dilip Kundu (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Raghunath Mukhopadhyay (Old Name) son of Nitya Gopal Mukherjee, residing at Jelepara,Near Loharpool , P.O.- Makhla,P.S.-Uttarpara,Hooghly, Pin- 712245, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Raghunath Mukherjee (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 11/03/2025. Raghunath Mukherjee (New Name) and Raghunath Mukhopadhyay (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Rita Mukhopadhyay (Old Name) Wife of Raghunath mukherjee, residing at Jelepara,Near Loharpool , P.O.- Makhla,P.S.-Uttarpara,Hooghly, Pin- 712245, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Rita Mukherjee (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 11/03/2025. Rita Mukherjee (New Name) and Rita Mukhopadhyay (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Pradip Kumar Mallick S/o Nityananda Mallik Residing at Bagjola, P.o - Kolsur, Baduria, District - North 24 Parganas, Pin - 743438 West Bengal India shall henceforth be known as Pradip Mallik. I declare that Pradip Kumar Mallick and Pradip Mallik is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-03-2025.

Name Change

I, SEIKH ADBDUL WAHED (Old Name) S/O SK GANABDI Residing at Vill & P.O.-Barbasudevpur, P.S.-Sutahata, District - East Medinipur, Pin - 721645 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as AHED SEKH (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Haldia vide affidavit Dated 24-12-2024. SEIKH ADBDUL WAHED (Old Name) and AHED SEKH (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, GOLAM NUR NABI (Old Name) S/O RAFIKUL ALAM CHOWDHURY Residing at Kamlabari, P.O.-Mirual, P.S.-Raiganj, District - Uttar Dinajpur, Pin - 733130, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as GOLAMNUR NABI CHOWDHURY (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Raiganj Uttar Dinajpur vide affidavit no 67 Dated 30-12-2024. GOLAM NUR NABI (Old Name) and GOLAMNUR NABI CHOWDHURY (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Pradip Kumar Mallick S/o Nityananda Mallik Residing at Bagjola, P.o - Kolsur, Baduria, District - North 24 Parganas, Pin - 743438 West Bengal India shall henceforth be known as Pradip Mallik. I declare that Pradip Kumar Mallick and Pradip Mallik is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-03-2025.

Name Change

I, Ankit Kumar Jaiswal S/o Arun Kumar Jaiswal Residing at 5th Floor, Flat -5G, 293 Gourinath Shastri Sarani, P.o - Bangur Avenue, P.s - Nager Bazar, District - North 24 Parganas, Pin- 700055 West Bengal India shall henceforth be known as Ankit Jaiswal. I declare that Ankit Kumar Jaiswal and Ankit Jaiswal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, at Kolkata on 10-03-2025.

Name Change

I, Mira Devi alias Mira Singh (Old Name) W/o Abhay Singh Residing at H No. 2/18, Masoi, P.s - Shahabganj, District- Chandauli, Pin- 232118 have Changed my name and shall henceforth be Meera (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore, vide affidavit no 4375 Dated 06-03-2025. Mira Devi, Mira Singh (Old Name) and Meera (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I,SHASHI CHAUDHURY AND SHASHI CHOUDHARY,WIFE OF SANJAY KUMAR CHAUDHARY,RESIDING AT 54/10 DEBNDRA CHANDRA DEY ROAD, K M C, KOLKATA -700015,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHASHI CHAUDHARY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/03/2025.THAT SHASHI CHAUDHURY AND SHASHI CHOUDHARY ALSO SHASHI CHAUDHARY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON PERSON.

Name Change

I MADHUMITA DAS,W/O RAJESH GAIN, R/O DAYABARI, VTC: DAYABARI, PO-DAYABARI,SUB DISTRICT-RANAGHAT-II,DIST-NADIA, 741256,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MADHUMITA DAS GAIN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/03/2025,THAT MADHUMITA DAS AND MADHUMITA DAS GAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,SK ABDUL GONI(OLD NAME) S/O LATE GOLAM RASUL MONDAL,RESIDING AT MAJHER PARA GHUNI,PO-HATIARA,PS-ECO PARK,DIST-NORTH 24 PARGANAS,PIN-700157,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ABDUL GANI(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11//03/2025. THAT SK ABDUL GONI (OLD NAME) AND SK ABDUL GANI (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I , Moktar Ali SK @ SK Muktar Ali @ Moktar Ali Sekh S/O- Allarakha Seikh resident of Vill- Tatarpur, P.O.- Memari, P.S.-Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, have changed my name and shall henceforth be known as 'MOKTAR ALI SEIKH' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 11/03/2025. That Moktar Ali SK , SK Muktar Ali , Moktar Ali Sekh and Moktar Ali Seikh all are same and one identical person.

Name Change

I NARENDRA PATEL,S/O VISHRAM NANJEE PATEL,R/O 396/1,N.S.C BOSE ROAD,RATHTALA,PO-NAKTALA, KOLKATA-700047, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NARENDRA KUMAR PATEL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/03/2025,THAT NARENDRA PATEL AND NARENDRA KUMAR PATEL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,BISHRAM PATEL AND VISHRAM PATEL,S/O NANJEE PATEL,R/O 396/1,N.S.C BOSE ROAD,RATHTALA, PO-NAKTALA, KOLKATA-700047, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VISHRAM NANJEE PATEL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/03/2025, THAT BISHRAM PATEL AND VISHRAM PATEL ALSO VISHRAM NANJEE PATEL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,HATIM M RANGWALA (OLD NAME), S/O MUSTAFA SAIFUDDIN RANGWALA, R/O 16/1F EAST TOPSIA ROAD,7B/1 AL ANWAR APARTMENTS, KOLKATAPIN:700046, WEST BENGAL, INDIA,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HATIM RANGWALA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/03/2025.THAT HATIM M RANGWALA AND HATIM RANGWALA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,TAPAN KR DAS(OLD NAME),S/O KANAI LAL DAS, RESIDING AT SOUTH SHANPUR JELEPARA, HOWRAH-711105, WEST BENGAL,INDIA,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAPAN DAS(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT NO 43 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/03/2025.THAT TAPAN KR DAS AND TAPAN DAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,Serajul Sk, Sirajul Islam (Old name) S/o-Emani Sk,resident at, Vill-Nutan Hasanpur, Po-Hasnpur, Ps-Murshidabad, Dist-Murshidabad, 742302, West Bengal, I have changed my name to Sirajul Sk (New name) I shall be known as Sirajul Sk vide affidavit before the Notary at Berhampore on 10/03/2025 Sirajul Sk and Serajul Sk, Sirajul Islam same and one identical person.

Name Change

I,Tuhin (Old name) S/o-Sirajul Sk,resident at, Vill-Nutan Hasanpur, Po-Hasnpur,Ps & Dist--Murshidabad, 742302, West Bengal, I have changed my name to Tuhin Sk (New name) I shall be known as Tuhin Sk vide affidavit before the Notary at Berhampore on 10/03/2025 Tuhin Sk and Tuhin same and one identical person.

Name Change

I,Mannan (Old name) S/o-Jabed, residingat, Vill & Po-Jagannathpur,Ps-Harishchandrapur, Dist-Malda,732125,West Bengal, I have changed my name to Abdul Mannan (New name) I shall be known as Abdul Mannan vide affidavit before the Notary at Chanchal on 20/02/2025 Abdul Mannan and Mannan same and one identical person.

Name Change

I,Nurul Islam (Old name) W/o-Rausan bibi, Resident at, Vill & Po-Bakharpur, Ps-Kaliachak, Dist-Malda,732206, West Bengal, I have changed my name to Md Nurul Islam (New name) I shall be known as Md Nurul Islam vide affidavit before the Notary at Berhampore on 20/02/2025 Md Nurul Islam and Nurul Islam same and one identical person.

এ আই রেলওয়ে হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে পশ্চিম রেলওয়ের দলকে হারিয়ে ফাইনালে

গোরক্ষপুর, ১১ মার্চ ঃ উদয়পুরে ৮ থেকে ১১ মার্চ ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৭তম অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে হ্যান্ডবল পুরুষ ও মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপের পুরুষ বিভাগের সেমিফাইনাল ম্যাচে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের হ্যান্ডবল দল পশ্চিম রেলওয়ের দলকে ১৭-৭ ব্যবধানে পরাজিত করে ফাইনালে প্রবেশ করে। এর আগে, ৯ মার্চ, ২০২৫ তারিখে, মহিলা বিভাগের সেমিফাইনাল ম্যাচে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের মহিলা হ্যান্ডবল দল একটি কঠিন ম্যাচে সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়েকে ২৩-২০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করে। গত ৯ বছর ধরে টানা, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের মহিলা এবং পুরুষ হ্যান্ডবল দল ফাইনালে প্রবেশের গৌরব অর্জন করেছে। এছাড়াও, রোহতকে অনুষ্ঠিত সিনিয়র ফেডারেশন কাপে, নর্থইস্ট রেলওয়ের আন্তর্জাতিক কুস্তিগীর বীরেশ কুণ্ডু ১৩০ কেজি গ্রিকো-রোমান ওজন বিভাগে স্বর্ণপদক জিতে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জন্য গৌরব বয়ে এনেছেন। নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক খেলোয়াড়দের জন্য আধুনিক সম্পদ এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার ফলে, উত্তর পূর্ব রেলওয়ের খেলোয়াড়রা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রমাগত তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করে চলেছে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের পুরুষ ও মহিলা হ্যান্ডবল দল এবং কুস্তি খেলোয়াড় বীরেশ কুণ্ডুর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী সৌম্য মাথুর, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার শ্রী দীনেশ কুমার সিং, প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তানির্মাণ ও চেয়ারম্যান শ্রী অভয় কুমার গুপ্ত, সহ-সভাপতি শ্রী সুনীল কুমার গুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক শ্রী পঙ্কজ কুমার সিং, হ্যান্ডবলসচিব শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র সিং এবং সহকারী ক্রীড়া কর্মকর্তা চন্দ্র বিজয় সিং হ্যান্ডবলকোচ শ্রী অরবিন্দ কুমার যাদব, খেলোয়াড় এবং সহায়ক কর্মীদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ভারতীয় অনুচিন্তন সমতার চেয়ে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সুসম্পর্কে বেশি মনোযোগীঃ বালমুকুন্দ

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ ভারতীয় অনুচিন্তন নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার চেয়ে.তাঁদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের ওপরই বেশি জোর দেয়। এই মন্তব্য করেছেন অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার জাতীয় সাংগঠনিক সচিব ডঃ বালমুকুন্দ পান্ডে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ ক্যাম্পাসে আয়োজিত ভারতীয় চিন্তনে নারী শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ডঃ বালমুকুন্দ। এই সেমিনারটি ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার (দিল্লি প্রান্ত) মহিলা ইউনিটের ইতিহাসবিদ পরিষদ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু অধ্যয়ন কেন্দ্র, রামানুজন মহাবিদ্যালয়, ও ভারতীয় দার্শনিক অনুসন্ধান পরিষদের যৌথ পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজন করা হয়েছিল। অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা হল ইতিহাসের ক্ষেত্রে কাজ করা রাষ্ট্রীয় স্বযংসেবক সংঘের একটি সহযোগী সংস্থা। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার মহিলা ইতিহাসবিদ পরিষদের প্রধান এবং ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ডঃ সুস্মিতা পান্ডে। তিনি বলেন, এখন ভারতীয়.দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের ভূমিকা মূল্যাযন ও ইতিহাস অধ্যযনের প্রয়োজন। রামানুজন কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডঃ রসাল সিং বলেন, পশ্চিমী দেশগুলির তুলনায় ভারতীয় সমাজ নারীদের বেশি অধিকার এবং স্বায়ত্তশাসন দিয়েছে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালযের ডিন অধ্যাপক ডঃ বলরাম পানি তাঁর ভাষণে ভারতীযত্বে নারীর মহ রূপের উপর জোর দেন। জাতীয়.সেমিনারে দিনব্যাপী আটটি কারিগরি অধিবেশনে প্রায.৮০টি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হয। এরপর সমাপনী অধিবেশনের আযোজন করা হয। এই একদিনের জাতীয. সেমিনারে সারা দেশ থেকে শিক্ষক, গবেষক এবং শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রাক্তন মেযর এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালযের অধ্যাপক ডঃ রজনী আব্বি নারী অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার গুরুত্বের উপর জোর দেন এবং বলেন, সমসামযিক বিষযগুলিতে এই ধরনের ইতিবাচকতা নিযে.কাজ করা সমযের দাবি।

অবৈধ ভাবে রমরমিয়ে চলছে নিউ মেরিনা নার্সিং হোম

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১১ মার্চ ঃ নেই পরিকাঠামো, নেই এনওসি, নেই বৈধ প্রমান পত্র, অবৈধ ভাবে রমরমিয়ে চলছে নিউ মেরিনা নার্সিং হোম ও ডাইগোনিস্ট সেন্টার, স্বাস্থ্য দফতর, কালনা মহকুমা শাসক, জেলা স্বাস্থ্য অধিকারীক ও কালনা পৌরসভা কে নার্সিং হোম ও ডাইগোনিস্ট সেন্টার মালিকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করলেন তারই ভাই রবিউল আলম, অবশ্যই এই অভিযোগ উড়িয়ে দেন নার্সিংহোমের মালিক, অন্যদিকে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করার আশ্বাস দেন কালনা পৌরসভার উপ পৌরপতি তপন পোড়েল,দুইভাই মিলে এসটিকেকে সড়কের ধারে কালনার বড় মিত্র পাড়া ১৯৯০ সাল থেকে একটি নার্সিং হোম ও ডাইগোনিস্ট সেন্টার চালাতো, এই কয়েক বছরের মধ্যে ভাই রবিউল আলম কে না জানিয়ে এক দম সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেই নতুন করে নার্সিংহোম ও ডায়োগনস্টিক সেন্টার চালাচ্ছেন তারি দাদা মেহেবুব আলম, শুধু তাইনয় এই নার্সিংহোম সম্পূর্ণ অবৈধ ভাবে চালাচ্ছেন দাদা এমনি অভিযোগ করেন, দাদার বিরুদ্ধে প্রশাসনের সর্বত জায়গায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রবিউল বাবু, ভায়ের এইসব অভিযোগে আমল দিতে চায়না মেহেবুব বাবু, তার দাবি নার্সিং হোম ও ডাইগোনিস্ট সেন্টারের সমস্ত বৈধ কাগজ আছে বলে দাবি করেন, মেহেবুব বাবুর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তদন্ত করবেন বলে আশ্বাশ দেন কালনা পৌরসভার উপ পৌরাপতি।

টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রেফতার ৭, হাসনাবাদ থানায় সাংবাদিক বৈঠক

সৌরভ দাশ,বসিরহাট,১১ মার্চ ঃ গত ৬ তারিখে হাসনাবাদ থানার নন্দনপুর এলাকায় একটি মাইক্রো ফাইনান্সের এজেন্ট এর কাছ থেকে দুপুরে ৮৫ হাজার টাকা ছিনতাই হয.। এরপরই হাসনাবাদ থানায় অভিযোগ দায়ের করে ওই ব্যক্তি। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নামে এবং প্রথমে দুজন এবং পরে আরো পাঁচ জনকে মোট সাত জনকে গ্রেফতার করে হাসনাবাদ থানার পুলিশ। এ ঘটনা নিয়ে হাসনাবাদ থানায় সাংবাদিক বৈঠক করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দুর্বার ব্যানার্জি। সঙ্গে ছিলেন হাসনাবাদের এসডিপিও ওমর আলী মোল্লা ও হাসনাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারী গোপাল বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা।

সাবর্ণ সংগ্রহশালার আন্তর্জাতিক ইতিহাস উৎসব এবারের থিম দেশ ছিল জার্মানি

সম্বুদ্ধ দত্ত ঃ বড়িশা সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের সংগ্রহশালার উদ্যোগে বড় বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক ইতিহাস উৎসব(৯.০২.২০২৫-১২.০২.২০২৫)। প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট দেশের বিষয় (থিম) নির্বচন করে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ বছরের উৎসবের থিম দেশ ছিল জার্মানি। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এবং পুরান বিশেষজ্ঞ শ্রী নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী মহাশয়। উদ্বধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিউআলিপুর কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রী জয়দেব সারেঙ্গি, অভিনেতা সৌরভ চট্টোপাধ্যায় ,ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়, নীলাদ্রি লাহিড়ী, গায়িকা অন্বেষা দত্তগুপ্ত এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন জার্মান কন্সুলেটের বিশিষ্ট প্রতিনিধি সাইমন ক্লেপি। ওই দিন বিকেলে উৎসব প্রঙ্গনে অনুষ্ঠিত হল নষ্টালজিয়া ক্যুইজ। ১০ই ফেব্রুয়ারী ছিল সেমিনার- বিষয় পশ্চিমবঙ্গের মন্দিরের শ্রেনী বিভাগ। শব্দবাজি- বাংলা শব্দের খেলা। বাংলা, বাঙালী ও বাঙালীয়ানার ইতিহাসের সফর এবং শেষে আগমনী গান। সংগীত। অনুষ্ঠানের শেষ দিন ছিল ১২ ফেব্রুয়ারি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও চুনী গোস্বামীকে নিয়ে কুমার মুখার্জীর রচনা কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান। কবিতা পাঠ করেন সুস্মিতা গোস্বামী। মুনমুন মুখার্জীর পরিচালনায় নির্বাণ পারফর্ম আর্ট গ্রুপ

সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের সদস্য গীতিকার প্রনব রায়কে স্বরণ করে বিশেষ অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন অন্তরা চৌধুরী, বাসন্তী গোস্বামী(চুনী গোস্বামীর স্ত্রী) অনির্বাণ ভট্টাচার্য, অঙ্কিত মজুমদার এবং কর্নেল সৌমিত্র রায়। বড়িশা সঞ্চারী গোষ্ঠীর সদস্যরা নিবেদন করলেন একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান। শ্রুতিনাটক পরিবেশন করলেন নীলাদ্রি লাহিড়ী ও কবিতা লাহিড়ী, সেদিনের শেষ অনুষ্ঠান ছিল, নীপবীথি ঘোষ পরিচালিত নিপবীথি মিউজিক অ্যাকাডেমির পরিবেশন করে নৃত্যনাট্য এবং গীতিআলেখ্য। উল্লেখ্য সাবর্ণ পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে মানপত্রের সঙ্গে অন্যান্য উপহার হাতে তুলে দিয়ে সম্বর্ধনা জানান হল। এ বছর সাবর্ণ সংগ্রহশালায় বিশেষ ভাবে প্রদর্শীত হল জার্মানির থেকে সংগ্রহ করা বেশ কিছু মূল্যবান বই ও সামগ্রী। জার্মানিতে তৈরি আজাদহিন্দ বাহিনীর কিছু দুস্প্রাপ্য স্মারক। অতীতের দেশ বিদেশের দেশলাই বাক্সের বিভিন্ন ধরনেন প্রচ্ছদ। যার মাধ্যেমে সেই সময়ের দেশ বিদেশের সমাজিক চিত্র উপস্থাপন করে। সংগ্রহশালায়. সব থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রদর্শিত হল গহরজান, চুনী গোস্বামী ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্য বিশেষ বিভাগ। যেখানে প্রদর্শণ করা হয়েছে গহরজানের বেশ কিছু ছবি, বহু পুরোনো রেকর্ড প্লেয়ার সহ গানের রেকর্ড এবং তার ব্যবহার সামগ্রী। একই ভাবে প্রদর্শিত হয়েছে চুনী গোস্বামীর ব্যবহৃত নানা জিনিসপত্র। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনীত বিভিন্ন ছায়া. ছবির বিশেষ বিশেষ মুহুর্তের স্থির চিত্র এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নিজের হাতে সাক্ষর করা ছবির পোষ্টার। এই পোষ্টার গুলো দেখলে মন অতীতে ফিরে যায়। সত্যি অতীতে ফিরে যেতে হয় সাবর্ণ সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত সম্পদ পরিদর্শন করে। সাবর্ণ সংগ্রহশালার সঙ্গে যুক্ত থেকে সারা বছর কাজ করে চলেছেন নিউআলিপুর কলেজ ও বেহালা কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। কলকাতার বুকে ৪ দিন ধরে চলা এমন একটি অনুষ্ঠান সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালনা করার জন্য সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের সদস্য দেবর্ষি রায়চৌধুরীর ও জয়দীপ রায়চৌধুরীকে। বিশেষ করে দেবর্ষিবাবু যে ভাবে রাজ্য এবং দেশ-বিদেশের মূল্যবান সামগ্রী সংগ্রহ করে সংগ্রহশালাটি গড়ে তুলেছেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রতি বছর এই উৎসবের আয়োজন করছেন তার জন্যে কোন প্রশংসাই দেবর্ষি রায়চৌধুরীর জন্যে যথেষ্ট নয়।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের মাধ্যমে সমুদ্রগড়ে বিকশিত হচ্ছে নতুন জ্যাম জেলি শিল্প

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১১ মার্চঃ পূর্বস্থলী ১ ব্লকের সমুদ্রগড় পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নিমতলা কিষাণ মান্ডিতে সম্প্রতি একটি ফ্রুট প্রসেসিং ইউনিট চালু হয়েছে, যা স্থানীয়.জনগণের জন্য একটি বড় সুখবর নিয়ে এসেছে। এই ইউনিটে বিভিন্ন ধরনের জ্যাম ও জেলি তৈরি হচ্ছে, যা বাজারে বিক্রি করার পাশাপাশি, স্থানীয়. অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানে নতুন দিশা দেখাতে সাহায্য করবে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই উদ্যোগে মূল ভূমিকা পালন করছেন সমুদ্রগড় মহিলা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ-এর সদস্যরা, যারা এই ইউনিটে উপাদন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে জড়িত। এখানে প্রধানত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা জ্যাম, জেলি এবং অন্যান্য ফলজাত খাবার তৈরি করছেন। দীর্ঘদিন ধরে এই মহিলারা স্থানীয় কৃষকদের কাছ থেকে তাজা ফল সংগ্রহ করে সেগুলো প্রক্রিয়াজাত করে নানা ধরনের মিষ্টি খাদ্য তৈরি করছেন, যা বর্তমানে বাজারে চাহিদা তৈরি করছে। এই সোসাইটির সদস্যরা জানান, তারা তাদের প্রতিটি পণ্যের মধ্যে স্বাদের পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর

উপাদানও নিশ্চিত করছেন। ফলে, পণ্যগুলোর জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়ে চলেছে।এই ফ্রুট প্রসেসিং ইউনিটের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষকদের উপাদিত ফলের সঠিক মূল্য পাওয়া যাচ্ছে, আর একই সঙ্গে এলাকার মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে। সোসাইটির সদস্যরা জানান, তাদের উৎপাদিত পণ্যগুলো প্রথমদিকে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা হলেও, ভবিষ্যতে তাদের লক্ষ্য এই পণ্যগুলো আরও বড় বাজারে পৌঁছে দেওয়া এবং বৃহত্তর পরিসরে বিক্রির মাধ্যমে নিজেদের উদ্যোগকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই ধরনের উদ্যোগগুলি স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, কারণ এটি একদিকে কৃষকদের জন্য উপকারিতা নিয়ে আসে, অন্যদিকে মহিলাদের আর্থিক স্বাবলম্বিতা এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির পথ খুলে দেয়। এই প্রকল্পটি মহিলাদের মধ্যে কাজের প্রতি আগ্রহ এবং দায়িত্ববোধ বাড়ানোর পাশাপাশি, তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।এই উদ্যোগটি শুধু একটি শিল্প হিসেবে নয়, বরং একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবেও স্থানীয় জনগণের মধ্যে প্রসারিত হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন এবং বিভিন্ন উন্নযন সংস্থা এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি এবং মহিলাদের ক্ষমতায়নকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করছে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক তিনি বলেন যা স্থানীয় অর্থনীতি ও মহিলাদের আর্থিক স্বাবলম্বীতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ. মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের উদ্যোগে ফ্রুট প্রসেসিং ইউনিট তৈরি হয়েছে আগামী দিনে এই ফ্রুট প্রসেসিং ইউনিটে অনেক মহিলা কাজ পাবেন স্বাবলম্বী হতে পারবেন।

সাঁতরাগাছি রেলওয়ে স্টেশনে উল্লেখযোগ্য পূনঃউন্নয়ন কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে

কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ ভারতীয় রেলওয়ের দেশব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিকে আপগ্রেড এবং আধুনিকীকরণের মহাপরিকল্পনার অংশ হিসাবে, সাঁতরাগাছি রেলওয়ে স্টেশনে উল্লেখযোগ্য স্টেশন উন্নয়ন কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের রেল নেটওয়ার্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এই প্রধান স্টেশনে কর্মক্ষম দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ট্রেন ব্যবস্থাপনা উন্নত করা। সাঁতরাগাছি রেলওয়ে স্টেশনের পুনঃউন্নয়নের পরিকল্পনা করা হয়েছিল নতুন স্টেশন ভবন নির্মাণ, সঞ্চালন এলাকার উন্নযন, কোনা এক্সপ্রেসওয়ের সাথে আইল্যান্ড প্ল্যাটফর্মের সাথে প্রয়োজনীয় যাত্রী সুবিধা এবং সড়ক যোগাযোগ, নতুন প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ, ফুট ওভার ব্রিজ, লিফট, এসকেলেটর, ট্র্যাভেলেটর এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ ইত্যাদি।বর্তমানে, নতুন স্টেশন ভবন নির্মাণ (কাঠামোগত কাজ), সিঁড়ি সহ দুটি ফুট ওভারব্রিজ, সাবওয়ে, সঞ্চালন রাস্তা, এলিভেটেড পার্কিং, শালিমার স্টেশন থেকে সাঁতরাগাছি স্টেশন পর্যন্ত জল সরবরাহ পাইপ লাইনের কাজ, গ্রেড রোড (পার্ট) নির্মাণ এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। টার্মিনাল স্টেশন হিসাবে, বেশ কয়েকটি

মেইল এক্সপ্রেস ট্রেন সাঁতরাগাছি থেকেথেকে যাত্রাসমাপ্তি করছে এবং তাই সাঁতরাগাছি স্টেশন এবং ইয়ার্ড পুনর্বিকাশ করা অপরিহার্য। এসইআর এখতিয়ারের অধীনে যাত্রী পরিবহনে এই স্টেশনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাঁতরাগাছি ইয়ার্ড চালু হওয়ার পর, নতুন সাঁতরাগাছি-সাঁতরাগাছি লিঙ্ক লাইনের সুবিধা থাকবে যা একটি দ্বিমুখী লাইন হবে যার মধ্যে সাঁতরাগাছি-আন্দুলের মধ্যে একটি ফ্লাইওভার থাকবে যা সাঁতরাগাছির ডাউন লাইনকে আন্দুল স্টেশনের ইউপি লাইনের সাথে সংযুক্ত করবে এবং তারপরে আন্দুল-সাঁতরাগাছি একটি সারফেস লাইন হবে। সাঁতরাগাছি-সাঁতরাগাছি লিঙ্ক লাইন চালু হওয়ার পর, শালিমার স্টেশনের দিকে যাওয়া ডাউন ট্রেনগুলিকে সাঁতরাগাছি ইয়ার্ডে সারফেস ক্রসিং এড়িয়ে এই লাইনে পাঠানো যাবে। ইউপি দিকে, সাঁতরাগাছি-আন্দুলের মধ্যে একটি অতিরিক্ত লাইনের সুবিধা থাকবে। তাছাড়া, বিদ্যমান মৌরিগ্রাম ফ্লাইওভার লাইনের উপর বোঝা কমবে।উপরোক্ত ছাড়াও, সাঁতরাগাছিতে ২ (দুই)টি অতিরিক্ত প্ল্যাটফর্মের সুবিধা থাকবে যা কিছু যাত্রীবাহী ট্রেন শুরু করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যা হাওড়াশালিমার স্টেশনে যানজট কমাবে। তাছাড়া, সাঁতরাগাছির পিএফ নং-২ এবং ৩-এর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে পূর্ণদৈর্ঘ্য কোচিং ট্রেনের জন্য যার ফলে ২২টি এলএইচবি কোচের পূর্ণদৈর্ঘ্য ট্রেনের জন্য ৭টি প্ল্যাটফর্ম তৈরি হবে। সাঁতরাগাছির ডিএন লুপ লাইনটি উভয় দিকের ট্র্যাফিকের জন্য একটি সাধারণ লুপ লাইনেও রূপান্তরিত হবে। উন্নয়নমূলক কাজ শেষ হওয়ার পর ট্রেন পরিষেবার সময়ানুবর্তিতা উন্নত করা এবং যাত্রীদের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করাই এর লক্ষ্য। এই আধুনিকীকরণ প্রকল্পটি কেবল স্টেশনের হ্যান্ডলিং ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে না বরং যাত্রী এবং পণ্য পরিবহনের জন্য আরও সুগম, দক্ষ রেল পরিষেবা নিশ্চিত করবে।

Office of The Ladhurka Gram Panchayat
Vill+PO-Ladhurka, PS-Hura, Dist.-Purulia, 723148, Under Hura Dev. Block

E-Tender Notice

NIeT No: WBPUR/LGP/HURA/ NIT(e)-8/24-25, Dt.-11/03/2025
Date & Time of Download/sale from **13/03/2025 10:30 am. to 22/03/2025 4.30 PM.** Date & Time of Bid submission (on-line) from **13/03/2025 10:30 A.M. to 24/03/2025 04.30PM.** Date & Time of Bid Opening (Technical Proposal): **24/03/2025 (12:00 PM).** For detail visit website **http://wbtenders.gov.in.**
Sd/- **Pradhan, Ladhurka Gram Panchayat**

কৈলাসহরে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী সহ আটক ২

কৈলাসহর, ১১ মার্চ ঃ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর থানার পুলিশের বিশেষ অভিযানে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রীসহ দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। পুলিশের অভিযানে ছিলেন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটও। কৈলাসহর থানার ওসির নেতৃত্বে সোমবার গভীর রাতে চিনিবাগান নাকা পয়েন্টে পুলিশের তৎপরতায় আটক হয় দুই যুবক। কৈলাসহর থানার ওসি সুকান্ত সেন চৌধুরী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাঁরা জানতে পারেন, কৈলাসহর এলাকার দুই যুবক টিআর-০৫-সি-৯৯৫৬ বাইকে করে শিলচর থেকে নেশা সামগ্রী নিয়ে ফিরছে। মোবাইল নম্বর ট্র্যাকিং করে তাদের অবস্থান শনাক্ত করা হয় এবং পুলিশ সাদা পোশাকে উ পেতে থেকে তাদের আটক করে। আটক হওয়া দুই যুবক সফরিকান্দি এলাকার বাসিন্দা। তাদের নাম আজিজুর রহমান ও ছাবান আলী। প্রথমে তারা বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরে জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করে যে, তাদের কাছে নেশা জাতীয় দ্রব্য রয়েছে। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তাদের তল্লাশি চালিয়ে পাঁচটি সাবানের কেইসের মধ্যে লুকানো অবস্থায় হেরোইন ও ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক কালোবাজার মূল্য প্রায় চার লক্ষ টাকা। এই ঘটনায় কৈলাসহর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ এখন তদন্ত করছে, যাতে এই নেশা কারবারের পেছনে জ.তি মূল পান্ডাদের চিহ্নিত করা যায়। আটককৃত দুই যুবককে মঙ্গলবার আদালতে সোপর্দ করা হয়।

বিক্রয় কোবালা

আমি, সেখ সামিম, পিতা সেখ সেলিম, জাতি মুসলিম, নাগরিক ভারতীয়, পেশা চাষাদী, সাং-কানাইডাঙ্গা, পোঃ-চাঁচাই, থানা ও এ ডি এস আর অফিস মেমারী, জেলা পূর্ব বর্ধমান। পিন নং-৭১৩১৫১। বিক্রেতা-১) মালা মুস্তাফি স্বামী 'অশোক মুস্তাফি ও পিতা পূর্ণেন্দু শেখর নন্দী, জাতি হিন্দু, নাগরিক ভারতীয়, পেশা গৃহস্থালী, সাং-৩ জি ব্লক A আনন্দমনী এপার্টমেন্ট জে সি রোড লালপুর, পোঃ-জি পি ও, থানা লোয়ার বাজার, জেলা রাঁচী, রাজ্য ঝাড়খন্ড। পিন নং-৮৩৪০০১ পক্ষে আমমোক্তার ও আত্ম পক্ষে স্বয়ং-২) প্রদীপ কুমার নন্দী পিতা পূর্ণেন্দু শেখর নন্দী, জাতি হিন্দু, নাগরিক ভারতীয়, পেশা অবসরপ্রাপ্ত, সাং-সেখপুর, পোঃ-পাল্লারোড, থানা ও এ ডি এস আর অফিস মেমারী, জেলা পূর্ব বর্ধমান। পিন নং-৭১৩১৫১। হাল সাং- R/O কালিংগা এপার্টমেন্ট ফ্লাট নং-২ বি রাধাগোবিন্দ স্ট্রীট থারপাকনা, পোঃ-জি পি ও। থানা লোয়ার বাজার, জেলা রাঁচী রাজ্য ঝাড়খন্ড। পিন নং-৮৩৪০০১। পাওয়ার নং-১৮৮৭, SRO রাঁচী ২০২৫ সাল। ক-তপশীল রায়ত স্থিতিবান-ইহা ১নং বিক্রেতা মালা মুস্তাফি বিক্রয় করিলেন, ১দফা-জেলা পূর্ব বর্ধমান, থানা ও এ. ডি. এস, আর অফিস মেমারী, মৌজা-শেখপুর, জে. এল, নং-৫৩, খতিয়ান নং-এল আর ১৫৫ এক শত পঞ্চান্ন। আর এস ও এল আর ৪৮৬ চার শত ছিয়াশি দাগে শালি, প্রস্তাবিত ব্যবহার শালি ১, আনায় ০১ একর ৬৫ শতক মধ্যে আমার নিজাংশ ১/৩ অংশে-৫৫ শতক। পঞ্চান্ন শতক মাত্র। খ-তপশীল রায়ত স্থিতিবান -ইহা ২নং বিক্রেতা প্রদীপ কুমার নন্দী বিক্রয় করিলেন। ১/৩ অংশে ৫৫ শতক মধ্যে অর্দ্ধেক-২৭.৫ শতক। সাতাশ দশমিক পাঁচ শতক মাত্র। ইহা খাজনার যোগ্য, সরিক নাই। ক-তপশীল- ৫৫ শতক। খ-তপশীল-২৭.৫ শতক। মোট ৮২.৫ শতক। ইহাতে কারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যকর করা হইবে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং.ঃ টিআরএস/এইচডব্লুএইচ/১০/ওটি/১৫২, তারিখঃ ১০.০৩.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরএস), পূর্ব রেলওয়ে, ইলেক্ট্রিক লোকো শেড, বামনগাছি, হাওড়া- ৭১১১০৬ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের বিবরণ ঃ** "অ্যামেন্ডমেন্ট নং. ১ তারিখ ০৪.০৪.২০১৮ বা সম্প্রতিকতম সহ আরডিএসও মোডিফিকেশন শীট নং. আরডিএসও/ ২০১৭/ইএল/এমএস/০৪৬৫ রেভ '০', ৩ ফেজ লোকোর ট্র্যাপ চেম্বার আধুনিকীকরণ"। **দরপ্রস্তাবের ধরন ঃ** সাধারণ টেন্ডার; **টেন্ডারের ধরন ঃ** ওপেন; **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ০৭.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টেয়; **টেন্ডার আপলোড করার সময় ঃ** ০৮.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ১ টা ৩৩ মিনিটে; **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৩০,৫০,৭৯৬.৪৪ টাকা; **বায়না অর্থ (টাকা) ঃ** ৬১,০০০.০০ টাকা; **প্রস্তাবের বৈধতা (দিন) ঃ** ৬০; **টেন্ডার নথির মূল্য (টাকা)ঃ** ০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন; **চুক্তির ধরন ঃ** ওয়ার্কস জেনারেল; **চুক্তির বিভাগ ঃ** এক্সপেন্ডিচার; **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ২৪.০৩.২০২৫; **দরপ্রস্তাবের র‍্যাঙ্কিং অর্ডার ঃ** সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ; **ব্যয়ের ধরন ঃ** রাজস্ব; বিশদ ই-টেন্ডার **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। আগ্রহী/যোগ্য সংস্থাকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে তাদের প্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। যদি কোনও সংশোধনী প্রকাশিত হয় তা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অর্থাৎ **www.ireps.gov.in** পাওয়া যাবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবেনা। (HWH-664/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিশ নং. ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিশ)/৬৪৯ তারিখঃ ১০.০৩.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত ইলেক্ট্রিক্যাল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪১৩; কাজের নাম ঃ** ১) অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে কাটোয়া জংশনে বুকিং অফিস, শৌচালয় এবং ওয়েটিং হলের উন্নয়ন সমেত সম্মুখভাগের উন্নয়ন এবং পর্চ ও অভ্যন্তরীণ কাজ সহ স্টেশনের মূল প্রবেশ বিল্ডিং-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরের বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। (২) ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ-এর শাখায় অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে বুকিং অফিস, শৌচালয় ও ওয়েটিং হল -এর অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের এবং সম্মুখভাগের ও পর্চের উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। ৩) ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ-এর শাখায় অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে আজিমগঞ্জ জংশনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সমেত বিদ্যমান বিল্ডিং, নতুন শৌচাগার এবং প্রবেশ ভবন, ওয়েটিং হল এবং শৌচালয় সমেত, সম্মুখভাগ, পর্চ, ওয়েটিং হল, বুকিং অফিসের অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন সহ স্টেশন বিল্ডিং গ্রাউন্ড ফ্লোরের ২য় প্রবেশ সম্পূর্ণ করার জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। ৪) ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ-এর শাখায় অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে খাগড়াঘাট মোড় স্টেশনে বিদ্যমান বিল্ডিং এর সম্মুখভাগ ও পর্চ, শৌচালয় চত্বর সম্পূর্ণ করার জন্য উন্নয়নের কাজ, বুকিং অফিসের বিদ্যমান ভবনের ওয়েটিং হল এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা ও পার্কিং এলাকার উন্নয়ন সহ অভ্যন্তরীণ কাজ-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য (টাকা) ঃ** ১,৬৭,৭০,৩৮৭.০০; **দরপ্রস্তাব জামিন (বায়না অর্থ (টাকা) ঃ** ২,৩৩,৯০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৭০ দিন; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩১.০৩.২০২৫, বিকেল ৩টেয়। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক কাজের দিনে করা হবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে টেন্ডারদাতাদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (HWH-662/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. এনআইটি/০২/২৫/১৪ তারিখঃ ১০.০৩.২০২৫। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ফেয়ারলি প্লেস, ৩য় তল, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সরবরাহ করার জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্রম. নং ও টেন্ডার নং; বিবরণ; প্রদেয় বায়না অর্থ** যথাক্রমে ঃ (১) **১৫২৫৫০১৩;** ২৫০০ কেজি ন্যূনতম ইত্যাদির শেড এবং লিফ্টিং মেকানিজম সমেত সিএমসি সারফেস হুইল লেদ-এর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি সহ সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজ; ১৮,৩১,৪৫০.০০ টাকা; **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৫-মার্চ-২০২৫, **সময় ঃ** দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট; (২) **১৫২৪৫০২৬;** ড্রপ পিট টেবিল ইত্যাদির সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনা ইত্যাদির কাজ; ৭,৫০,০০০.০০ টাকা; (৩) **১৫২৪৫০৮৪;** সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্টকরণ অনুসারে ড্রপ পিট টেবিল; ৭,৮০,০০০.০০ টাকা; ক্রম নং ২ ও ৩-এর জন্য **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৬ মার্চ ২০২৫, **সময় ঃ** দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট; (৪) **১৫২৩৫১১৫সি;** ইলেক্ট্রিক্যাল হিট ট্রিটমেন্ট ফারনেস (স্ট্রেস রিলিভিং), ক্ষমতা ৬ টন-এর সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজ; ২,৩৬,৫৪০.০০ টাকা; (৫) **১৫২৫৫০০৩এ;** কন্টিনিউয়াস অ্যাম্বিয়েন্ট এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং স্টেশনসমূহ নয়েজ মনিটরিং টার্মিনাল ইত্যাদি সমেত সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজ; ২০,০০,০০০.০০ টাকা; ক্রম. নং ৪ ও ৫- এর জন্য **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৭ মার্চ ২০২৫, **সময় ঃ** দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট; (৬) **১০২৪২০০৭এ;** ব্রেক গিয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট এবং বিশদ; ২,৯৯,৬৪০.০০টাকা; **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৮ মার্চ ২০২৫, **সময় ঃ** দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট; (৭) **১০২৪১০১৯সি;** পিনিয়ন ২৩ টিথ; ১,২৬,৭১০.০০ টাকা; (৮) **১০২৪১০৩৮;** রড এবং ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট অ্যাসেম্বলি ইত্যাদির সংযোগকারী; ১,১৭,১৯০.০০ টাকা; ক্রম. নং ৭ ও ৮ এর জন্য **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ৩১ মার্চ ২০২৫, **সময় ঃ** দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট; (৯) **১৫২৫৫০১৯;** টুলস এবং ট্যাকল ইত্যাদি সমেত ইলেকট্রিক ওভারহেড ট্র্যাভেলিং ক্রেন সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনা; ৫,১৬,০৮০.০০ টাকা; **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২ এপ্রিল ২০২৫, **সময় ঃ** দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট; (১০) **২১২৫১৩৮২;** নাকেল ইত্যাদি; ৯,০৭,৮০০.০০ টাকা; **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ৩ এপ্রিল ২০২৫, **সময় ঃ** দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট; (১১) **১০২৪২৫১৬;** "ই-৭০ ব্রেক সিস্টেম-এর" আইওএইচ শিডিউল এর কিট; ১,৮৭,২২০.০০ টাকা; **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ৫ এপ্রিল ২০২৫, **সময় ঃ** দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট; (১২) **২১২৫১৪৫৪;** পাইপ ৩২ এনবি (বিপি এবং এফপি) বিওএক্স এনএইচএল ইত্যাদি; ১,৪০,৯৭০.০০ টাকা; **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ৭ এপ্রিল ২০২৫, **সময় ঃ** দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট; **দ্রষ্টব্যঃ** উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির বিষয়ে আরও বিশদ জানতে এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (STORES-84/2024-25)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেরা প্লেয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন

চেন্নাই, ১১ মার্চঃ শেষ বার ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল ভারত। দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে অবশেষে ট্রফি। সব মিলিয়ে তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয় ভারতের। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দলও। ২০১৩ সালে যখন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল ভারত, সেই টিমে ছিলেন অলরাউন্ডার রবিচন্দ্রন অশ্বিনও। এক যুগ পর ভারতীয় দল এই টুর্নামেন্ট জেতায় উচ্ছ্বসিত অশ্বিন। তবে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়ার বেছে নেওয়ার নিয়মে একমত হতে পারেননি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালে অনবদ্য ইনিংস খেলায় ম্যাচের সেরার পুরস্কার জেতেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ার হিসেবে বেছে নেওয়া হয় নিউজিল্যান্ডের তরুণ ব্যাটার রাচিন রবীন্দ্রকে। কী বলছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন? আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তবে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে খেলবেন। অশ্বিন মনে করেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে এমন কাউকেই টুর্নামেন্টের সেরার পুরস্কার দেওয়া উচিত যে বড়রকমের ইমপ্যাক্ট ফেলেছে। তাঁর চোখে বরুণ চক্রবর্তী তেমনই একজন প্লেয়ার। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ভারতের যে স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়েছিল, তাতে ছিলেন না বরুণ চক্রবর্তী। এমনকি ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে স্কোয়াডেও না। টি-টোয়েন্টি সিরিজে পারফরম্যান্স দেখে তাঁকে ওডিআই সিরিজেও নেওয়া হয়। সেখানে মাত্র একটি ম্যাচ খেলেছিলেন। যশস্বী জয়সওয়ালকে সরিয়ে শেষ মুহূর্তে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে নেওয়া হয় বরুণ চক্রবর্তীকে। মাত্র তিন ম্যাচ খেলেই ৯ উইকেট। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ডেবিউতেই নেন ফাইফার। রবিচন্দ্রন অশ্বিন নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেন, "আমার চোখে টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ার বরুণ চক্রবর্তী। পুরো টুর্নামেন্টেও খেলার সুযোগ পায়নি। পার্থক্য গড়ে দিয়েছে বরুণই। আমার তো মনে হয়, বরুণ না থাকলে খেলাটাই অন্যরকম হয়ে যেত। ওই এক্স ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে। টুর্নামেন্টের সেরা বাছার অধিকার আমার হাতে থাকলে বরুণকেই বেছে নিতাম।"

'মাঠে অনেক কিছুই হয়, তা কাউকে আঘাত করার জন্য নয়'
হঠাৎ কেন এ কথা ক্যাপ্টেন রোহিতের মুখে!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সদ্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির খেতাব। মহেন্দ্র সিং ধোনির পর ভারতের অন্যতম সেরা অধিনায়ক! ইতিমধ্যেই ক্যাপ্টেন হিসেবে দুটো

আইসিসি ট্রফি। প্লেয়ার হিসেবে চারটি আইসিসি ট্রফি জিতেছেন রোহিত শর্মা। বিরাট-রোহিত ছাড়া আর কোনও ভারতীয় ক্রিকেটারের এই কৃতিত্ব নেই। রোহিতদের নজরে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ এবং আইসিসি ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে ভারতীয় ক্রিকেটাররা দেশেও ফিরেছেন। সামনেই ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। কয়েক দিন বিশ্রাম নিয়ে আইপিএলের প্রস্তুতিতে নেমে পড়বেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে রোহিত বলছেন, আঘাত করতে চাননি! কেন এমন কথা? রোহিত শর্মা ক্যাপ্টেন হিসেবে কেমন, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। মাঠে তিনি তরুণ ক্রিকেটারদের যেমন বকাঝকাও করেন, তেমনই সাফল্যে উচ্ছ্বাসেও ভাসেন। ব্যর্থতায় পাশে থাকেন। ম্যাচের মাঝে চাপের মুখে কেউ ভুল করলে রাগও প্রকাশ করেন। স্টাম্প মাইকে নানা কথাই ধরা পড়ে। তবে ম্যাচ শেষে সবটাই অতীত। এর মাঝেও কিছু ঘটনা আলোচনায় থেকে যায়। এবার যেমন দেখা গিয়েছে কুলদীপ যাদবকে বকছেন। থ্রোয়ের সময় উইকেটের পিছনে বল ধরার বদলে তা ছেড়ে দিয়েছেন। বিরাট কোহলি এবং রোহিতের মতো দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার যা মেনে নিতে পারেননি। কারণ, এই ভুলের জন্য ব্যাক আপ না থাকলে ওভার থ্রোয়ে বাউন্ডারিও হতে পারত। সেই ঘটনা নিয়েই মুখ খুলেছেন রোহিত শর্মা। কুলদীপের প্রসঙ্গে টেনে জিওহটস্টারে রোহিত বলেন, "আমরা দুর্দান্ত টিম। প্রত্যেকেই দায়বদ্ধ। তাদের সঙ্গে খেলার আনন্দই আলাদা। প্রত্যেকেরই কিছু ভূমিকা এবং দায়িত্ব ভাগ করা থাকে। মাঠে আবেগও থাকে। সে সময় অনেক কিছুই হয়। কথা কাটাকাটিও হয়। তবে সেটা কাউকে মানসিক ভাবে আঘাত করার উদ্দেশে নয়। আবেগের কারণেই সেটা হয়ে থাকে। সাফল্য পেতে যা প্রয়োজন মাঠে সর্বস্ব দেওয়াতেই নজর থাকে।"

দায়িত্ব নিয়েই প্রবল চাপে ঋষভ পন্থ! আইপিএলে পাবেন না সেরা অস্ত্র?

লখনউ, ১১ মার্চঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের নতুন মরসুম শুরু ২২ মার্চ। এ বারের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি কলকাতা নাইট রাইডার্স ও

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কেকেআর। উদ্বোধনী ম্যাচ এবং ফাইনালও কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। ঋষভ পন্থের নেতৃত্বাধীন লখনউ সুপার জায়ান্টস অভিযান শুরু করছে ২৪ মার্চ। পন্থের প্রাক্তন দল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধেই প্রথম ম্যাচ। যদিও আইপিএল অভিযান শুরুর আগেই চিন্তায় লখনউ ক্যাপ্টেন ঋষভ পন্থ এবং টিম ম্যানেজমেন্ট। আইপিএলের প্রথম অর্ধে পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ লখনউ সুপার জায়ান্টসের এক্সপ্রেস গতির বোলার মায়াঙ্ক যাদবকে। গত আইপিএলেই অভিষেক হয় মায়াঙ্কের। নিয়মিত ১৫০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় বোলিং করতে পারেন। আইপিএলে অভিষেক ম্যাচে সেরার পুরস্কারও জিতে নিয়েছিলেন। তবে প্রচণ্ড চোট প্রবণ। গত মরসুমে হাতে গোনা ম্যাচই খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন মায়াঙ্ক যাদব। বেঙ্গালুরুতে বিসিসিআইয়ের সেন্টার অব এক্সিলেন্স যা জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি হিসেবে পরিচিত ছিল, সেখানেই রিহ্যাব চলছে মায়াঙ্কের। গত অক্টোবরে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল মায়াঙ্কের। এরপরই ফের চোট। মায়াঙ্ক কবে ফিট হয়ে উঠতে পারবেন, এর কোনও নিশ্চয়তা নেই। আপাতত বলা যায়, তাঁকে হয়তো আইপিএলের প্রথম অর্ধেই পাওয়া যাবে না। ১১ কোটি টাকায় মায়াঙ্ককে রিটেন করেছিল লখনউ সুপার জায়ান্টস।

টেস্ট ক্রিকেটের দেড়শো বছর পূর্তির আয়োজন, প্রস্তুতি শুরু মেলবোর্নে

মেলবোর্ন, ১১ মার্চঃ ১৮৭৭ সালের ১১-১৫ মার্চ। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ক্রিকেট স্টেডিয়াম এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী থাকে। ক্রিকেটের প্রথম টেস্ট ম্যাচ আয়োজিত হয় ওইদিন। অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি ইংল্যান্ড। অজি বাহিনী ৪৫ রানে পরাজিত করে ইংরেজদের। এবার সেই ঘটনার দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচির ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ড। দু'বছর বাদে, ২০২৭ সালে (১১-১৫ মার্চ) এমসিজিতেই সামনাসামনি হবে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড। ১৮৭৭ সালের ওইদিন খেলা হয়েছিল রোদেলা দুপুরে। লাল বলে। এবার বদলে যাওয়া ক্রিকেটের সংস্কৃতিকে আয়োজন ও উদযাপনের মধ্যে চারিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। যে কারণে লালের বদলে পিঙ্ক বলে খেলা হবে। শুধুমাত্র দিন নয়, ফ্লাডলাইটের আলোয় দিন-রাতের টেস্ট উপভোগ করবেন দর্শকেরা। দিন-রাত মিলিয়ে আয়োজনের কারণ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার তরফ থেকে দর্শকদের চাহিদার কথা জানানো হয়েছে। স্কুল, কলেজ কিংবা কাজকর্ম সেরে পড়ুয়া ও কর্মীরা যাতে মাঠে ভিড় জমাতে পারেন, সেই কারণে বক্সিং ডে-র মতো ছুটির দিন বেছে দিন-রাত

টেস্টের সময় ঠিক করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। তা ছাড়া বাকি বিশ্বের দর্শকরাও বাড়ি বসে টিভির পর্দায় ম্যাচ উপভোগ করতে পারবেন পছন্দসই সময়ে। আয়োজকদের তরফে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ডের নতুন চিফ একজিকিউটিভ টড গ্রিনবার্গ বলেন, "এমসিজিতে দেড়শো বর্ষপূর্তির টেস্ট অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট আয়োজন হতে চলেছে। আলোর নীচে খেলা আসলে ক্রিকেটের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও আধুনিক জমানায় টেস্টের অগ্রগতিকে উদযাপনের সুবর্ণ সুযোগ। প্রচুর মানুষ এই আসরে মেতে উঠতে মাঠে আসবেন।"

'আমরা একেবারে প্রস্তুত আছি'
আর্কাদাগের বিরুদ্ধে নামার আগে হুঙ্কার অস্কারের

আসগাবাত, ১১ মার্চঃ এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে রিটার্ন লেগের কোয়ার্টার ফাইনাল বুধবার (১২ মার্চ) আয়োজন করা হবে। এই ম্যাচ খেলার জন্য ইতিমধ্যে তুর্কমেনিস্তানে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল এফসি। কিন্তু, বিদেশের মাটিতে পা রাখতে না রাখতেই একাধিক প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেডকে। এই পরিস্থিতিতে এফকে আর্কাদাগের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল কতটা ভাল পারফরম্যান্স করতে পারবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে ম্যাচের আগে ইস্টবেঙ্গল দলের হেড কোচ অস্কার ব্রুজোঁর গলায় একেবারে উল্টো সুর শুনতে পাওয়া গেল। তিনি বললেন, "এই মরশুমে আমরা বেশ কয়েকটা প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়েছিলাম। চোটের কারণে বেশ কয়েকবার দলের ফরমেশনও বদল করতে হয়েছে। তবে আপাতত এই দলটা খুব ভাল জায়গায় রয়েছে।" সঙ্গে তিনি আরও যোগ করেন, "আশা করছি, এই ম্যাচে দলের অধিকাংশ ফুটবলারই খেলার মতো জায়গায় রয়েছেন। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মাঠে নামার জন্য সবাই একেবারে মুখিয়ে রয়েছে।" প্রসঙ্গত, ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর তুর্কমেনিস্তানের জন্মগ্রহণ হয়। গোটা দেশের ইন্টারনেটে কড়া নজরদারি রাখা হয়। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপের মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ২০২৩ সালে ফ্রিডম হাউসের পক্ষ থেকে একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং নাগরিক স্বাধীনতার বিচারে তুর্কমেনিস্তান ১০০-র মধ্যে মাত্র ২ পেয়েছিল। গত ৫ মার্চ কলকাতার বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আর্কাদাগের বিরুদ্ধে প্রথম লেগের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে নেমেছিল ইস্টবেঙ্গল। গুরবানোভের গোলে এই ম্যাচটা আর্কাদাগ ১-০ গোলে জিতেছিল। ফিরতি লেগের ম্যাচটা আর্কাদাগ স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হয়েছিল। দুটো লেগ মিলিয়ে যে দল জয়লাভ করবে, সেমিফাইনাল পর্বে তারা কুয়েতের আল-আরবি কিংবা ওমানের আল-সাইব দলের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে। ব্রুজোঁ আরও বললেন, "বেশি কথা বলার সময় এটা নয়। আমরা সবাই পেশাদার। ওদের কী করতে হবে, সেটা সকলেই খুব ভাল করে জানেন। আমরা সেটার জন্য একেবারে প্রস্তুত আছি। এই ম্যাচটা জেতার আপ্রাণ চেষ্টা আমরা করব।" প্রসঙ্গত, ইন্ডিয়ান সুপার লিগে সুপার সিক্সের লড়াই থেকে ইস্টবেঙ্গল ইতিমধ্যে ছিটকে গিয়েছে। এর পাশাপাশি চলতি মরশুমে ইস্টবেঙ্গল আরও দুটো ট্রফি খেলেছে। গত এপ্রিল মাসে তারা সুপার কাপ জয় করেছিল। এছাড়া এশিয়ান ফুটবলের তৃতীয় ডিভিশন টুর্নামেন্ট চ্যালেঞ্জ লিগে তারা খেলছে।

ব্রুজোঁ আরও বলেন, "আগামীকাল আমাদের কাছে সেমিফাইনালে পৌঁছানোর সুযোগ রয়েছে। দুইটি তুর্কমেনিস্তানের দল ভারত সফরে এসে তাদের কাঙ্ক্ষিত ফল পেয়েছে, এখন আমাদের সুযোগ এটি প্রমাণ করার যে আমরা এখানে এসে তুর্কমেনিস্তান দলের বিরুদ্ধে জিততে পারব।" প্রতিপক্ষ আর্কাদাগের প্রসঙ্গে ব্রুজো বলেন, "আমরা প্রথম লেগের আগে এফকে আর্কাদাগ সম্পর্কে তেমন তথ্য ছিল না, কারণ তাদের মরসুম নভেম্বর মাসে শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের কাছে শুধু এফসি চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ স্টেজের কিছু তথ্য ছিল। তারা দলের কিছু পরিবর্তন করেছে, নতুন খেলোয়াড়ও এসেছে। এখন আমরা তাদের সম্পর্কে আরও বেশি তথ্য পেয়েছি। প্রথম ম্যাচের পর আমরা জানি যে এই মাঠের অবস্থা ভিন্ন, যেখানে আমরা সাধারণত আইএসএল ম্যাচ খেলি। এটি একটি শারীরিক খেলা হবে তাই গুরুত্বপূর্ণ হবে।" ক্রেসপো-ক্লেটনদের হেড স্যার ইস্টবেঙ্গলের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার অভিজ্ঞতার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, "আর্কাদাগ নতুন ক্লাব, তবে তারা গত দুটি মরসুমে তাদের দেশের ফুটবলে ভালো ফল করেছে। তাদের দলের তুলনায় আমাদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। আশা করি আমরা আগামীকাল নিজেদের প্রমাণ করতে পারব এবং ইস্টবেঙ্গলকে বিশ্বের মানচিত্রে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব।" কোচ ব্রুজো তার দলের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখছেন এবং জানান যে তারা পুরোপুরি প্রস্তুত এবং তারা এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না। সেই কারণে দলের জন্য এক বড় পরীক্ষা হতে যাচ্ছে। এই ম্যাচে জয় নিশ্চিত করার মাধ্যমে তারা ইতিহাস তৈরি করতে চায়।

ফাইনালে বিরাট কাহলিকে আউট করার পুরস্কার! নেতৃত্ব পেলেন কিউয়ি অলরাউন্ডার

ওয়েলিংটন, ১১ মার্চঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ধুন্ধুমার লড়াই শেষ। ভারতীয় ক্রিকেটাররা আপাতত কয়েকদিনের বিশ্রামে। এরপর ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ শুরু। একই ভাবে কিউয়ি প্লেয়াররা প্রস্তুতি নিচ্ছেন ঘরের মাঠে পাকিস্তান সিরিজের জন্য। পাঁচটি টি-টোয়েন্টি এবং তিনটি ওয়ান ডে রয়েছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। ক্যাপ্টেন করা হয়েছে অলরাউন্ডারকে। যিনি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালে বিরাট কোহলিকে মাত্র ১ রানেই আউট করেছিলেন। মিনি বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে নিউজিল্যান্ড। পাকিস্তানের ভেনুতে যে ম্যাচগুলো খেলেছে সেগুলি ব্যাটিং সহায়ক। সেখানে চ্যালেঞ্জও কম ছিল। দুবাইয়ে গ্রুপের ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে অনবদ্য লড়াই করেছিল কিউয়িরা। শেষ অবধি ভারতই জিতেছিল ম্যাচটি। ফাইনালেও ভালো পারফর্ম করেছে। এক ওভার বাকি থাকতে ম্যাচ জিতেছে ভারত। তবে বেশ কিছু অংশেই ভারতকে চাপে ফেলেছিল কিউয়িরা। বিশেষ করে বিরাট কোহলির আউটের মুহূর্ত। তাঁকে লেগ বিফোর করেন কিউয়ি অলরাউন্ডার মাইকেল ব্রেসওয়েল। তাঁকেই টি-টোয়েন্টিতে ক্যাপ্টেন করল নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। এতদিন সাদা বলের নেতৃত্ব দিয়েছেন মিচেল স্যান্টনার। তাঁর জায়গায় ব্রেসওয়েল টি-টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন। নিউজিল্যান্ডের যে সমস্ত প্লেয়াররা আইপিএলে রয়েছে, তাঁদের অবশ্য এই স্কোয়াডে প্রত্যাশিত ভাবেই রাখা হয়নি। তবে অনেক অভিজ্ঞ প্লেয়ারই রয়েছেন। মাইকেল ব্রেসওয়েলের নেতৃত্বে নিউজিল্যান্ড যে টিম বেছে নিয়েছে-মাইকেল ব্রেসওয়েল (ক্যাপ্টেন), ফিন অ্যালেন, মার্ক চাপম্যান, জ্যাকব ডাফি, জ্যা ফোকস, মিচ হে, ম্যাট হেনরি, কাইল জেমিসন, ড্যারেল মিচেল, জিমি নিশাম, উইল ও'রুরকি, টিম রবিনসন, বেন সিয়ার্স, টিম সিফার্ট, ঈশ সোধী।

আর্জেন্টিনার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কাঁদছে মেসির হৃদয়

বুয়েনস আইরেস, ১১ মার্চঃ লিওনেল মেসির রোজারিওর বাড়ি থেকে বাহিয়া ব্লাঙ্কার দূরত্ব মোটামুটি কম নয়। বিমানে গেলে সোয়া পাঁচ ঘণ্টার মতো লাগে, গাড়িতে গেলে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা। তা মেসির বাড়ি থেকে এত দূরের কোনো জনপদের খবর হঠাৎ বলা কেন! সেখানে যে আকস্মিক বন্যায় মারা গেছে কমপক্ষে ১৬ জন মানুষ। আর বাহিয়া ব্লাঙ্কার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সমবেদনা জানিয়ে

আবেগপ্রবণ বার্তা দিয়েছেন। আর্জেন্টিনায় মেসি যে থাকেন না, সেটা সবারই জানা। তাঁর নিজের বাড়ি রোজারিওতেই যাওয়া হয় কালেভদ্রে। তাতে কি, দেশের মানুষের জীবন যখন বিপন্ন, কাঁদছে তাঁর মন। তাই তো নিজের ইনস্টাগ্রামে মেসি লিখেছেন, 'বাহিয়া ব্লাঙ্কায় কী হচ্ছে, আমরা নিবিড়ভাবে তার খোঁজখবর রাখছি।' মেসি এরপর তাঁর ইনস্টাগ্রাম বার্তায় যোগ করেন, 'যেসব পরিবার তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছে, সেই সব পরিবারের জন্য আমার সমবেদনা রইল এবং কঠিন এই সময়ে যারা বাজে অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তারা যেন মানসিক দিক থেকে শক্ত থাকতে পারে, সেই কামনা থাকল।' বাহিয়া ব্লাঙ্কায় আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হয়েছে প্রবল বর্ষণের কারণে। আট ঘণ্টার প্রবল বর্ষণে বন্দরনগরীর বিভিন্ন স্থাপনার ব্যাপক ক্ষতিও হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এদের সবার প্রতি সমবেদনা জানাতেই সুদূর যুক্তরাষ্ট্র থেকে মেসির এমন আবেগপ্রবণ বার্তা।

তরুণ রোনাল্ডোকে ছাড়িয়ে গেলেন বুড়ো রোনাল্ডো

রিয়াধ, ১১ মার্চঃ এবার আক্ষরিক অর্থেই তরুণ ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে ছাড়িয়ে গেলেন বুড়ো রোনাল্ডো। ফুটবলে বয়স ৩০ পেরিয়ে যাওয়াকে সাধারণত ধরা হয় বুড়ো হিসেবে। এ সময় ধীরে ধীরে খেলোয়াড়দের ক্ষিপ্রতা ও তীব্রতাও কমে আসে এবং ক্যারিয়ারও শেষের দিকে বাঁক নিতে শুরু করে। কিন্তু খেলোয়াড়টি যদি রোনাল্ডো হন তবে ভিন্ন কথা। বুড়ো রোনাল্ডো যে এবার তরুণ রোনাল্ডোকেও ছাড়িয়ে

গেলেন। বয়স ত্রিশ হওয়ার আগে রোনাল্ডো করেছিলেন ৪৬৩ গোল। আর ত্রিশের পর রোনাল্ডোর গোল সংখ্যা এখন ৪৬৪। অর্থাৎ বয়স যতই বাড়ছে রোনাল্ডো যেন আরও ক্ষুরধার হচ্ছেন। তারুণ্যকে ছাড়িয়ে যাওয়া গোলটি গতকাল রাতে রোনাল্ডো করেছেন এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে। রোনাল্ডোর গোলের রাতে ইরানি ক্লাব এস্তেগলালের বিপক্ষে আল নাসর জিতেছে ৩-০ গোলে। এর ফলে দুই লেগ মিলিয়ে ৩-০ গোলে জিতে (প্রথম লেগ গোল শূন্য ড্র হয়েছিল) শেষ আটে পৌঁছে গেল আল নাসর। আল নাসরের জয়ে বাকি ২ গোল জন ডুরানের। এই ম্যাচে গোল করার মধ্য দিয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে রোনাল্ডোর গোল এখন ৬ ম্যাচে ৭টি। আর সব মিলিয়ে চলতি মরসুমে রোনাল্ডোর গোল সংখ্যা এখন ৩২ ম্যাচে ২৭টি, সঙ্গে আছে ৪টি অ্যাসিস্টও (গোলে সহায়তা)। পাশাপাশি আল নাসরের হয়ে এখন ১১০ গোলে অবদান রাখলেন রোনাল্ডো, যেখানে ১০২ ম্যাচে তিনি গোল করেছেন ৯১টি।

দিল্লিতে ঋষভের উত্তরসূরী তালিকায় দুই ভারতীয়ের নাম! বাড়ছে জল্পনা

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫ সফল সমাপ্তির পর, ভারতীয় ক্রিকেট ভক্তদের নজরে আইপিএল ২০২৫। ২২ মার্চ, ২০২৫ থেকে শুরু হচ্ছে আইপিএলের ১৮ তম সংস্করণ। যদিও অধিকাংশ দল তাদের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। দিল্লি ক্যাপিটাল্স এখনও তাদের নতুন অধিনায়ক ঘোষণা করেনি। গত মরসুমে দিল্লির দায়িত্বে ছিলেন ঋষভ পন্থ। কিন্তু মেগা নিলামে তাকে রিটেন করেনি দল। তাই ঋষভের উত্তরসূরী কে হবেন সেই নিয়ে বাড়ছে কৌতূহল। যদিও একাধিক রিপোর্ট অনুযায়ী দিল্লির অধিনায়কের দৌড়ে রয়েছেন দুই ভারতীয় ক্রিকেটার। কিন্তু অপেক্ষা শুরু সরকারি ঘোষণার। দল কার হাতে ক্যাপ্টেন্সির দায়িত্ব তুলে দেয়।

■ প্রস্তুতি ক্যাম্প এবং স্কোয়াডের সমাবেশ

দিল্লি ক্যাপিটাল্স তাদের প্রস্তুতি শুরু করবে দিল্লিতে ছোট অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। এরপর প্রথম দুটি ম্যাচ খেলার জন্য তারা যাবে হোমগ্রাউন্ড বিশাখাপত্তনমে। এই সময়ে অক্ষর প্যাটেল, কেএল রাহুল, কুলদীপ যাদব, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটার ট্রিস্টান স্টাবস, অস্ট্রেলিয়ান তারকা জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক এবং পেসার মিচেল স্টার্ক দলের সঙ্গে যোগ দেবেন ১৭ ও ১৮ মার্চ। এরই মধ্যে রাহুলের প্রথম কয়েক ম্যাচে উপস্থিতি কার্যত অনিশ্চিত। কারণ তার স্ত্রী তথা বলিউড অভিনেত্রী অথিয়া শেট্টির গর্ভবতী। আগামী মাসের মধ্যে মা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সম্ভবত রাহুলকে প্রথম দুই ম্যাচে

দলের সঙ্গে পাওয়া নাও যেতে পারে।

■ অক্ষর প্যাটেলঃ দলের পরিচিত মুখ

অক্ষর প্যাটেল দিল্লির সঙ্গে সাত মরসুম কাটিয়েছেন। বর্তমানে তাকে দলের প্রাকৃতিক অধিনায়ক হিসেবে দেখা হয়। ৩১ বছর বয়সের এই অলরাউন্ডার ১৫ আইপিএল ম্যাচে ১৬৫৩ রান করেছেন। ১২৩ উইকেট নিয়েছেন, যার ইকোনোমি রেট ৭.২৮। যদিও তিনি আইপিএলে অধিনায়কত্ব করেননি, তার দীর্ঘকালীন সম্পর্ক এবং অলরাউন্ডার হিসেবে দক্ষতা তাকে অধিনায়কত্বের জন্য শক্তিশালী প্রার্থী করে তোলে।

■ কেএল রাহুলঃ অভিজ্ঞ নেতৃত্বের অধিকারী

কেএল রাহুলের জন্য অধিনায়কত্ব নতুন কিছু নয়। তিনি এর আগে পাঞ্জাব কিংস এবং লখনউ সুপার জায়ান্টসকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার নেতৃত্বে লখনউ দুইবার প্লে-অফে পৌঁছেছিল। যদিও এক মরসুমে তিনি চোট পেয়ে কিছু সময় মাঠের বাইরে ছিলেন। তবে তার নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা দলের জন্য মূল্যবান হতে পারে। ৩৩ বছর বয়সী রাহুল আইপিএলে ১৩২ ম্যাচে ৪,৬৮৩ রান করেছেন এবং ঝুলিতে রয়েছে চারটি শতরান। ২০১৮ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত তিনি প্রতি মরসুমে ৫০০ রান পার করেছেন, ২০২৩ সালে কেবল ২৭৪ রান করার একমাত্র মরসুম বাদে।

■ বিদেশি অধিনায়ক সম্ভাবনা নেই

বর্তমানে দিল্লি ক্যাপিটালসের স্কোয়াডে বিদেশি অধিনায়ক রাখার সম্ভাবনা কম। যদিও ট্রিস্টান স্টাবস একজন সম্ভাব্য নেতা হতে পারেন। কিন্তু তিনি নিশ্চিত খেলোয়াড় নন এবং তার জন্য পুরো মরসুমে অধিনায়কত্ব দেওয়া কিছুটা কঠিন হতে পারে।

■ নতুন অধিনায়কের জন্য সময়মতো সিদ্ধান্ত

আইপিএল শুরু হতে আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। এরই মধ্যে দিল্লি ক্যাপিটাল্স শীঘ্রই তাদের নতুন অধিনায়কের নাম ঘোষণা করবে। অক্ষর প্যাটেলের দলীয় অভ্যন্তরীণ স্থিরতা এবং পরিচিতি, অথবা কেএল রাহুলের প্রমাণিত নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা যে কোন সিদ্ধান্ত দলের পারফরম্যান্সের ওপর বড় প্রভাব ফেলবে। সব মিলিয়ে, দিল্লি ক্যাপিটালসের সামনে বড় সিদ্ধান্ত। এই ক্ষেত্রে আইপিএল ২০২৫ মরসুমে শুরুর দিকে নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

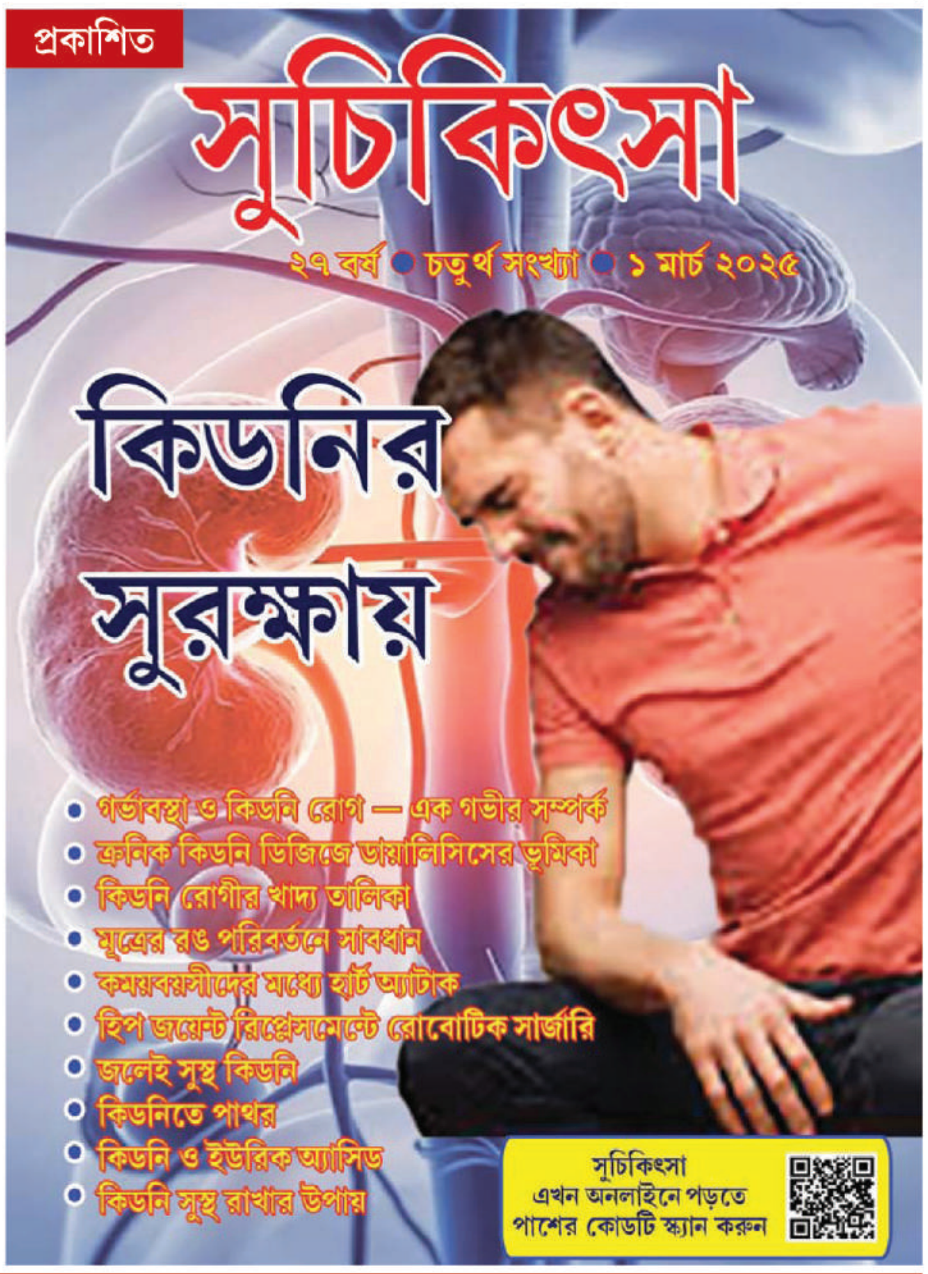

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com